মাসিক আত-তাহরীক

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, 'বান্দা মৃত্যুকে যত বেশী স্মরণ করবে, তার উৎফুল্লতা ও অন্যের প্রতি হিংসা তত বেশী হ্রাস পাবে' (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩৪৫৮৩)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٦، عدد : ١٢، صفر وربيع الأول ١٤٤٥-هـ/ سبتمبر ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ওমানের দৃষ্টিনন্দন একটি মসজিদ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

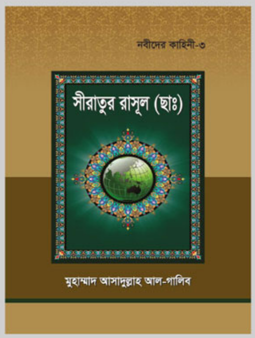

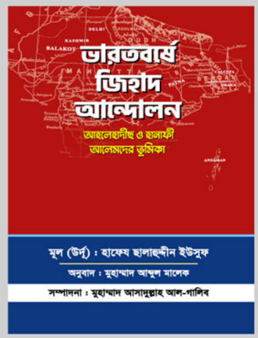

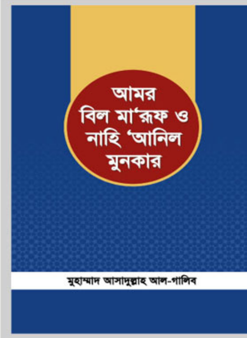

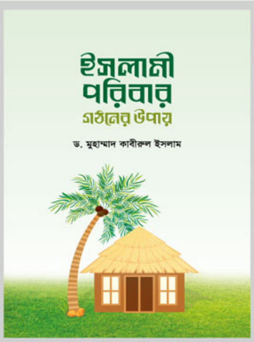

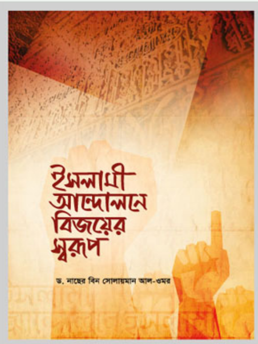

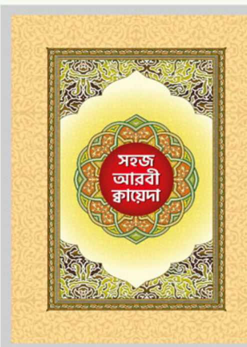

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ | www.hadeethfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউঃ ১৪৪৫ হি.

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০ বাং

সেপ্টেম্বর ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪.৩০-৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(শেষ কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
  - ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার কতিপয় ক্ষেত্র ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
  - ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত ১১
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার *(শেষ কিস্তি)* ১৯
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৪
- **ছাহাবী চরিত :** ২৬
  - হাসান বিন আলী (রাঃ)
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **ভ্রমণ স্মৃতি :** ৩১
  - মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(৫ম কিস্তি)*
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৪
- **হাদীছের গল্প :** ৩৫
  - ছাহাবায়ে কেরামের জীবন যাত্রার একটি নমুনা
    -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
- **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৬
  - বর্ষায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ার কারণ ও প্রতিকার
- **বিজ্ঞানচিন্তা :** ৩৮
  - রক্ত ও মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
- **কবিতা :** ৪০
  - দাও কল্যাণ
  - সংগঠন
  - মৃত্যু
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৭
- **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সেপ্টেম্বর ২০২৩ | সম্পাদকীয় | ২৬তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

হিংসা ও অহংকার সকল পতনের মূল

মানবদেহে ষড়রিপু হ'ল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এর মধ্যে 'মদ' হ'ল হিংসা, গর্ব ও অহংকার। জীবনে চলার পথে ষড়রিপু আমাদের সার্বক্ষণিক সাথী। এগুলি ডাক্তারের আলমারিতে রক্ষিত 'পয়জন' (Poison)-এর বোতলের মত। দেহের মধ্যে লুক্কায়িত উপরোক্ত ৬টি আগুনের মধ্যে 'মদ' বা হিংসা ও অহংকারের স্ফুলিঙ্গ একবার জ্বলে উঠলে ও তা নিয়ন্ত্রণ হারালে পুরা মানব গাড়ীটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে। এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়। আধুনিক বিশ্বে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং জাপানের 'হিরোশিমা' ও 'নাগাসাকি'-র ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়াও সর্বসাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ যার বাস্তব প্রমাণ। হিংসুকের বৈশিষ্ট্য হ'ল সর্বদা 'হিংসাকৃত ব্যক্তির নে'মতের ধ্বংস কামনা করা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'টি বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুতে হিংসা নেই। ১. আল্লাহ যাকে মাল দিয়েছেন। অতঃপর সে তা হক-এর পথে ব্যয় করে। ২. আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন, সে তা দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৭৩; মিশকাত হা/২০২)*। এটিকে মূলত 'হিংসা' বলা হয় না, বরং 'ঈর্ষা' বলা হয়। হিংসা নিষিদ্ধ এবং ঈর্ষা সিদ্ধ, বরং আকাংখিত। আসমানে প্রথম হিংসা করেছিল ইবলীস আদিপিতা আদম ও মা হাওয়ার সাথে। যমীনে প্রথম হিংসা করেছিল আদম পুত্র ক্বাবীল তার উত্তম ছোট ভাই হাবীলের সাথে। তাই ভাল-র প্রতি হিংসা চিরন্তন।

রহমাতুললিল আলামীন বা 'জগৎবাসীর জন্য শান্তি' বলে খ্যাত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হিংসা করেছিল মদীনার মুনাফিক লাবীদ বিন আ'ছাম। সে তার মেয়েকে দিয়ে গোপনে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার একটি চুল ও চিরুনীর একটি ভাঙ্গা দাঁত সংগ্রহ করে। অতঃপর চুলটিতে জাদুমন্ত্র পাঠ করে উক্ত দাঁতে জড়িয়ে ১১টি গিরা দেয়। অতঃপর খেজুরের শুকনা মোচার মধ্যে বেঁধে বনু যুরায়েক্ব গোত্রের খেজুর বাগানে 'যারওয়ান' কূয়ার নীচে পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসে। এর ফলে রাসূল (ছাঃ) মাঝে-মধ্যে কিছু ভুলে যেতে থাকেন। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয়। তখন তিনি আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়ে উক্ত কূয়ার নীচ থেকে সেটি উঠিয়ে আনেন। অতঃপর তিনি একেকটি আয়াত পাঠ করেন ও একেকটি গিরা খুলে যেতে থাকে। অবশেষে ১১টি গিরা সব খুলে যায় এবং তিনি হালকা বোধ করেন। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি চাই না যে, লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক' *(বুখারী হা/৬৩৯১)*। তবে তিনি মৃত্যু অবধি ঐ মুনাফিকের চেহারা দেখেননি *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ মানুষের সকল নষ্টের মূল হিসাবে 'হিংসা' দিয়ে সূরা ফালাক্ব শেষ করেছেন। অতঃপর সকল অনিষ্টের মূল হিসাবে মানুষের মনে শয়তানের 'খটকা' সৃষ্টি বা ওয়াসওয়াসা দিয়ে সূরা নাস শেষ করেছেন'। যা তারতীবের দিক দিয়ে কুরআনের সর্বশেষ সূরা। এর মাধ্যমে মানুষকে মানুষের হিংসা থেকে ও শয়তানের খটকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত হিংসা ও শয়তানের খটকা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। হুসাইন বিন ফযল বলেন, আল্লাহ এই সূরায় সকল মন্দকে একত্রিত করেছেন এবং 'হিংসা' দিয়ে সূরা শেষ করেছেন এটা বুঝানোর জন্য যে এটাই হ'ল সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাব'।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, 'এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষের আগমন ঘটবে'। অতঃপর আনছারদের একজন ব্যক্তি আগমন করল। যার দাড়ি দিয়ে ওযূর পানি টপকাচ্ছিল ও তার বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন রাসূল (ছাঃ) একই রূপ বললেন এবং পরক্ষণে একই ব্যক্তির আগমন ঘটলো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মজলিস থেকে উঠলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ তাঁর পিছু নিলেন।...আনাস (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, আমি তার বাসায় একরাত বা তিন রাত কাটাই। কিন্তু তাকে রাতে ছালাতের জন্য উঠতে দেখিনি। কেবল ফজরের জন্য ওযূ করা ব্যতীত। তাছাড়া আমি তাকে সর্বদা ভাল কথা বলতে শুনেছি। এভাবে তিনদিন তিনরাত চলে গেলে আমি তার আমলকে হীন মনে করতে লাগলাম। তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম, আপনার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এই এই কথা বলেছিলেন এবং আমিও আপনাকে গত তিনদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি। কিন্তু আপনাকে বড় কোন আমল করতে দেখলাম না। তা'হলে কোন বস্তু আপনাকে ঐ স্থানে পৌঁছিয়েছে, যার সুসংবাদ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শুনিয়েছেন? তিনি বললেন, আমি যা করি তাতো আপনি দেখেছেন। অতঃপর যখন আমি চলে আসার জন্য পিঠ ফিরাই, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনি যা দেখেছেন, তাতো দেখেছেন। তবে আমি আমার অন্তরে কোন মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ রাখি না এবং আমি কারু প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত কোন কল্যাণের জন্য হিংসা পোষণ করি না'। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন আমর বললেন, 'এটিই আপনাকে উক্ত স্তরে পৌঁছিয়েছে। এটি এমন এক বস্তু যা আমরা করতে সক্ষম নই' *(হাকেম হা/৪৩৮০, আহমাদ হা/১২৭২০)*।

বস্তুত হিংসুকের সবচেয়ে বড় শাস্তি হ'ল সে হিংসার আগুনে নিজেই জ্বলে-পুড়ে মরে। হিংসা তার সকল নেকী খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে' *(কুরতুবী)*। আর অন্যায় দম্ভ ও অহংকার মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় *(যুমার ৩৯/৭২)*। ...আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা থেকে অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ছুঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা পাপীদের বদলা দিয়ে থাকি' *(আ'রাফ ৭/৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে।...তিনি বলেন, 'অহংকার' হ'ল 'সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা' *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। দুনিয়াতে অহংকারের পরিণতি হ'ল লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে এর পরিণতি হ'ল 'ত্বীনাতুল খাবাল' অর্থাৎ জাহান্নামীদের উত্তপ্ত পুঁজ-রক্ত পান করা *(তিরমিযী হা/২৪৯২)*।

আল্লাহ মানুষকে মেধায়, শক্তিতে, সম্পদে ও মর্যাদায় পরস্পরে উঁচু-নীচু করেছেন কেবল তাদের পরীক্ষা করার জন্য এবং এগুলির মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য। যারা এটা করেন, তারাই প্রকৃত অর্থে বিচক্ষণ ব্যক্তি *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৫৯)*। বর্তমান যুগে দেশে দেশে বর্ণবিদ্বেষ, অঞ্চল বিদ্বেষ, দলীয় বিদ্বেষ, ব্যক্তিবিদ্বেষ মানুষকে অন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি পসন্দনীয় ব্যক্তি বা দলের বিপরীত কোন মুসলমানের মৃত্যুতে ইন্নালিল্লাহ...বলার স্বাধীনতাটুকুও হরণ করা হচ্ছে। অথচ মুখে সর্বদা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেনা উঠছে। এদেশে বহু সার্চ কমিশন, ট্রুথ কমিশন হয়েছে। তবে এটাই বাস্তব যে, সত্যকে সবাই ভালবাসলেও সত্যকে কেউ গ্রহণ করেনা। যার মৌলিক কারণ হ'ল হিংসা ও অহংকার। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কোন অঙ্গনই এ থেকে মুক্ত নয়। অথচ অহংকারের পতন যে অবশ্যম্ভাবী, তার বাস্তব প্রমাণ এদেশেই রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে হিংসা ও অহংকারের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা করুন।-আমীন! *(স.স.)*।

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(শেষ কিস্তি)

৪. যোগ্য মানুষ তৈরি করে যাওয়া :

যোগ্য মানুষ তৈরী করে গেলে জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই তার ফায়েদা মেলে। একইভাবে মৃত্যুর পরেও ছওয়াব মিলবে। সুতরাং হে পাঠক! আপনার চেয়েও ভালো ও যোগ্য মানুষ তৈরী করা যেন আপনার রাত-দিনের চিন্তা-ফিকির হয়। কুরআনের নির্দেশনা তাই, সুন্নাহ্র নির্দেশনাও তাই।

আল্লাহ বলেন, وَوَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِيْنَ، ‘আর আমরা মূসাকে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলাম। অতঃপর তা আরো দশ দিন দ্বারা পূর্ণ করি এবং এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত চল্লিশ দিন সময় পূর্ণ হয়। আর এ সময় মূসা তার ভাই হারূণকে বলে, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ও তাদের সংশোধন করবে। আর সাবধান! তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৪২)*। আয়াতে উল্লেখিত নবী হারূণ (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ)-এর যামানায় তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি।

হাদীছে এসেছে, أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَتْهُ فِى شَىْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِى فَأْتِى أَبَا بَكْرٍ- ‘জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে একটি বিষয়ে কথা বলেন। তিনি তাকে একটি আদেশ দেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি আগামীতে আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, আমাকে না পেলে আবুবকরের নিকট যেও’।[১] হুমায়দী ইবরাহীম বিন সা‘দের বর্ণনায় বর্ধিত বলেছেন, যেন তিনি তাঁর মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন।

মুতা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বলেন, إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ‘যায়েদ নিহত হ’লে জা‘ফর সেনাপতি হবে। সেও যদি নিহত হয় তবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে। তিনি তাদের জন্য একটি সাদা পতাকা বেঁধে দেন এবং তা যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-এর হাতে দেন’।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে গমনকালে এগারোর অধিক ছাহাবীকে মদীনা নগরীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা নিয়োগ করে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সা‘দ বিন ওবাদাহ, যায়েদ বিন হারেছা, বাশীর বিন আব্দুল মুনযির, সিবা‘ গিফারী, ওছমান বিন আফফান, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম, আবু যর গিফারী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, নুমায়লা লায়ছী, কুলছূম বিন হুছাইন, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ)।

আলক্বামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় খাব্বাব (রাঃ) এলেন। তিনি তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! এ যুবকরা কি তোমার মতো কুরআন পড়তে পারে? তিনি বললেন, তুমি চাইলে তাদের কাউকে তোমার সামনে পড়তে আদেশ করতে পার। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তিনি বললেন, আলক্বামা, তুমি পড়। আলক্বামা বলেন, আমি সূরা মারয়াম থেকে পঞ্চাশ আয়াত পড়লাম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বললেন, কেমন দেখলে? খাব্বাব বললেন, খুব সুন্দর। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বললেন, যা কিছু আমি পড়তে পারি সে তা পড়তে পারে’।[৩]

জীবনী গ্রন্থগুলোতে বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, আলক্বামা (রহঃ) সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আবু হামযাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাবাহ আবুল মুছান্নাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আব্দুল্লাহকে দেখেননি? তিনি বললেন, আমি বরং ওমরের সাথে তিন বার হজ্জ করেছি; তখন আমি যুবক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওমর (রাঃ) ২৩ হিজরীতে এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ও আলক্বামা লোকদের দু’সারিতে ভাগ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ একজনকে পড়াতেন, আলক্বামা অন্যজনকে পড়াতেন। পড়া শেষ হ’লে তারা দু’জনে হজ্জ-কুরবানী এবং হালাল-হারামের নানা বিধি-বিধান আলোচনা করতেন। সুতরাং তুমি যখন আলক্বামাকে দেখেছ তখন আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদকে না দেখলে ক্ষতি নেই। জ্ঞান-গরিমা স্বভাব-চরিত্রে আলক্বামা ইবনু মাসঊদের প্রতিচ্ছবি। অনুরূপভাবে যখন ইবরাহীম নাখঈকে দেখেছ তখন আর আলক্বামাকে না দেখলে ক্ষতি নেই। জ্ঞান-গরিমা স্বভাব-চরিত্রে ইবরাহীম নাখঈ আলক্বামার প্রতিচ্ছবি।[৪]

আ‘মাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি যখন যুবক তখনকার কথা। ইবরাহীম নাখঈ সেসময় আমাকে একটি ফরয সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘এটা মুখস্থ রাখো। সম্ভবত এ বিষয়ে তোমার কাছে জানতে চাওয়া হবে’।[৫]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের ঘটনা :

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর একেবারে নিকটতম ছাত্র। আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর

১. বুখারী হা/৭৩৬০; মুসলিম হা/২৩৮৬।
২. বুখারী হা/৪২৬১।
৩. বুখারী হা/৪১৩০।
৪. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৪/৫৪।
৫. জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, পৃ. ৪৮৫।

প্রকৃত নাম ছিল ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম। খলীফা হারূণুর রশীদের আমলে তিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। খলীফার সাথে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা ইব্রাহীম বিন হাবীব যখন মারা যান তখন আমি ছোট শিশু। মা-ই আমার লালন-পালন করতেন। অভাবের কারণে তিনি আমাকে এক ধোপার নিকটে কাজে দেন। কিন্তু ধোপাকে ছেড়ে আমি আবু হানীফার মজলিসে যোগ দিতাম এবং মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতাম। আমার মা আমার পিছনে পিছনে আবু হানীফার মজলিসে হাযির হ'তেন, তারপর আমার হাত ধরে ধোপার কাছে নিয়ে যেতেন। এদিকে আবু হানীফা (রহঃ) আমার উপস্থিতি এবং ইলম শেখার আগ্রহ দেখে আমাকে গুরুত্ব দিতেন। এভাবে যখন তার মজলিসে আমার উপস্থিতি আমার মায়ের কাছে বেশী পীড়াদায়ক হয়ে উঠল এবং আমার পলায়ণপরতা তার কাছে দীর্ঘায়িত হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি আবু হানীফাকে বললেন, এই বাচ্চাকে নষ্ট করার মূলে আপনি। এ একটা ইয়াতীম অনাথ বাচ্চা। অর্থ-সম্পদ বলতে তার কিছু নেই। সুতো কেটে আমি তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করি। আমি কামনা করি যে, সে নিজের খরচ চালানোর জন্য অন্তত এক 'দানেক' (তৎকালীন মুদ্রার নাম) আয় করুক।

আবু হানীফা (রহঃ) আমার মাকে বললেন, ওহে রা'না, তোমার ছেলে লেখাপড়া করে এমন বিদ্বান হবে যে, সে পেস্তা বাদামের তেলে রান্না করা ফালুদা খাবে। এ রকম ফালুদা তখনকার দিনের রাজা-বাদশাহ ও ধনীদের খাবার ছিল। তার কথায় আমার মা বললেন, আপনি বুড়ো মানুষ। আপনার মাথা বিগড়ে গেছে। তাই আবোলতাবোল বকছেন। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। তারপর থেকে আমি আবু হানীফার কাছেই থাকতে লাগলাম। আমার লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত তিনিই আমার খরচ চালাতেন। এভাবে একদিন আল্লাহ আমাকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেন এবং আমি আব্বাসীয় খলীফা হারূণুর রশীদের আমলে বিচারপতির পদে আসীন হই। খলীফার সাথে সখ্যতার ফলে আমি তার দরবারে বসতাম এবং তার দস্তরখানে একসাথে খানা খেতাম। একদিন পরিচারকরা খলীফা হারূণের সামনে এক নতুন ধরনের খানা হাযির করল। খলীফা আমাকে বললেন, ওহে ইয়াকূব! এ খানা থেকে কিছুটা খাও, এ ধরনের খাবার আমাদের জন্যে প্রতিদিন তৈরি করা হয় না। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন, এ খাবারের নাম কি? তিনি বললেন, এর নাম ফালুদা, যা পেস্তা বাদামের তেলে রান্না করা হয়েছে। এ কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। তিনি বললেন, হাসছ কেন? আমি বললাম, ভালো জিনিস আল্লাহ বিদ্যমান রাখুন, হে আমীরুল মুমিনীন! কিন্তু তিনি কারণ জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি তখন তাকে ঘটনা আনুপূর্বিক শুনালাম। শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হ'লেন এবং বললেন, আমার জীবনের কসম! নিশ্চয়ই বিদ্যা মানুষের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তার দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ বয়ে আনে। তিনি আবু হানীফা (রহঃ)-এর জন্য রহমত কামনা করলেন এবং বললেন, তিনি তার মানস চোখে এমন কিছু দেখতে পেতেন বাহ্যিক চোখে যার দেখা মেলে না।[৬]

ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যতের যোগ্য আলেম হয় সেভাবে তাদের গড়ে তোলা :

নিজ ছাত্রদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা, কোন বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বই-পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা ইত্যাদি কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা আলেমের কর্তব্য। ছাত্রদের গবেষণাপত্র শিক্ষকের উপস্থিতিতে অন্য ছাত্রদের সামনে পড়ে শুনাতে হবে এবং গবেষণার কাজগুলোকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে সবাই সেই গবেষণাকর্ম থেকে উপকৃত হ'তে পারে।

শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের সামনে সময় সময় বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরা, সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা না করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে মাঝে এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতেন।

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের বললেন, أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ، مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ 'তোমরা আমাকে এমন একটা গাছের কথা বলো, যার দৃষ্টান্ত একজন মুমিনের ন্যায়'। তারপর তিনি উত্তর বলে দিলেন, هِيَ النَّخْلَةُ 'সেটি খেজুর গাছ'।[৭]

কি করে মাসআলা বা বিধি-বিধান উদ্ভাবন (ইস্তিম্বাত) করতে হয়, দলীল-প্রমাণ প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতিই বা কি, নানা মতের আলোচনা-সমালোচনার নীতি কেমন করে করতে হবে এবং মূলনীতির ভিত্তিতে উদ্ভাবিত শাখা মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি কি হবে, সেসব বিষয়ে শিক্ষক ছাত্রদের ভালোভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলবেন।

ছাত্রের শিক্ষা অর্জন একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হওয়ার পর তার শিক্ষক তাকে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি হিসাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সুযোগ করে দিবেন। এতে তার যোগ্যতা শাণিত হবে এবং তার শিক্ষা একান্তই তার নিজের হয়ে যাবে। এভাবে এক পর্যায়ে সেই ছাত্রের নিজস্ব দরসী হালাকা গড়ে উঠবে। আমাদের পূর্বসূরিরা এভাবে তাদের ছাত্রদের গড়ে তুলতেন এবং ফৎওয়াদানের অনুমতি দিতেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখের শিক্ষাদান পদ্ধতি এমনই ছিল।

শিক্ষক তার ছাত্রদের অন্ধ অনুকরণের শিক্ষা দিবেন না। বরং তিনি তাদের নেতৃত্বের যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। মুসলিম উম্মাহর আজ এমন নেতাদের খুব প্রয়োজন যারা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকর বিষয়ের দিকে পরিচালনা করবে। এ কারণেই পূর্বকালের খলীফাগণ কোন কোন যুদ্ধে

৬. তারীখু বাগদাদ ১৪/২৫০।
৭. বুখারী হা/৬১২২; মুসলিম হা/২৮১১।

সেনাদলের সেনাপতিত্ব ও নেতৃত্ব এমন লোকদের হাতে প্রদান করতেন যারা তাদের থেকে বয়সে ও যোগ্যতায় নীচু স্তরের। যাতে তারা প্রশিক্ষিত হয় এবং তারা উত্তম যোগ্যতার অধিকারী হয়, যেন পরবর্তীতে তারা সেনাদলের নিশানবরদার হ'তে পারে।

৫. ইসলামী ওয়াক্ফ :

দুনিয়া ও আখেরাতে নেক আমলের আধিক্য এবং ছওয়াবের বৃদ্ধি ঘটাতে ওয়াক্ফ অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আসলকে আবদ্ধ রেখে তা থেকে লভ্য সুযোগ-সুবিধা দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়।[৮]

এখানে 'আসল' অর্থ, সেই মূল যাকে অবিকল আবদ্ধ রেখে তা থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ সম্ভব। যেমন ঘর-বাড়ি, দোকানপাট, বাগান, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি।

আর 'সুযোগ-সুবিধা' অর্থ মূল থেকে উৎপাদিত ফসল, আয় ইত্যাদি। যেমন ফল, শস্য, ভাড়া, বাড়িতে বসবাস প্রভৃতি।

নবী করীম (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে যে কথা বলেছিলেন তার সাথে এ সংজ্ঞা মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন, فَاحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ، 'তুমি তোমার বাগানের মূল আবদ্ধ রাখো এবং তার উৎপন্ন ফল দান করো'।[৯]

ওয়াক্ফ শরী'আত সম্মত হওয়ার দলীল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ، 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। এ আয়াতে 'ইনফাক' অর্থ দান-ছাদাক্বা।[১০] আর ওয়াক্ফ তো দান-ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা করা সুন্নাত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর ও তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। আর তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(হজ্জ ২২/৭৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ- 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার থেকে তার সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনটি আমল ব্যতীত। ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা চলমান দান, উপকারী বিদ্যা এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[১১] ইমাম নববী বলেন, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হ'ল ওয়াক্ফ।[১২]

ওয়াকফের কিছু উপকারিতা :

(১) ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক কল্যাণ সাধনের এক অনন্ত উৎস ওয়াক্ফ। এতদপ্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ সম্পর্কে বলা যায় যে, ওয়াক্ফ এমন এক পাত্র, যার মধ্যে মানুষের জন্য শুধুই কল্যাণ আর কল্যাণ ঢালা হয় এবং তা এমন এক ঝরণা, যার থেকে শুধুই কল্যাণ উৎসারিত হয়। সন্দেহ নেই যে, কল্যাণের এ ধারা মুসলিমদের সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে হবে এবং তা হবে তাদের হালাল আয় ও উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে।

(২) ওয়াক্ফকে সমাজের উপর অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী আমল বলে বিবেচনা করা হয়। এটি অর্থ যোগানদানের একটি বড় বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান। ইসলামের অতীত যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদির অগ্রগতিতে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের বিরাট অবদান রয়েছে। মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার ও হাসপাতাল স্থাপন ও তাদের ব্যয় নির্বাহে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় কাজে লাগানো হয়। অধিকন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার, কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন, সড়ক, সেতু, গৃহ নির্মাণের মতো মৌলিক অবকাঠামো বিনির্মাণে ওয়াক্ফের ভূমিকা অতুলনীয়।

ওয়াক্ফ সামাজিক ঐক্য ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে। অসহায় দুর্বলদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ, অভাবগ্রস্তদের সহায়তা দান, যুবকদের বিবাহে সহযোগিতা দানে ওয়াকফের অর্থ কাজে লাগানো হয়। প্রতিবন্ধী, বয়োবৃদ্ধ, উপার্জনে অক্ষমদের খাওয়া-পরার ব্যয় নির্বাহে ওয়াক্ফ সম্পদের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া মৃতদের গোসল, কাফন-দাফন ও কবর খননের ব্যয়ও ওয়াক্ফ থেকে করা যায়।

(৩) শারঈ বিদ্যা শিক্ষার ধারা চলমান ও শক্তিশালী রাখতে ওয়াক্ফ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই শারঈ বিদ্যাই তো ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যার চর্চা জ্ঞান-গবেষণার আন্দোলনকে বেগবান করতে অতুলনীয় ভূমিকা রাখে। এ আন্দোলনের ফলে মুসলিমদের মধ্যে প্রচুর ইলমী গবেষণা সাধিত হচ্ছে, অর্জিত হচ্ছে চিরস্থায়ী ইলমী উত্তরাধিকার এবং তৈরী হচ্ছে এমন সব বিজ্ঞ আলেম যাদের নাম সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকছে।

(৪) ওয়াক্ফ মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে সংহতি গড়ে তোলার মৌল কাঠামো বাস্তবায়ন এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন নিশ্চিত করে। ওয়াক্ফ থেকে অর্থ সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে সমাজে দরিদ্ররা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, দুর্বলরা শক্তিশালী হয় এবং অসহায়রা সহায়তা লাভ করে।

৮. আল-কাফী ২/২৫০।
৯. নাসাঈ হা/৩৬০৪; সনদ ছহীহ।
১০. তাফসীরে তাবারী ৬/৫৮৭।
১১. মুসলিম হা/১৬৩১; আবুদাঊদ হা/২৮৮০; তিরমিযী হা/১৩৭৬; মিশকাত হা/২০৩।
১২. শরহু মুসলিম ১১/৮৫।

(৫) ওয়াক্ফের আয় থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্কিম হাতে নেওয়া হয়। যার ফলে জনসাধারণের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণ হয়, তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে সহযোগিতা মেলে। এভাবে ওয়াক্ফ জনকল্যাণে অবদান রেখে চলে।

(৬) সম্পদ অক্ষত রেখে যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম পরম্পরায় তা থেকে উপকার লাভের যামানত হিসাবে ওয়াক্ফ কাজ করে। তাই ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে নয়-ছয়কারীদের হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। তবেই নিশ্চিত হবে ওয়াক্ফকারীর জন্য বিরামহীন ছওয়াব।

শেষ কথা :

প্রিয় পাঠক! মৃত্যুর পর আপনি যাতে আখেরাতের জীবনে সুখে থাকতে পারেন সেজন্য একজন ভালো আমলদার মুসলিম হ'তে সচেষ্ট থাকুন। আপনার আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও যাতে আপনি পেতে পারেন সেজন্য আলোচ্য নিবন্ধে বর্ণিত হাদীছের আমলগুলো কিছুমাত্র হ'লেও করে যান। মানবকল্যাণে আপনার ভূমিকা হোক বৃষ্টির মতো।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ 'আমার উম্মতের উপমা বৃষ্টির ন্যায়। এটা জানা যায় না যে, প্রথম দিকের বৃষ্টি উত্তম, না শেষের দিকের'।[১৩]

কোন কোন হাদীছে مطر এর স্থলে غيث শব্দ এসেছে। উভয়ের অর্থ বৃষ্টি। এখানে বৃষ্টির উপমা দ্বারা এই উম্মতের মাঝে যে বহুবিধ কল্যাণ লুকিয়ে আছে সে কথা বলা হয়েছে। বৃষ্টি তো সাক্ষাৎ রহমত, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার সৃষ্টিকুলের জন্য হাদিয়া। তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে আল্লাহ সঞ্জীবিত করে তোলেন।

এমনিভাবেই প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষের মাঝে কল্যাণকামী লোকেদের হিম্মত ছাহাবী রিবঈ বিন আমের (রাঃ)-এর মতো দেখা দেয়। তিনি পারসিক সেনাপতি রুস্তমের সামনে বলেছিলেন, اللهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ 'যারা মানুষের দাসত্ব ছেড়ে মানুষের রবের দাসত্ব করতে চায়, দুনিয়ার সংকীর্ণতা ছেড়ে আখেরাতের প্রশস্ততার মাঝে জায়গা নিতে চায় এবং নানান ধর্মের যুলুম-অত্যাচার থেকে ইসলামের ইনছাফ ও সুবিচারের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চায় এবং তাদেরকে এহেন অবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য আল্লাহ মুসলিমদের পাঠিয়েছেন'।[১৪]

যখন মানুষের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আসে, খরা, হতাশা ও নিরাশা যখন তাদের ঘিরে ধরে তখন আসে বৃষ্টি। এই ইসলামী উম্মাহ হচ্ছে কল্যাণকারী দানশীল উম্মাহ। ইতিহাসের তিক্ত সময় যতই ঘনিয়ে আসুক না কেন তারা হতাশ হয় না, ভেঙ্গে পড়ে না, হীনবল হয় না। ইসলামী দেশগুলোর উপর তার লম্বা ইতিহাসে কত সমস্যা চেপে বসেছে, কত বালা-মুছীবত, কত বিপর্যয় ঘিরে ধরেছে; ভূমিকম্পের মতো ইসলামী দুনিয়া প্রবল কম্পনে কেঁপে উঠেছে কিন্তু প্রতিবারেই ইসলামী উম্মাহ সে বিরাট সংকট কাটিয়ে উঠেছে। তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে আরো শক্তভাবে, আরো ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে। অথচ প্রতিবারেই চক্রান্তকারীরা ভেবেছে, এবারেই মুসলিম জাতিকে তারা তাদের পদানত করে ছাড়বে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কৌশল তো তাদের অজানা। তিনি তাদের জন্য ঘাঁটি করে আছেন। এরশাদ হয়েছে, يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، 'তারা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণতায় পৌঁছানো ব্যতীত ক্ষান্ত হবেন না। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে' *(তওবা ৯/৩২)*।

ছাহাবীগণ যখন আল্লাহ্র বাণী فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'কাজেই তোমরা সৎকর্ম সমূহে প্রতিযোগিতা কর' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)* এবং আল্লাহ্র অপর বাণী وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)* শুনলেন তখন প্রত্যেকে একথা থেকে বুঝে নিলেন যে, তাকে উঠেপড়ে লাগতে হবে, যাতে তিনি অন্যদের আগে এই সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হন; উঁচু মর্যাদার দ্বারপ্রান্তে সবার আগে তিনি উপনীত হন। তাই তারা যখন কাউকে তার থেকে বেশী আখেরাতের আমল করতে দেখতেন তখন তারা তার সাথ ধরার জন্য, এমনকি তাকে অতিক্রম করার জন্য চেষ্টা ও প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। তাদের প্রতিযোগিতা ছিল আখেরাতের মর্যাদা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। এজন্যই তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। আল্লাহ বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বফফিফীন ৮৩/২৬)*।

আমি সবার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট উপকারী বিদ্যা হাছিল ও নেক আমলের সুযোগ দানের জন্য দো'আ করি। মহান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল ছাহাবীর উপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন-আমীন!!

---

১৩. *আহমাদ হা/১৮৯০১; তিরমিযী হা/২৮৬৯; মিশকাত হা/৬২৭৭।*
১৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৬২২।*

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার কতিপয় ক্ষেত্র

*-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম**

সংঘাতপূর্ণ দুনিয়ায় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলতে যেসব গুণাবলী মানুষকে সর্বাধিক চর্চা ও লালন করতে হয় তন্মধ্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অন্যতম। কেননা প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হ'লে সার্বিক জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যাবে। নশ্বর এই দুনিয়া থেকে কিছু মহৎ মানুষ বিদায় নিয়েছেন, যারা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে অপরের মন জয় করে ইসলামের সুমহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ও কিছু বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের চেষ্টা করব, যাতে পাঠকগণ তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন সুশোভিত করতে পারেন।

১. ব্যক্তিগত জীবনে : ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ কেউ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। যেকোন মানুষের যেকোন সময় ভুল হ'তেই পারে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ، 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীরাই সর্বোত্তম ভুলকারী'।[১] এমতাবস্থায় আমরা যদি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে লক্ষ্য করি তাহ'লে জীবনের অনেক সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। বিশ্বমানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন; কিন্তু তার প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি ক্ষমা করেছেন জানি দুশমনকেও। যেমন-

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মদীনার ইহুদী গোত্র বনু যুরাইক্বের মিত্র লাবীদ বিন আ'ছাম নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েকে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার ছিন্ন চুল ও চিরুনীর ছিন্ন দাঁত চুরি করে এনে তাতে জাদু করে এবং মন্ত্র পাঠ করে চুলে ১১টি গিরা দেয়। এর প্রভাবে রাসূল (ছাঃ) কোন কাজ করলে ভুলে যেতেন ও ভাবতেন যে করেননি। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ দিন বা ৬ মাস এভাবে থাকে। এক রাতে রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, দু'জন লোক এসে একজন তাঁর মাথার কাছে অন্যজন পায়ের কাছে বসে। অতঃপর তারা বলে যে, বনু যুরায়েক্ব-এর খেজুর বাগানে যারওয়ান কূয়ার তলদেশে পাথরের নীচে চাপা দেওয়া খেজুরের কাঁদির শুকনো খোসার মধ্যে ঐ জাদু করা চুল ও চিরুনীর দাঁত রয়েছে। ওটা উঠিয়ে এনে গিরা খুলে ফেলতে হবে। সকালে তিনি আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠান এবং যথারীতি তা উঠিয়ে আনা হয়। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গিরাগুলি খুলে ফেলেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান।[২]

এ সময় আল্লাহ সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল করেন। যার ১১টি আয়াতের প্রতিটি পাঠের সাথে সাথে জাদুকৃত চুলের ১১টি গিরা পরপর খুলে যায় এবং রাসূল (ছাঃ) হালকা বোধ করেন ও সুস্থ হয়ে যান। রাসূল (ছাঃ)-কে প্রতিশোধ নিতে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِى اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا– 'আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি এ বিষয়টি অপসন্দ করি যে, লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক'।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুর তথ্য জানতে পেরেও প্রতিশোধ নেননি, বরং ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন করেছেন।

২. পারিবারিক জীবনে : পরিবার মানব সমাজের প্রথম ও মূল ভিত্তি। উন্নত পারিবারিক জীবন ব্যতীত সুষ্ঠু মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। বিপদে-আপদে পরিবারেই মানুষ প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। পরিবারের মধ্যেই প্রকৃত মহব্বত-ভালবাসা তৈরী হয়। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ، 'তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে' *(রূম ৩০/২১)*।

পরিবারে দাদা-দাদী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন একত্রে বসবাস করেন। পরিবার পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করেন স্বামী-স্ত্রী। তারা একত্রে মিলে-মিশে জীবন যাপন করবে এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 'তারা তোমাদের পোষাক ও তোমরা তাদের পোশাক সদৃশ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অভাবে শান্তির এ নীড়ে যেন অশান্তির দাবানল জ্বলছে। পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি যেন নিত্যদিনের ঘটনা। যে স্বামী সারা জীবন স্ত্রী ও সন্তানের সুখের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, এমনকি সামান্য অর্থের জন্য প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছেন তার সাথে স্ত্রী উত্তম আচরণ করেন না। তার অনুপস্থিতিতে সতীত্ব টিকিয়ে রাখেন না। ফলে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকে। আবার যে স্ত্রী সারা জীবন স্বামী ও সন্তানের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন তার সামান্য ত্রুটিতেই তাকে অনেকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, বেদম প্রহার করে, হাত ভেঙ্গে দেয়, এমনকি এক সাথে তিন তালাক বলতেও সামান্য দ্বিধা করে না। অথচ আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْراً كَثِيْراً– 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর,

---

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১।*

২. *বুখারী হা/৫৭৬৫, ৫৭৬৬।*

৩. *বুখারী হা/৬৩৯১।*

(তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلَعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا– 'নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর'।[৪]

৩. সামাজিক জীবনে : সামাজিক জীবনে কেউ ভুল করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে উত্তম আচরণ করতেন। ফলে সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন জনৈক বেদুঈন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সহজপন্থা অবলম্বনকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা সৃষ্টিকারীরূপে নয়'।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উত্তম আচরণে লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে ইসলাম কবুল করলেন। লোকটি ছিলেন আক্বরা বিন হাবিস আত-তামীমী।[৬]

অথচ আমাদের সমাজে সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে মারামারি ও খুনাখুনির ঘটনা অহরহ ঘটছে, যা খুবই দুঃখজনক। যেমন সুনামগঞ্জ যেলায় মসজিদে সামান্য কাঁঠালের নিলাম নিয়ে ৪ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হল। আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণে একটু ক্ষমাশীল হ'লে এতবড় দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না।

৪. রাষ্ট্রীয় জীবনে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হয়েও হাসিমুখে তা বরণ করেছেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর দেহে ছিল মোটা পাড়ের একটি নাজরানী চাদর। এক বেদুঈন চাদর ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বেদুঈনের বুকের কাছে এসে পড়লেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর কাঁধের প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, সে জোরে টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের ডোরার দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর সে বেদুঈন বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলার যে সকল ধন-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা হ'তে কিছু আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দিন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। এরপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন'।[৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে অতুলনীয় ক্ষমাশীল ছিলেন অত্র হাদীছ তার বাস্তব প্রমাণ। তিনি বেদুঈনের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা করেননি। বরং হাসির মাধ্যমে তার প্রতিদান দিয়েছেন।

এছাড়াও রাষ্ট্রীয় জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষমা ও সহনশীলতার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই মক্কা বিজয়ের ঘটনায়। যে মক্কাবাসী তাঁকে একে একে ১৬টি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে মক্কায় তিনি বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও ক্ষমা করে দিলেন। তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বিশ্ব ইতিহাসে রক্তপাতহীন বিজয় হ'ল মক্কা বিজয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হ'লেন দয়ালুদের সেরা দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৯২)*।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় সম্রাট বাবরের ক্ষমা ও মহত্ত্বের ইতিহাসখ্যাত ঘটনা। তিনি ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। ভারতের বাইরের মুসলিম সম্রাটগণ বহুবার ভারতের বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে বহু ধন-সম্পদ হস্তগত করে আবার স্বদেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু সম্রাট বাবর এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। রাজা সংগ্রাম সিংহ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে বাবরকে বেশী শক্তিশালী হ'তে আর সময় দিতে চাইল না। তাই সে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত ও নিহত হ'ল। ফলে বাবর আরো শক্তিশালী হ'লেন।

এদিকে পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ রাজপুতদের মধ্য থেকে এক যুবক মনে করল, বাবরকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করা যাবে না। তাই ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর প্রাণ সংহার করতে হবে। যুবক বাবরের রক্তে জন্মভূমির পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইল। তাই সে বাবরের সন্ধানে ছুরিসহ ছদ্মবেশে দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাবরকে ছুরিকাঘাতে নিহত করাই তার একমাত্র পণ।

একদিন সে দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দেখতে পেল, জনগণ রাজপথ ছেড়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে। রাজপথে পাগলা হাতী ছুটে চলেছে। তারই ভয়ে জনগণের এই ছুটোছুটি। এদিকে পথে একটি শিশু পড়ে আছে। ভয়ে কেউ শিশুটিকে উদ্ধার করতে এগুচ্ছে না। সবাই হায় হায় করে বলতে লাগল যে, শিশুটি হাতির পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা যাবে। কে একজন শিশুটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নিরস্ত করা হ'ল। বলা হ'ল, অচ্ছুৎ মেথরের ছেলেকে ছুঁয়ো না। এমন সময় জনতার ব্যূহ ভেদ করে কে একজন সাহসী ব্যক্তি দ্রুতগতিতে শিশুটিকে উঠিয়ে জনতার কাতারে মিশে গেলেন। হাতীটি হুংকার করতে করতে চলে গেল। পরে জানা গেল সেই সাহসী ব্যক্তিটি ছিলেন স্বয়ং সম্রাট বাবর।

স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে যুবকটির ভাবান্তর হ'ল। উদ্ধারকর্তাকেও সে চিনতে পারল। তিনিই সে ব্যক্তি যাঁর প্রাণ সংহার করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুবকটি তৎক্ষণাৎ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্থির করল যে, সে বাবরের কাছে তার পরিচয় দিয়ে দিল্লীর রাজপথে তার ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে।

৪. আহমাদ হা/২০১০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৯৪৪।
৫. বুখারী হা/২২০; মিশকাত হা/৪৯১।
৬. বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ঢাকা : হাদীছ একাডেমী ২০১৩, ১/৩০১ পৃ.।
৭. বুখারী হা/৩১৪৯; মুসলিম হা/১২৮ (১০৫৭); মিশকাত হা/৫৮০৩।

www.at-tahreek.com

পরিণাম যাই-ই হৌক তাতে তার কিছু যায় আসে না। তাই সে ধীরপদে বাবরের সামনে এল এবং লুক্কায়িত ছুরি বের করে বাবরের সামনে রাখল। অতঃপর বলল, এই ছুরির আঘাতে আমি আপনার প্রাণনাশ করতে চেয়েছিলাম। আপনার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি উপলব্ধি করলাম, প্রাণনাশের চেয়ে প্রাণরক্ষা করাই মহৎ কাজ। বাবর যুবককে ক্ষমা করে বুকে টেনে নিলেন এবং তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োজিত করলেন।

৫. দাওয়াতী ময়দানে : রাসূল (ছাঃ) ছিলেন ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তিনি দাওয়াতী ময়দানে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মে মাসের শেষে অথবা জুন মাসের প্রথমে স্বীয় মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে প্রধানতঃ নতুন সাহায্যকারীর সন্ধানে পদব্রজে ত্বায়েফ রওয়ানা হন। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫০ বছর। এই প্রৌঢ় বয়সে এই দীর্ঘ পথ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। যা ছিল মক্কা হ'তে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৯০ কি. মি. দূরে। অতঃপর ত্বায়েফ পৌঁছে তিনি সেখানকার বনু ছাক্বীফ গোত্রের তিন নেতা তিন সহোদর ভাই আব্দু ইয়ালীল, মাসঊদ ও হাবীব বিন আমর ছাক্বাফী-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। সাথে সাথে ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত তিন ভাইয়ের একজনের কাছে কুরায়েশ-এর অন্যতম গোত্র বনু জুমাহ এর একজন মহিলা বিবাহিতা ছিলেন, সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনজনই তাঁকে নিরাশ করেন।

নেতাদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে এবার তিনি অন্যদের কাছে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ তার দাওয়াত কবুল করেনি। অবশেষে দশদিন পর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য পা বাড়ান। এমন সময় নেতাদের উস্কানীতে বোকা লোকেরা এসে তাঁকে ঘিরে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়। এক পর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। যাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী ফেটে রক্তে জুতা ভরে যায়। এ সময় যায়েদ বিন হারেছাহ ঢালের মত থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রস্তরবৃষ্টি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। এভাবে রক্তাক্ত দেহে তিন মাইল হেঁটে তায়েফ শহরের বাইরে তিনি এক আঙ্গুর বাগিচায় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নেন। তখন ছেলেদের দল ফিরে যায়।[৮]

ত্বায়েফ সফর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ওহোদের দিন অপেক্ষা কষ্টের দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার কওমের কাছ থেকে যে কষ্ট পেয়েছি তার চাইতে সেটি অধিক কষ্টদায়ক ছিল। আর তা ছিল আক্বাবার (ত্বায়েফের) দিনের আঘাত। যেদিন আমি (ত্বায়েফের নেতা) ইবনু 'আব্দে ইয়ালীল বিন 'আব্দে কুলাল-এর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে তাতে সাড়া দেয়নি। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসার পথে ক্বারনুছ ছা'আলিব (ক্বারনুল মানাযিল) নামক স্থানে পৌঁছার পর কিছুটা স্বস্তি পেলাম। উপরের দিকে মাথা তুলে দেখলাম এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। অতঃপর ভালভাবে লক্ষ্য করলে সেখানে জিবরীলকে দেখলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি আপনার কওমের নিকটে যে দাওয়াত দিয়েছেন এবং জবাবে তারা যা বলেছে, মহান আল্লাহ সবই শুনেছেন। এক্ষণে তিনি আপনার নিকটে 'মালাকুল জিবাল' (পাহাড়সমূহের নিয়ন্ত্রক) ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। ঐ লোকদের ব্যাপারে তাকে আপনি যা খুশী নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর মালাকুল জিবাল আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনার কওমের কথা শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল'। আপনার পালনকর্তা আমাকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি আমাকে যা খুশী নির্দেশ দিতে পারেন। আপনি চাইলে আমি 'আখশাবাইন' (মক্কার আবু কুবায়েস ও কু'আইক্বা'আন) পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দিব। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، 'বরং আমি আশা করি, আল্লাহ তাদের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[৯]

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার কি অনুপম দৃষ্টান্ত! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মর্মান্তিক নির্যাতনের শিকার হয়েও তায়েফবাসীকে ক্ষমা করে দিলেন। ফেরেশতার সাহায্য পেয়েও তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। আমরা কি দাওয়াতী জীবনে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না?

সালাফে ছালেহীন তাদের ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে নিজ দ্বীনী আদর্শ অপরের নিকট তুলে ধরেছেন। ফলে তা শত্রুর মনেও পরিবর্তন এনেছে। কেউ শত্রুতা করলেও তারা ক্ষমা করে দিয়েছেন, প্রতিশোধ নেননি। যেমন- বদরুল হাসান সাহসোয়ানী বলেন যে, একবার আমি মিয়াঁ নাযীর হোসাইন দেহলভী (রহঃ)-কে আমার বাড়ীতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করি। কিন্তু খাওয়া শুরু করার আগেই তাঁর বমি শুরু হয়ে যায়। ফলে তিনি না খেয়ে চলে যান। পরে আমার পাচকের (বাবুর্চির) পেটে ভীষণ বেদনা শুরু হয়। পাচক আব্দুল গণী ছিল রামপুরের বাসিন্দা ও মিয়াঁ ছাহেবের প্রতি দারুণ বিদ্বেষী। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলে সে এক পর্যায়ে মিনতিভরা কণ্ঠে স্বীকার করে যে, সে মিয়াঁ ছাহেবের জন্য খাসির বদলে শূকরের গোস্ত পাকিয়েছিল। এই পেটের বেদনা তার উপরে আল্লাহ্র গযব ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর তাকে মিয়াঁ ছাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লে সব কথা খুলে বলে সে ক্ষমা ভিক্ষা করে। মিয়াঁ নাযীর হোসাইন দেহলভী (রহঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন।

৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৮৮-৮৯।

৯. মুসলিম হা/১৭৯৫; বুখারী হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৫৮৪৮।

এরপর মিয়াঁ ছাহেব তার জন্য দো'আ করার সাথে সাথে তার পেটের তীব্র বেদনা প্রশমিত হয়। তখন সে মিয়াঁ ছাহেবের হাতে হাত রেখে তওবা ও বায়'আত করে। তার নতুন নাম রাখা হয় 'আব্দুল্লাহ'। এরপর সে মক্কায় হিজরত করে ও সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ পাক এভাবেই মিয়াঁ ছাহেবকে হারাম খাদ্য থেকে হেফাযত করলেন।[১০]

৬. সাংগঠনিক জীবনে : সাংগঠনিক জীবনে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রূঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

বিভিন্ন পরিবারের নানা পরিবেশের মানুষ একসাথে সংগঠন করে। তাই তাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তাই সবাই ক্ষমাশীল ও সহনশীলতা অবলম্বন করে এগিয়ে যাবে। অন্যথায় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৭. সফরকালে : সফর সুখের জায়গা নয়, বরং কষ্টের জায়গা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ানো, বসা, বিশ্রাম নেওয়া ও ঘুমানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা বিপত্তি ঘটে যায়। আমরা যদি অপর ভাই প্রতি একটু সহনশীল হই তাহ'লে সবাই আনন্দে থাকতে পারি। দূরের সফরে নিজে দাঁড়িয়ে অপরকে বসার ব্যবস্থা করলে তিনি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন। রাসূল (ছাঃ) সফরে অনেক দুর্ঘটনার শিকার হয়েও ক্ষমাশীলতার পথ বেছে নিয়েছেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, এক সফরে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এক মরু উপত্যকায় বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলেন। নবী করীম (ছাঃ) একটা গাছে তাঁর তরবারি ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়েন। ছাহাবীরাও যে যার মত ছায়াদার গাছ দেখে বিশ্রামে মশগূল হয়ে পড়েন। হঠাৎ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর গলার আওয়াযে তারা ঘাবড়িয়ে যান। তারা তাঁর কাছে এসে দেখেন তাঁর পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে একটা তরবারি পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের বললেন, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এই লোকটা এসে তরবারি হাতে নেয়। আমি জেগে দেখি, সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম, তার হাতে তরবারির খাপ খোলা। সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। দ্বিতীয়বার সে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এবার সে তরবারিটা খাপে পুরে ফেলল। এখন তো তাকে দেখছ, সে বসে পড়েছে'।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ 'তারপরও তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি। অথচ সে এখানে বসে আছে'।[১২]

৮. গালিগালাজ প্রতিরোধে : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদিন নবী করীম (ছাঃ) বসেছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আবুবকর (রাঃ)-কে গালিগালাজ করতে লাগল। নবী করীম (ছাঃ) এটা শুনে আশ্চর্যান্বিত হ'লেন এবং মুচকি হাসতে লাগলেন। লোকটি যখন অত্যধিক গালমন্দ করল, তখন আবুবকর (রাঃ) তার কথার উত্তর দিলেন। এতে নবী করীম (ছাঃ) রাগান্বিত হ'লেন এবং উঠে গেলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোকটি আমাকে গালি দিচ্ছিল আর আপনি বসেছিলেন। যখন আমি তার কথার উত্তর দিলাম, তখন আপনি রাগ করে উঠে গেলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি ঐ লোকটির জবাব দিচ্ছিলেন। যখন তুমি নিজেই তার জবাব দিলে, তখন তোমাদের মাঝে শয়তান উপস্থিত হ'ল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবুবকর! তিনটি কথা আছে যেগুলির প্রত্যেকটি সত্য। প্রথমতঃ যদি কোন বান্দার উপর যুলুম করা হয় এবং ঐ বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যুলুমের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি তার দানের দরজা খুলে দেয় এবং তার মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্কের ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দিয়ে নিজের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়, এতে আল্লাহ তার সম্পদ আরো কমিয়ে দেন'।[১৩]

ছাহাবীগণ ছিলেন ক্ষমা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন পৃথিবীতে সর্বোত্তম ক্ষমাশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা গালির পরিবর্তে গালি দিতেন না। যেমন- একদা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি গালি দিলে তিনি তাকে পাল্টা গালি দিলেন না এবং তার কথার জবাব দিলেন না। বরং তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ইকরিমাকে বললেন, হে ইকরিমা! দেখ, লোকটির কি কোন কিছুর অভাব আছে যা আমরা পূরণ করতে পারি? এতে লোকটি মাথা নিচু করে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।[১৪]

উপসংহার : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই হিংসা ও হানাহানিতে লিপ্ত মানব সমাজ শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত হ'তে পারে। ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণ দুনিয়াতে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করতে পারেন। আর পরকালে তারা আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ করে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হ'তে পারেন। তাই আসুন! আমরা ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১০. ফযল হোসাইন বিহারী, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (করাচী : মাকতাবা শু'আইব, ১৯৫৯ খৃ.), পৃ.২৬৮।

১১. মুসলিম হা/৮৪৩।
১২. বুখারী হা/২৯১০, ২৯১৩।
১৩. আহমাদ হা/৯৬২৪; মিশকাত হা/৫১০২।
১৪. গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩১০।

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'ঈমান'। প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের দাওয়াত। ঈমান ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ঈমানের উপর নির্ভর করেই বান্দার জান্নাত-জাহান্নাম ও পরকালীন মুক্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।-

ঈমানের পরিচয় : ঈমান (الإيمان) শব্দটি আম্ন (امن) শব্দ থেকে নির্গত। আমন অর্থ- নিরাপত্তা, আশংকামুক্তি, নিশ্চিন্তত্রা ইত্যাদি।[১] যা ভীতির বিপরীত। আর মুমিন শব্দের অর্থ হ'ল- বিশ্বাসী, আস্থাশীল, আস্থাবান। যেমন হাদীছে এসেছে, الْمُؤْمِنُ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ، 'মুমিন তো তিনিই যাকে মানুষ নিরাপদ মনে করে'।[২] পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَّةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ، 'ঈমান' হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। ঈমান কি? জিব্রীল (আঃ)-এর এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ 'ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং এছাড়া তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা'।[৩]

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল-

(১) ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমান : ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হ'ল ঈমান তথা 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল' এই সাক্ষ্য দেওয়া। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

'ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. ছালাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৪]

যুগে যুগে সমাজে নানাবিধ খারাপ কাজ বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، 'আর তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকটে এই অহি করিনি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে শরী'আত ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও সকল নবীকে তাওহীদ (তথা ঈমান) দিয়ে পাঠানো হয়েছে।[৫] অন্য আয়াতে প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই' *(আ'রাফ ৭/৫৯)*।[৬] রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম দাওয়াতও ছিল ঈমানের। তিনি বলতেন, قُوْلُوْا لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا، 'তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'।[৭]

(২) ঈমানের পর অন্যান্য বিধান : যারা কালেমার সাক্ষ্য দিবে তথা ঈমান আনয়ন করবে তাদের উপরই ইসলামের পরবর্তী বিধানগুলো অর্পিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন,

إِنَّك تَأْتِي قوما من أهل الْكتاب. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أطاعوا لذَلِك. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَإِنْ هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة-

'মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) নিকট যাচ্ছ। প্রথমতঃ তাদেরকে এ দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহ'লে তাদের সামনে এই ঘোষণা দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা এটাও মেনে নিলে

* *তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ১৫৮।

২. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৫৮।

৩. মুসলিম হা/৮; আবু দাঊদ হা/৪৬৯৫।

৪. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬।

৫. তাফসীরে কুরতবী, সূরা আম্বিয়া ২৫নং আয়াতের তাফসীর দ্র:।

৬. আ'রাফ ৭/৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ ১১/৫০, ৬১, ৮৪; মুমিনূন ২৩/২৩; আনকাবূত ২৯/৩৬।

৭. আহমাদ হা/১৬০৬৬; হাকেম হা/৩৯, ৪২১৯, হাদীছ ছহীহ।

তাদেরকে জানাবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন’।[৮]

(৩) ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত ইখলাছ তথা ঈমান[৯] : আল্লাহ্র নিকটে আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ’ল ঈমান আনয়ন করা। কেননা ঈমানহীন আমল পত্র-পল্লবহীন নেড়া বৃক্ষের ন্যায়, যা কোন উপকারে আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ‘পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ *(নাহল ১৬/৯৭)*। আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا ما كان لهُ خالِصًا، وابْتُغِيَ بِهِ وجْهُهُ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোন আমল কবুল করেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ অন্তরে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়’।[১০] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) (৭০০-৭৭৪ হিঃ) সূরা কাহাফের ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য রুকন রয়েছে। অবশ্যই এটা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য খালেছ হ’তে হবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী‘আতের মধ্যে হবে।[১১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه، ‘ইখলাছহীন আমল ও (সুন্নাহ্র) অনুসরণবিহীন সৎকাজ করা ঐ মুসাফিরের ন্যায় যে বালুভর্তি বস্তার বোঝা বহন করে, যা তার কোন উপকারে আসে না’।[১২] অতএব মৌলিকভাবে আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য হওয়া *(যুমার ৩৯/২)*।[১৩]

(৪) ঈমানদাররাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ : সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হ’লেও *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)* যারা ঈমান আনবে প্রকৃতপক্ষে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ’ল সৃষ্টির সেরা’ *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭)*। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) ও একদল বিদ্বান মুমিনদের মর্যাদা ফেরেশতাদের উপরে নির্ধারণ করেছেন’।[১৪]

ঈমানের কারণে বান্দা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। সুতরাং আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার জন্য ঈমানী বলে বলীয়ান হওয়া যরূরী। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ‘আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা’ *(রূম ৩০/৪৭)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার অন্যতম কারণ হ’ল ঈমান’।[১৫]

ঈমানের কারণে মুমিনকে আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় ক্ষতি, অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوا، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিহত করেন’ *(হজ্জ ২২/৩৮)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، ‘তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদের শাস্তি দিবেন ও লাঞ্ছিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তরগুলিকে প্রশান্ত করবেন’ *(তওবাহ ৯/১৪)*।

(৫) ঈমান হ’ল সর্বোত্তম আমল : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, ‘কোন্ কাজটি উত্তম?’ তিনি বললেন, إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ، ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞেস করা হ’ল, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হ’ল, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মাকবূল হজ্জ সম্পাদন করা’।[১৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদা (রহঃ) হ’তে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (ক্বাতাদা রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক সময় তাদের মাঝে দাড়াঁলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، ‘আল্লাহ তা‘আলার পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান হ’ল সর্বোত্তম আমল’।[১৭] আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।[১৮]

---

৮. মুসলিম, হা/১৯; আবু দাউদ, হা/১৫৮৪; মিশকাত, হা/১৭৭২।

৯. উল্লেখ্য যে, ইখলাছই হ’ল ঈমান। আবু ফারাস আল-আসলামী বলেন, نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاص ‘একজন লোক ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান কী? তিনি বললেন, ইখলাছ (বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৬৪৪১; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩; শু‘আবুল ঈমান হা/৬৪৪২; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩)।

১০. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৩১।

১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা কাহাফ ১১০নং আয়াতে ব্যাখ্যা দ্রঃ।

১২. আল-ফাওয়ায়েদ পৃ. ৪৯; গৃহীত: মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৮ পৃ. ৬৩।

১৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

১৪. তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা ৪০৮ পৃঃ।

১৫. তাফসীরে উছায়মীন সূরা রূম ৪৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

১৬. বুখারী হা/২৬; মুসলিম হা/৮৩।

১৭. মুসলিম হা/১৮৮৫; তিরমিযী হা/১৭১২।

১৮. বুখারী হা/২৫১৮; মুসলিম হা/৮৪।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী, {مَن جاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنها} قال هي لا إلهَ إلَّا اللهُ {ومَن جاءَ بالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ} قال هي الشِّرْكُ. 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে (আমার কাছে) আসবে, সে তার চাইতে উত্তম প্রতিদান পাবে' *(নামল ২৭/৮৯)* এটা হ'ল- *লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ* তথা ঈমান। 'আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে মুখে ভর দেওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(নামল ২৭/৯০)*, তিনি বলেন, এটা হ'ল- শিরক'।[১৯]

অনুরূপভাবে ঈমানের ঘোষণাও সর্বোত্তম নেকী। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, إذا عمِلْتَ سيِّئةً فأتْبِعْها حَسَنةً تَمْحُها، قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أمِنَ الحَسَناتِ لا إلهَ إلَّا اللهُ؟ قال: هي أفضَلُ الحَسَناتِ، 'যখন তোমার দ্বারা কোন পাপকাজ সংঘটিত হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে নেকীর কাজ করবে, ফলে তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাও কি নেকীর কাজ? তিনি বললেন, সেটি সর্বোত্তম নেকী'।[২০]

(৬) ঈমানের কারণে ভালবাসা : মহান আল্লাহ ঈমানের কারণে একজন মুমিনের অন্তরের সাথে অন্য মুমিনের ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। সাথে সাথে দুনিয়ার মানুষের অন্তরেও তার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য দয়াময় সৃষ্টি করে দেন পরস্পরে ভালবাসা' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।[২১] ঈমানের কারণেই আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্ত্ততঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

(৭) ঈমানের কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি : ঈমানের কারণে আল্লাহ মুমিনদেরকে অন্যান্য মানুষের উপর মর্যাদাবান করেন। আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إنّ اللهَ يرفعُ بهَذا الكتاب أقوامًا، ويضعُ بهِ آخرينَ، 'আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন'।[২২]

(৮) গুনাহের কাফফারা : ঈমান আনার ফলে পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে আমরা অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মগুলি মিটিয়ে দেব এবং তাদের কাজের সর্বোত্তম ফলাফল দান করব' *(আনকাবূত ২৯/৭)*। ঈমানের সাথে বান্দা কোন ভালো কাজ করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 'অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তাগাবুন ৬৪/৯)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، 'তুমি কি জান না যে, ইসলাম (ঈমান) পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? আর হজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়'?[২৩]

(৯) ঈমানের অসীলায় প্রার্থনা করা : ঈমান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার অসীলায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা যায়।[২৪] মহান আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

১৯. *শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর ৪/২২০; ইবনে জারীর, হা/২৭১৩০; মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ, হা/১৯২।*
২০. *আহমাদ, হা/২১৫২৫; ছহীহুত তারগীব, হা/৩১৬২।*
২১. *তাফসীরে তাবারী, সূরা মারিয়াম ৯৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।*
২২. *মুসলিম হা/৮১৭; ইবনে মাজাহ হা/১৮০।*
২৩. *মুসলিম হা/১২১; ছহীহুল জামে হা/১৩২৯।*
২৪. *এছাড়া যে সকল বিষয় দ্বারা অসীলা চাওয়া যায় সেগুলো হল- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী (আ'রাফ ৭/১৮০, নাসাঈ হা/১৩০৫);*

لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، 'হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা একজন আহ্বানকারীকে (মুহাম্মাদ) ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাতে শুনেছি এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অতঃপর তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান কর' *(আলে ইমরান ৩/১৯৩)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ইব্রাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হ'ল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহ্র শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহ্র নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হ'ল। সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্যদের নিকট আমার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে থাকি তাহ'লে তুমি এই কাফেরকে আমার উপর বিজয়ী করো না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানীকে পাঠিয়েছ। একে ইব্রাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারাহ তখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটে ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি? আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে'।[২৫]

(১০) শয়তান থেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম হ'ল ঈমান : শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে *(আ'রাফ ৭/১৬-১৭)*। বিশেষ করে ঈমানের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। শয়তানের সন্দেহ হ'তে বাঁচার অন্যতম উপায় ঈমানের ঘোষণা। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহ'লে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، 'যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি'।[২৬]

(১১) ঈমান সফলতার পথ দেখায় : ঈমানদারদের জন্য রয়েছে হেদায়াত ও দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা। ঈমানের আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، 'এরাই হ'ল তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই হ'ল সফলকাম' *(বাক্বারাহ ২/৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، 'কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ' *(তাগাবুন ৬৪/১১)*। তিনি বলেন, وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন' *(হজ্জ ২২/৫৪)*।

ঈমান মুমিনকে জান্নাতের পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে'মতপূর্ণ জান্নাত সমূহের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়' *(ইউনুস ১০/৯)*। মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, তাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন ফলে তারা সে আলোতে আলোকিত হয়ে পথ চলতে পারবে।[২৭] পথ দেখানোটা দুনিয়া ও আখেরাতে হবে। দুনিয়াতে জান্নাতের পথ, ক্ষমার পথ দেখাবেন *(আন'আম ৬/১২২, শূরা ৪২/৫২, হাদীদ ৫৭/২৮)*।

সৎআমল (বুখারী হা/২২১৫); জীবিত সৎ ব্যক্তির নিকট দো'আ চাওয়া (বুখারী হা/৬৩৪২) ইত্যাদি।

২৫. *বুখারী, হা/২২১৭, ২৬৩৬।*

২৬. *মুসলিম হা/১৩৪।*

২৭. *তাফসীরে তাবারী, সূরা ইউনুস ৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

ক্বাতাদা ও ইবনু জুরাইজ বলেন, ঈমানদারের আমল তার জন্য সুন্দর আকৃতি ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের আকৃতি ধারণ করবে, আর যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার সম্মুখীন হয়ে তাকে যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ জানাবে। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার আমল। তখন তার সামনে আলোর ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য তার আমল কুৎসিত আকৃতি ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসবে এবং তার সার্বক্ষণিক সাথী হবে যতক্ষণ না সে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।[২৮]

(১২) ঈমানদারদেরকে শয়তান প্রভাবিত করতে পারে না : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[২৯] সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সামনে ও পিছনে, ডাইনে ও বামে (সবদিক দিয়ে) আক্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ‘নিশ্চয়ই শয়তানের কোন আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’ *(নাহল ১৬/৯৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত’ *(ছোয়াদ ৩৮/৮২-৮৩)*।

(১৩) মুমিনের জন্য সুখ-দুঃখ দু’টিই কল্যাণকর : সত্যিকারের ঈমানদারদের জীবনের সুখ-দুঃখ দু’টিই কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عجبا لأمر الْمُؤمن كُله خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ‘ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার সচ্ছলতা অর্জিত হ’লে সে শোকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর তার উপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর’।[৩০] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، ‘কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি মাত্র কাটার আঘাত কিংবা তার চাইতেও নগণ্য কোন আঘাত লাগলে আল্লাহ তা‘আলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কিংবা তার একটি গুনাহ মোচন করে দেন’।[৩১]

২৮. *তাফসীরে তাবারী; তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা ইউনুস ৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।*

২৯. *বাকারা ২/১৬৮, ২০৮; আন‘আম ৬/১৪২; আ‘রাফ ৭/২২; ইউসুফ ১২/৫; ইয়াসীন ৩৬/৬০; যুখরুফ ৪৩/৬২।*

৩০. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।*

৩১. *মুসলিম হা/২৫৭২; বুখারী হা/৫৬৪০নং হাদীছে ঈমানদারের পরিবর্তে মুসলিম শব্দ এসেছে।*

(১৪) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্ব লাভ : ঈমানদারগণ মহান আল্লাহ্র বন্ধু। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، ‘মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে’ *(ইউনুস ১০/৬২-৬৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ’তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর শয়তান হ’ল অবিশ্বাসীদের বন্ধু। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে নিয়ে যায়। ওরা হ’ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ‘নিশ্চয়ই লোকদের মধ্যে ইব্রাহীমের নিকটতম ব্যক্তি তারাই, যারা তার অনুসারী হয়েছে এবং এই নবী (মুহাম্মাদ) ও যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আল্লাহ হ’লেন বিশ্বাসীদের অভিভাবক’ *(আলে ইমরান ৩/৬৮)*।

মুমিনগণ যেমন আল্লাহ্র বন্ধু তেমনি তারা রাসূল (ছাঃ)-এরও বন্ধু। আমর ইবনু আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, إِنَّ آلَ أَبِيْ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। বরং আমার বন্ধু আল্লাহ ও নেককার মুমিনগণ’।[৩২]

(১৫) মুমিনরে জন্যই সুসংবাদ : মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। যখন তারা সেখানে কোন ফল খাদ্য হিসাবে পাবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ খাদ্যসমূহ। এছাড়া

৩২. *বুখারী হা/৫৯৯০; মুসলিম হা/২১৫।*

তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ، 'এটা কি লোকদের জন্য বিস্ময়কর হয়েছে যে, আমরা তাদেরই মধ্যকার একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাদেশ করেছি যে, তুমি লোকদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে যথার্থ মর্যাদার স্থান' *(ইউনুস ১০/২)*।

(১৬) মৃত্যুর সময় প্রশান্তি ও আখেরাতে জান্নাত লাভ : ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাই রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তথা ঈমানের তালক্বীন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৩] ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় প্রশান্তি লাভ করবে। ত্বালহা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, إِنِّي لأَعلَمُ كلمةً لا يَقولُها عبدٌ عِندَ موتِه إلَّا أشرَقَ لونُه، ونفَّسَ اللهُ عنه كُربتَه: لا إلهَ إلَّا اللهُ، 'আমার এমন একটি কালেমার কথা জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পাঠ করলে, তা তার চেহারাকে উজ্জ্বল করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন' তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[৩৪] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, من قالَ: لا إلَهَ إلا اللهُ أنجَتْهُ يومًا مِن دَهْرِهِ، أصابَهُ قبلَ ذلِكَ ما أصابَهُ 'যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (তথা ঈমানের ঘোষণা) বলবে এই কালিমা তাকে ঐ সময়ে মুক্তি দিবে যখন তার উপর মুছীবত আসবে'।[৩৫]

ঈমান অবস্থায় কারো মৃত্যু হ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যার শেষ কথা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে মৃত্যুর সময় সত্যচিত্তে অন্তর দিয়ে (ইখলাছের সাথে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৭]

ঈমান অবস্থায় মহান আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করলে আল্লাহ জান্নাত দিবেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যে ব্যক্তি এ বিষয় দু'টোর প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এ কথা দু'টোর উপর ঈমান রেখে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না'।[৩৯]

ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও মুমিনগণ মুক্ত থাকবেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের আগে ইয়ামান থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তার রূহ ঐ বাতাস কবয করে নিয়ে যাবে'।[৪০]

ক্বিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ আলো লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 'যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডাইনে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। (এ সময় তাদের) বলা হবে, তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ হ'ল জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(হাদীদ ৫৭/১২)*।

(১৭) মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে ঈমান : ক্বিয়ামতের দিন সকলের আমল ওযন করা হবে। *(আ'রাফ ৭/৮)*। আর ঈমানের ওযনই সবচেয়ে বেশী হবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), 'নূহ (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর দুই ছেলেকে অছিয়ত করে বলেন,

إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ

---

৩৩. মুসলিম হা/৯১৭; ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৪।
৩৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৮৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৯৫; নাসাঈ সুনানুল কুবরা, হা/১০৯৩৮।
৩৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৩২।
৩৬. আবু দাউদ হা/৩১১৮; ছহীহুল জামে হা/৬৪৭৯।
৩৭. আহমাদ হা/২২০০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৭৮।

৩৮. মুসলিম হা/২৭ (হাদীছ একাডেমি হা/৪৫)।
৩৯. মুসলিম হা/২৭ (হাদীছ একাডেমি হা/৪৫)।
৪০. মুসলিম হা/১১৭।

وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا 'আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। কেননা সাত আসমান এবং সাত যমীনকে যদি মীযানের এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহ'লেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে'।[৪১]

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হ'তে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি ছওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল'। তিনি তাকে বলবেন, মীযানের সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওযন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওযনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হ'তে পারে না'।[৪২]

(১৮) খালেছ ঈমানের কারণে বান্দা রাসূল (ছাঃ) শাফা'আত লাভে ধন্য হবেন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত মুমিনের জন্য আখেরাতে সবচেয়ে বড় নে'মত। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন আপনার সুফারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? তিনি বললেন, আবূ হুরায়রাহ! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীছের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে'।[৪৩]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত শাফা'আতের দীর্ঘ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যখন শাফা'আতের জন্য তাঁর কাছে আসবে তখন আল্লাহ তাঁকে বলবেন, يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার রব! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! তখন বলা হবে, যাও, যাদের এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি আবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো। আর সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত, এরপর আল্লাহ্ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষা দানার চেয়েও ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো'।[৪৪]

(১৯) ঈমান ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে : মুমিন ব্যক্তি কোন পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও ঈমানের কারণে যে জাহান্নাাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, من قال لا إله إلا اللهُ، نفعَتْه يومًا من دهرِه، يُصيبُه قبلَ ذلك ما أصابَه. 'যে ব্যক্তি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে একদিন না একদিন এই কালেমা অবশ্যই তার উপকারে আসবে। যদিও ইতিপূর্বে তাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে হবে'।[৪৫] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ 'যে ব্যক্তি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে এবং যে ব্যক্তি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্ত

৪১. আহমাদ ৭১০১; ত্বাবরানী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯; ছহীহাহ ১৩৪।
৪২. সুনান তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২২৫; ছহীহাহ হা/১৩৫।
৪৩. বুখারী হা/৯৯; ছহীহুল জামি' হা/৯৬৭।
৪৪. বুখারী হা/৭৫১০।
৪৫. ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪০; আল জামে' উছ ছাগীর হা/৮৮৭৬।

রে একটি গম পরিমাণও পুণ্য থাকবে তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে'।[৪৬]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হ'তে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়'?[৪৭] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِنِّي لأَعلَمُ كِلِمةً لا يقولُها عبدٌ حقًّا من قلبِه فيموتُ على ذٰلِك إلّا حُرِّمَ على النّارِ لا إِلٰهَ إِلّا اللّٰهُ 'নিশ্চয়ই আমি একটি বাক্য জানি যা কোন বান্দা অন্তরে বিশ্বাস করে বলবে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, (বাক্যটি হ'ল) 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[৪৮]

পরিশেষে বলব, ঈমান হচ্ছে পরকালীন জীবনে মুক্তির একমাত্র সোপান। রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ ও জান্নাতের প্রবেশের চাবিকাঠিই হ'ল ঈমান। সুতরাং ঈমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঈমান খালেছ হ'লে পরকালে মুক্তি মিলবে। অন্যথা জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈমান বিশুদ্ধ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

৪৬. বুখারী হা/৪৪; মুসলিম হা/১৯৩।

৪৭. বুখারী হা/২২; মুসলিম হা/১৮৪।

৪৮. আহমাদ হা/৪৪৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২০৪; ছহীহ তারগীব হা/১৫২৮।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯।

গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(শেষ কিস্তি)

সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে গীবতের কুপ্রভাব

গীবত এমন এক মহাপাপ, যা শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এর কুপ্রভাব ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক জীবনে অশান্তির অন্যতম মূল কারণ এই গীবত বা পরনিন্দা। নিম্নে গীবতের কয়েকটি কুপ্রভাব উল্লেখ করা হ'ল-

(১) পরিবার ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে :

গীবত ও তোহমত কতটা ভয়ংকরভাবে পরিবার ও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, ইফকের ঘটনা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বনু মুছতালিক্ব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুনাফিক্ব নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অপবাদ আরোপের মাধ্যমে মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর চরিত্রে যে কলংক লেপন করার অপচেষ্টা করেছিল, সাময়িকভাবে অনেক ছাহাবী তাতে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা শুরু করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি এই সামাজিক অশান্তির ঢেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারকেও সাময়িকভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যে দূরত্ব তৈরী করেছিল। এই কাহিনীর দিকে লক্ষ্য করলে গা শিউরে ওঠে। মহান আল্লাহ যদি সূরা নূরের ১০টি আয়াত নাযিল করে আয়েশা (রাঃ)-কে অপবাদ মুক্ত না করতেন, তবে ইতিহাস কোন দিকে মোড় নিত আল্লাহই ভালো জানেন।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল গীবত-তোহমতের প্রভাব যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমাজ ও পরিবারকে এভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তবে এই ঘৃণ্য পাপ আমাদের পরিবার ও সমাজকে কি জঘন্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অহি-র মাধ্যমে সত্য জানার একটা সুযোগ ছিল, এখন তো সেটাও নেই। সুতরাং এই মহা পাপ থেকে বিরত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবী।

গীবতের মাধ্যমে সামাজিক জীবন কলুষিত হয়, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশও দূষিত হয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, هَاجَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর যুগে একবার প্রচণ্ড দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اغْتَابُوا أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِذَلِكَ، 'মুনাফিকদের মধ্যে কিছু লোক কতিপয় মুসলিমদের দোষ চর্চা করেছে। ফলে এই দুর্গন্ধময় বাতাস প্রেরণ করা হয়েছে'।[১] জনৈক আলেমে দ্বীনকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে গীবতের দুর্গন্ধ প্রকাশিত হ'ল, কিন্তু আজকাল গীবত এত বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার পরেও তা প্রকাশিত না হওয়ার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, 'আমাদের যুগে গীবত এতো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর অনুভূতি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন : সাধারণ কেউ যদি চামড়ার ট্যানারীতে প্রবেশ করে, তবে সে দুর্গন্ধের কারণে স্থির থাকতে পারে না। অথচ কর্মরত লোকেরা সরাদিন সেখানেই থাকে। তারা সেখানে দিব্যি বসে থাকে, খাওয়া-দাওয়া করে, তাদের কোন অসুবিধা হয় না। এর কারণ হচ্ছে ঐ উৎকট গন্ধ তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আজকাল গীবত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে গীবতের দুর্গন্ধ আমরা বুঝতে পারি না'।[২] তবে এই দুর্গন্ধময় বাতাসের উপলব্ধি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জিযাও হ'তে পারে। আল্লাহু আ'লাম।

(২) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয় :

দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব যত মযবূত হয়, ইসলামের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। কিন্তু শয়তান এই ভ্রাতৃত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে ইসলামের শক্তি ভূলুণ্ঠিত করতে চায়। আর এই কাজে শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে- গীবত বা দোষচর্চা। শয়তান যেন এই গীবতের অস্ত্র সফলভাবে প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، 'তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষক্রটি খুঁজে বেড়িয়ো না'।[৩] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِذَا ظَهَرَتِ الْغِيبَةُ، ارْتَفَعَتِ الْأُخُوَّةُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَثَلُ شَيْءٍ مَطْلِيٍّ بِالذَّهَبِ، أَوْ بِالْفِضَّةِ دَاخِلُهُ خَشَبٌ وَخَارِجُهُ حَسَنٌ، 'যখন গীবত প্রকাশিত হয়, তখন আল্লাহ্‌র জন্য গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় তোমাদের উদাহরণ হ'ল সেই বস্তুর মতো- যার উপরে সোনা বা রূপার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে খড়-কুটোয় ভর্তি আর বহির্ভাগ চকচকে'।[৪]

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এই প্রমাণিত সত্য উপলব্ধি করার পরেও আমরা যখন অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি জেনে যাই, তখন তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তাকে মন্দ ভাবা শুরু করি। কখনো কখনো মনের ভাবনাটি কথা-বার্তা ও আচার-আচরণের মাধ্যমেও

** এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৩, সনদ হাসান।
২. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ১৬২।
৩. আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৮৪; ছহীহ।
৪. আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৮/৯৬; আত-তাওবীখ ওয়াত তানবীহ, পৃ. ৮৫।

প্রকাশ পেয়ে যায়। আর অপরাধী ভাইটি যদি বুঝতে পারেন যে, আমার দোষ বা অপরাধ অমুক জেনে ফেলেছে, তখন তিনি সেই ব্যক্তি থেকে নিজেকে গুটিয়ে চলেন। ফলে উভয়ের স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়। বাহ্যিক সম্পর্ক সুন্দর দেখালেও মনের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। অথচ আমরা যদি আমাদের একে-অপরের দোষ-ত্রুটি না জানতাম, তবে আমাদের বাহ্যিক সম্পর্কগুলো যেমন মযবূত থাকতো, হৃদয়ের সম্পর্কগুলোও অটুট থাকতো।

তাছাড়া আমরা হয়ত কোন ভাইয়ের ব্যাপারে সুধারণা রাখি এবং তাকে ভালো মানুষ হিসাবে জানি, কিন্তু অন্য কেউ এসে যখন আমাদের সমানে সেই ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা শুরু করে- সেটা কথা, লেখা, অঙ্গ-ভঙ্গি, মিডিয়া যে কোন মাধ্যমেই হ'তে পারে- তখন সেই ভাইয়ের প্রতি সুধারণা রাখা খুবই কঠিন হয়ে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভব হয় না। সুতরাং আমাদের সার্বিক জীবনে গীবতের চর্চা যত বেশী হবে, আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্কগুলো তত বেশী কদর্যপূর্ণ হ'তে থাকবে। আর পরনিন্দার অনুশীলন যত কম হবে, আমাদের ভিতরকার সম্পর্কগুলো ততই মধুর হবে।

(৩) হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় :

আমাদের জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার প্রত্যক্ষ যত কারণ আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল গীবত। কারণ দোষচর্চার মাধ্যমে একে-অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো জানাজানি হয়ে যায়। ফলে যার দোষ প্রকাশ হয়েছে সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অন্যের দোষ খোঁজা শুরু করে এবং তা প্রচার করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। গল্পের আড্ডায়, স্বাভাবিক আলাপচারিতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্বলে ওঠে বিদ্বেষের আগুন। ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহ্ফ আল-ক্বাহতানী (রহঃ) বলেন, أما آثار الحسد في المجتمع فهو يسبب: الغيبة، والنميمة، والبغي، والعدوان، 'সমাজে হিংসার যে প্রভাব বিরাজমান, তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে, যেমনঃ গীবত, চোগলখুরী, বিদ্রোহ, শত্রুতা ইত্যাদি...'।[৫] প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, الغيبة توأم الحسد وليسا من أخلاق الكرماء ولا الصلحاء، 'গীবত হচ্ছে হিংসার যমজ ভাই। এ দু'টি স্বভাব ভদ্র ও সৎ মানুষের হ'তে পারে না'।[৬]

সুতরাং অপরের দোষ-ত্রুটি থেকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখাই নেককার মানুষের অবশ্য কর্তব্য। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، 'যদি তুমি মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ কর, তবে তুমি তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, অথবা তাদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার উপক্রম হবে'।[৭] অর্থাৎ কোন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আমার এই দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করেছে, তখন সে হয়ত জেদী হয়ে ঐ দোষ-ত্রুটি থেকে ফিরে নাও আসতে পারে অথবা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে গীবতকারীর দোষ খোঁজার চেষ্টা করতে পারে। ফলে তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

তাছাড়া এটা প্রমাণিত সত্য যে, যে পরিবারে গীবতের চর্চা হয়, সে পরিবারের সদস্যরা পরনিন্দার স্বভাব নিয়েই বেড়ে ওঠে। এই পরিবারের সদস্যরা যেখানেই যায়, সেখানকার পরিবেশ ঘোলাটে করে ফেলে তার এই নিন্দনীয় দোষের মাধ্যমে। কখনো কখনো একজন গীবতকারীর অনিষ্টতায় একটা সমাজের মানুষ অশান্তির দাবানলে পুড়তে থাকে প্রতিনিয়ত।

(৪) সর্বব্যাপী লাঞ্ছনা নেমে আসে :

নিজের মন্দ স্বভাব, আচরণ ও দোষ-ত্রুটি অপরের নিকট প্রকাশিত হ'লে মানুষ অপমানবোধ করে এবং তাদের কাছে লাঞ্ছিত হয়। এজন্য ইসলাম অপরের খুঁত ও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করা হারাম করেছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পরনিন্দায় লিপ্ত হয়, তখন মহান আল্লাহ সেই গীবতকারীর দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার ত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন'।[৮] অর্থাৎ সমাজের জনগণ যদি গীবতে লিপ্ত হয়, তবে তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো একে অপরের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। তখন তারা পরস্পরের কাছে অপমানিত হবে, তাদের মধ্যকার আন্তরিক ভালোবাসা বিলুপ্ত হবে, ছোটকে স্নেহ এবং বড়কে সম্মান করার রীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে লাঞ্ছনার ঘানি টানতে হবে পুরো সমাজকে।

(৫) মনস্তাত্ত্বিক অশান্তি :

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে গীবতের চর্চা ও কুপ্রভাব অন্য যে কোন যুগের তুলনায় অনেক বেশী। ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় কারো দোষ-ত্রুটি যদি একবার প্রকাশিত হয়ে যায়, আর সেটা যদি ভাইরাল হয়, তাহ'লে সেই ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও গিয়ে মুখ দেখাতে পারে না। সে আল্লাহ্র কাছে তওবা করলেও, মানুষ তার থেকে মন্দ ধারণা সরাতে পারে না। ফলে এটা সেই ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ও মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনলাইনে খুব দ্রুত সংবাদ প্রচার হওয়ার কারণে ভালো-মন্দ উভয় ইস্যু অল্প সময়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যার ব্যাপারে আমাদের জানার কোন আগ্রহ থাকে না, এমন ব্যক্তির চারিত্রিক ও স্বভাবগত ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের চিন্তা-ভাবনায় প্রভাব ফেলে। অনেক

৫. ক্বাহতানী, সালামাতুছ ছাদ্র, পৃ. ১১।
৬. বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১০/২৩৪।
৭. আবূদাঊদ হা/৪৮৮৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৪৮, সনদ ছহীহ।
৮. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮, সনদ ছহীহ।

সময় ভাইরাল ইস্যু আমাদের মনজগৎকে অস্থির করে তোলে এবং আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পথচলায় ছন্দপতন ঘটায়। আমরা এগুলো এড়িয়ে যেতে চাইলেও ইউটিউব ও ফেইসবুকে এই অযাচিত সংবাদ, ফটো, ভিডিও বার বার স্ক্রীনের সামনে এসে ভীড় করে। কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বিষয় জানা বা দেখা হয়ে যায়।

কখানো কখনো এই মিডিয়া আমাদেরকে এমনকিছু মানুষের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে, যাদের ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখতাম এবং মনের গহীনে তাদের ব্যাপারে হয়ত কখনো মন্দ ধারণা উঁকি দেয়নি। নিজেরা তো বটেই, আমাদের অনেক প্রিয় মানুষও যখন মিডিয়া পাড়ায় সমালোচিত হন, তখন সেটা আমাদের মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মত প্রকাশের সহজলভ্যতার কারণে মনে যা চায়, তা-ই প্রচার হয় এই মিড়িয়া পাড়ায়। ফলে কখনো কখনো নির্দোষ ব্যক্তি করুণভাবে সমালোচিত হন। যা স্রেফ মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রচার করা হয়েছে। এতে সবাই একমত হবেন যে, বর্তমান সময়ে মানুষের সম্মান-ইয্যতের নিরাপত্তা সবচেয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে মিডিয়ার মাধ্যমে, ফলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অশান্তিও বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর এই মানসিক অশান্তির স্পষ্ট প্রভাব ফুটে ওঠে আমাদের নিত্যদিনের সমস্ত কর্মকাণ্ডে।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা ও ফযীলত

ভালো কাজ করা যেমন ইবাদত, তেমনি পাপ থেকে বিরত থাকাও ইবাদত। আর যখন গুনাহ করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরেও সেই গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়, তখন সেটা আরো বড় ধরনের ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গীবত যেহেতু মহাপাপ, সেহেতু এই সর্বনাশা পাপ থেকে বিরত থাকাও ইবাদত এবং এই ইবাদতের কতিপয় উপকারিতা ও ফযীলত ইসলামী শরী'আতে বিধৃত হয়েছে। সংক্ষেপে এর কয়েকটি আলোচনা করা হ'ল।

(১) প্রকৃত মুসলিমের পরিচায়ক :

গীবত থেকে বিরত থাকা প্রকৃত খাঁটি মুসলিমের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবত পরিত্যাগকারী মুসলিমকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করল, أَيُّ الْـمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ 'সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম কে?' জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ سَلِمَ الْـمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'যার হাত ও যবান থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে (সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম)'।[৯] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রা) বলেন, مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ الرَّجُلُ، 'যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে এবং (গীবতের মাধ্যমে) মুসলিমের সম্মান নষ্ট করা থেকে বিরত থাকে, সে-ই প্রকৃত বীর পুরুষ'।[১০] তাছাড়া গীবত পরিত্যাগ করতে পারলে মুনাফিক্বীর বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি মেলে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ মুনাযিল (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَطْلُبُ مَعَاذِيرَ إِخْوَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ يَطْلُبُ عَثَرَاتَ إِخْوَانِهِ، 'মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের (দোষ-ক্রটির ব্যাপারে) ওযর খোঁজে, আর মুনাফিক্ব ব্যক্তি তার ভাইয়ের শুধু ক্রটি-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়'।[১১]

(৩) নিজের দোষ-ক্রটি গোপন থাকে :

যারা গীবতের পাপ থেকে নিজেদের পবিত্র রাখতে পারেন, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ভুল-ভ্রান্তি, অন্যায়-অপরাধ, দোষ-ক্রটি গোপন রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন'।[১২] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ الْغِيبَةِ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ مَسَاوِئَ أَخِيهِ لَمْ يَسْتُرْهُ، 'অত্র হাদীছে গীবত পরিত্যাগের ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে দেয়, তার দোষ-ক্রটিও আর গোপন রাখা হয় না'।[১৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'কোন বান্দা দুনিয়াতে অপর বান্দার দোষ গোপন রাখলে মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন'।[১৪] এক মনীষী তার সাথীদের বলেছেন, 'আচ্ছা! তোমাদের কোন ঘুমন্ত ভাইয়ের কাপড় যদি বাতাসে উড়ে সতর আলগা হয়ে যায়, তবে কি তোমরা তার সতর ঢেকে দিবে, না আরো উন্মোচন করে দিবে? তারা বলল, অবশ্যই আমরা তার সতর ঢেকে দিব। তখন তিনি বললেন, 'না! বরং তোমরা তার সতর আরো উন্মুক্ত করে দিবে'। সাথীরা বলল, সুবহানাল্লাহ! কিভাবে আমরা আমাদের ভাইয়ের সতর উন্মুক্ত করে দেব'। তখন তিনি বললেন, 'যদি তা-ই হয়, তাহ'লে তোমাদের সামনে যখন কোন লোকের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, তবে তার গীবতে লিপ্ত হও কেন? তখন তো তোমরা তার সতর থেকে বাকী কাপড়টুকু নির্মমভাবে সরিয়ে দিলে'।[১৫] সুতরাং যারা পরনিন্দা পরিহার করে অপর ভাইয়ের মান-সম্মানের হেফাযত করবেন, আল্লাহ তার দোষ-ক্রটি গোপন রেখে উভয় জগতে তাকে সুসম্মানিত করবেন।

(৪) জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি :

জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি বড় মাধ্যম হ'ল পরনিন্দা পরিত্যাগ করা। আসমা বিনতে ইয়াযীদ

৯. *তিরমিযী হা/২৫০৪; সনদ ছহীহ।*

১০. *ইবনু আব্দিল বার্র, আহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬; আল-ইস্তিযকার, পৃ. ৮/৫৬৩।*
১১. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ১৩/৫০৪।*
১২. *মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*
১৩. *ফাৎহুল বারী, ৫/৯৭।*
১৪. *মুসলিম হা/২৫৯০।*
১৫. *তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৫।*

(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ، ‘যে ব্যক্তি গীবতের মাধ্যমে তার ভাইয়ের সম্মান নষ্ট হওয়াকে প্রতিহত করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে যায়’।[১৬] অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিক (এর গীবত) থেকে রক্ষা করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীর জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের সেতু বা পুলছিরাতের উপর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন যতক্ষণ না তার কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ হয়’।[১৭] সুতরাং নিজে গীবত থেকে হেফাযত থাকার পাশাপাশি, কাউকে পরনিন্দা করতে দেখলেও তাকে প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল সেই সকল মুমিনদের জন্য, যারা প্রবৃত্তির মুখের লাগাম টেনে নিজের দেহ-মনকে সর্বদা আল্লাহমুখী করে রাখে। সেজন্য পার্থিব জগতে একজন বান্দার প্রধান দায়িত্ব হ’ল শয়তানের শৃঙ্খল ছিন্ন করে প্রবৃত্তির খায়েশকে সর্বশক্তি দিয়ে দমন করে রাখা। আর প্রবৃত্তির চাহিদা বাস্তবায়িত করার প্রধান মাধ্যম হ’ল- জিহ্বা ও লজ্জাস্থান। লজ্জাস্থানের হেফাযত করা অনেক মুমিনের পক্ষে সম্ভব হ’লেও জিহ্বার হেফাযত করাটা তত সহজ নয়। তবে যারা দেহের এই দু’টি অঙ্গকে হেফাযত করার গ্যারান্টি দিতে পারেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছেন। সাহল ইবনে সা‘দ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ، ‘যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিহ্বা এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব’।[১৮] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ’ল যে ব্যক্তি হারাম কথাবার্তা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, ধোঁকাবাজি প্রভৃতি থেকে নিজের জিহ্বাকে হেফাযত করবে এবং যিনা, সমকামিতা ও তদ্রূপ পাপাচার থেকে নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে, ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে যিম্মাদার হয়ে যাবেন’।[১৯] আবূদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনায় অপর হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার মুখমণ্ডল হ’তে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন’।[২০] ইমাম মানাবী (রহঃ) বলেন, والسبب في ذلك أن عِرض المؤمن كدَمِه، فمَن هتك عرضه فكأنه سفك دمه، ومَن عمل على صون عرضه، فكأنه صان دمه، فيُجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة، ‘এর কারণ হচ্ছে মুমিনের সম্মান তার রক্তের মতো পবিত্র। যে ব্যক্তি (পরনিন্দা বা অন্য কোন মাধ্যমে) তার সম্মান নষ্ট করে, সে যেন ঐ মুমিনের রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলে বা হত্যা করে ফেলে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিনের সম্মান রক্ষা করল, সে যেন তার জীবনটাই রক্ষা করল। ফলে এর বিনিময়ে ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে পুরস্কৃত করা হবে’।[২১] আর যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, সে-ই তো কেবল জান্নাতে যেতে পারবে।

গীবতের কাফ্ফারা ও তা থেকে তওবা করার উপায়

সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে পাপ দুই ধরনের- (১) আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ, যেমন: যিনা-ব্যাভিচার, গান-বাজনা, মদ-জুয়া প্রভৃতি। (২) বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ, যেমন: গীবত, চোগলখুরী, চুরি-ডাকাতি, যুলুম, আত্মসাৎ ইত্যাদি। যেসব পাপের সংশ্লিষ্টা আল্লাহ্‌র সাথে, সে সকল পাপের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয় এবং তাঁর কাছে তওবা-ইস্তিগফার করতে হয়। কিন্তু বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ থেকে ক্ষমা লাভ করার জন্য আগে বান্দার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়, তারপর আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগফার করতে হয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أن كلَّ من ارتكب معصيةً لزمه المبادرةُ إلى التوبة منها، والتوبةُ من حقوق الله تعالى يُشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يُقلع عن المعصية في الحال، وأن يندمَ على فعلها، وأن يَعزِمَ ألاّ يعود إليها. والتوبةُ من حقوق الآدميين يُشترط فيها هذه الثلاثة، ورابع: وهو ردّ الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإِبراء منها، فيجبُ على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حقّ آدمي، ولا بدّ من استحلاله مَن اغتابَه، ‘পাপে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির

১৬. *ছহীহুল জামে‘ হা/৬২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৭, সনদ ছহীহ।*
১৭. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮৩; মিশকাত হা/৪৯৮৬, সনদ হাসান।*
১৮. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*
১৯. *উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন, ৬/১১৮।*
২০. *তিরমিযী হা/১৯৩১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬২৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৮।*
২১. *মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর, ৬/১৩৫।*

অবশ্য করণীয় হ'ল অনতিবিলম্বে তওবা করা। আর আল্লাহ্র অধিকাররের সাথে সম্পৃক্ত পাপ থেকে তওবা করার শর্ত তিনটি:
(১) কৃত পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া।
(২) কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
(৩) ভবিষ্যতে সেই গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা।

আর বান্দার সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে তওবা করার ক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত যুক্ত হবে, সেটা হ'ল-

(৪) যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়মুক্ত হয়ে যাওয়া। সুতরাং গীবতকারীকে উপরিউক্ত চারটি শর্ত মেনে তওবা করা ওয়াজিব। কেননা গীবত বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ। সেজন্য যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকেই দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক'।[২২]

সুতরাং গীবতের কাফফারা বা এ পাপের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় হচ্ছে- যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া। যেমন আবুবকর ও ওমর (রাঃ) একবার নিজেদের মধ্যে তাদের এক খাদেমের অনুপস্থিতিতে তার অধিক ঘুমানোর ব্যাপারে আলোচনা করেন। সামান্য এই গীবতের কারণে রাসূল (ছাঃ) পরে তাদেরকে বললেন যে, আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার গোশত দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁদেরকে তাদের খাদেমের নিকটে ক্ষমা চাইতে বলেন।[২৩] তবে সরাসরি ক্ষমা চাইতে গেলে যদি ফিৎনা সৃষ্টি হয়, তাহ'লে নিজের জন্য ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং যে স্থানে তার কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেখানে তার প্রশংসা করতে হবে।[২৪] এ প্রসঙ্গে হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, كفارة من اغتبته أن تستغفر له 'যার গীবত করা হয়েছে তার কাফ্ফারা হচ্ছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা'।[২৫]

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত ও পরনিন্দার মতো সর্বনাশা পাপ থেকে হেফাযত করুন। গীবতের দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে আমাদের পরিবার ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করুন। সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার অক্ষুন্ন রেখে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ ধরে জান্নাতমুখী জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---
২২. নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৪৬।
২৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮; আমসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃ. ৪৩।
২৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়েব, পৃ. ১৪১।
২৫. ইবনু আব্দিল বার, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন : ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।
শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।
শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES
ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস
(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)
আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ
সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!
আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।
বিঃ দ্রঃ
- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।
ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com
রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ঈদে মীলাদুন্নবী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা : ‘জন্মের সময়কাল’কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদুন্নবী’-র অর্থ দাঁড়ায় ‘নবীর জন্ম মুহূর্ত’। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালাম ‘আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা- এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-র দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি : ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে নাচ-গান সহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’ত। গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করে বই লেখেন এবং এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[১] পরে অন্যান্য আলেমরাও একই পথ ধরেন কিছু সংখ্যক বাদে।

হুকুম : ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ‘আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২]

তিনি আরও বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী’।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ‘এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম’।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলে রায় দিল, সে ধারণা করল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন’।[৫]

মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত : ‘আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ‘আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।[৬]

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম : মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ‘আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন *(মীলাদুন্নবী ৩২-৩৩ পৃ.)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার তাঁর মৃত্যুদিবস।[৭] অথচ ১২ই রবীউল আউয়াল তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ‘মীলাদুন্নবী’র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই : মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ‘আত হ’লেও তা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায শুনানো যায়। অথচ ওয়াযের নামে সব ভিত্তিহীন কাহিনী শুনানো হয় ও সুরেলা কণ্ঠে সমস্বরে দরূদের নামে আরবী-ফারসী-উর্দূ-বাংলায় গান গাওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ’ল বিদ‘আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন মাত্র। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন তা পানযোগ্য থাকে না, তেমনি বিদ‘আতী অনুষ্ঠানের কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। তাছাড়া বিদ‘আতকে ভাল ও মন্দ দু’ভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ‘আত।

ক্বিয়াম প্রথা : সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৮] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।[৯]

এদেশে দু’ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামী, অন্যটি বে-ক্বিয়ামী। ক্বিয়ামীদের যুক্তি হ’ল, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ‘সম্মানে’ উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃ. ১৩/১৩৭।*
২. *মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*
৩. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫।*
৪. *নাসাঈ হা/১৫৭৮ ‘কিভাবে খুৎবা দিবে’ অনুচ্ছেদ।*
৫. *আবুবকর আল-জাযায়েরী, (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.।*
৬. *মীলাদুন্নবী ৩৫ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম (১ম সংস্করণ : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৫১ পৃ.।*
৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃ.।*
৮. *আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), ১৭ পৃ.।*
৯. *তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতু শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি, ১৩২২ হি. ছাপা হ’তে ফটোকৃত) ৬/১৭৪।*

কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব ‘ফাতাওয়া বায্যাযিয়া’তে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, জেনে রাখ, সে ব্যক্তি কুফরী করল’।[১০] অনুরূপভাবে ‘তুহফাতুল কুযাত’ কিতাবে বলা হয়েছে, ‘যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[১১] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি? আর একই সাথে লাখো মীলাদের মজলিসে হাযির হওয়া কারু পক্ষে সম্ভব কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :

(১) ‘(হে মুহাম্মাদ!) আপনি না হ’লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না’।[১২]

(২) ‘আমি আল্লাহ্র নূর হ’তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ’তে’।

(৩) ‘নূরে মুহাম্মাদী’ হ’তেই আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম, আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে’।[১৩]

(৪) আদম (আঃ) ভুল স্বীকার করার পরে মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চান। তাকে বলা হ’ল তুমি এ নাম কিভাবে জানলে? তিনি বললেন, আমি উপরে তাকিয়ে দেখি আপনার আরশের খুঁটিতে ঐ নামটি সহ লেখা আছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাই আমি তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। আল্লাহ বললেন, কথা তুমি সত্য বলেছ। তার দোহাই দিয়ে তুমি ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। যদি মুহাম্মাদ না হ’ত, তাহ’লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না’।[১৪]

(৫) আসমান-যমীন সৃষ্টির দু’হাযার বছর পূর্বে জান্নাতের দরজায় লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং আলী মুহাম্মাদের ভাই’।[১৫]

(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর আরশে বসবেন’।[১৬]

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যেকার দু’টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে আবু লাহাবের জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ’তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা‘বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের ‘শিখা অনির্বাণ’গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[১৭]

এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে, (ক) ‘আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নূর হ’তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু‘আল্লায় লটকিয়ে রাখেন’।

(খ) ‘আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন’।

(গ) ‘মে‘রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়’ *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট।

মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক’।[১৮]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ‘তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল’।[১৯]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, ‘যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

‘নূরে মুহাম্মাদী’র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা ‘আহাদ’ ও ‘আহমাদের’ মধ্যে ‘মীমের’ পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা‘রেফাতী পীরদের মুরীদ হ’লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ’ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। এগুলির বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রচার করুন এবং এগুলি থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখুন ও পরিবারকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

১০. *মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, (মউ, ইউ পি ১৯৬৭) মীলাদে মুহাম্মাদী ২৫, ২৯ পৃ.।*
১১. *তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবূদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ ‘আদব’ অধ্যায়।*
১২. *দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*
১৩. *আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭, সনদ বিহীন।*
১৪. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫।*
১৫. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯০১।*
১৬. *সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ৮৬ পৃ.।*
১৭. *সবই ভিত্তিহীন। দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃ.।*
১৮. *বুখারী হা/১০৭; মিশকাত হা/১৯৮।*
১৯. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*

হাসান বিন আলী (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : নবী করীম (ছাঃ)-এর দৌহিত্র, ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রাঃ) ছিলেন স্বীয় পিতা আলী (রাঃ)-এর পরে খেলাফতের দায়িত্ব পালনকারী ছাহাবী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুযার, ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাক্বী-পরহেযগার এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী। তাঁর জীবনী নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম হাসান, উপনাম আবু মুহাম্মাদ, লকব বা উপাধি জান্নাতী যুবকদের সরদার (سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ), নিসবতী নাম আল-হাশেমী আল-ক্বারাশী।[১] তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে, হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ।[২] তিনি ফাতিমা (রাঃ)-এর পুত্র এবং খাদীজা (রাঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র।[৩]

জন্ম ও শৈশব :

বিশুদ্ধ মতে, হাসান (রাঃ) তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রামাযান মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] কেউ কেউ তাঁর জন্ম শা'বান মাসে বা তার পরে হয়েছে বলে উল্লেখ করলেও তা সঠিক নয়। আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-বারক্বী ও ইবনু সা'দ বলেন, হাসান (রাঃ) তৃতীয় হিজরীর মধ্য রামাযানে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[৫] আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী হাসান (রাঃ)-কে দুধ পান করান। উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতুল হারেছ আল-হিলালিয়া (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি স্বপ্নে আপনার দেহের কোন একটি অঙ্গ আমার ঘরে দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, তুমি ভালোই দেখেছ। ফাতেমা একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। অতএব ফাতেমা (রাঃ) হাসান (রাঃ)-কে প্রসব করেন এবং তিনি তাকে কুছাম-এর ভাগের দুধ পান করান'।[৬]

নামকরণ ও আক্বীক্বা :

হাসান (রাঃ)-এর নামকরণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আলী (রাঃ) বলেছেন, যখন হাসানের জন্ম হ'ল আমি তার নাম রাখলাম, হারব (অর্থ- যুদ্ধ)। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, আমার নাতিকে দেখাও। তোমরা ওর কি নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, না, বরং ওর নাম হাসান'।[৭]

রাসূল (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেছেন।[৮] অতঃপর তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً 'হে ফাতেমা! তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং তার চুলের ওযনের সমপরিমাণ রূপা দান কর। তদনুযায়ী আমি তার চুল ওযন করলাম। তার ওযন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়'।[৯]

শিক্ষাদীক্ষা ও হাদীছ বর্ণনা :

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালে হাসান (রাঃ)-এর বয়স ছিল সাড়ে ৭ বৎসর। তিনি শৈশবে নবী করীম (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য প্রাপ্ত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রাঃ)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও আলী (রাঃ)-এর নিবিড় পরিচর্যায় ইলমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি স্বীয় নানা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কিছু হাদীছ মুখস্থ করেন। আর পিতা আলী (রাঃ) ও মাতা ফাতেমা (রাঃ) থেকে হাদীছ শেখেন। তাঁর থেকে তার পুত্র হাসান ইবনু হাসান, সুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ, আবুল হাওরা আস-সা'দী, শা'বী, হুবায়রাহ ইবনু ইয়ারীম, আছবাগ ইবনু নাবাতাহ, আল-মুসাইয়িব ইবনু নাখবাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন।[১০] হাদীছ গ্রন্থগুলোতে তাঁর বর্ণিত কিছু হাদীছ পাওয়া যায়। বাকী ইবনু মাখলাদ স্বীয় মুসনাদে হাসান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর ১৩টি হাদীছ উল্লেখ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) স্বীয় মুসনাদে হাসান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ১০টি হাদীছ উল্লেখ করেন। আর সুনানে আরবা'আতে তাঁর থেকে বর্ণিত ৬টি হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে।[১১]

রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রশিক্ষণ :

হাসান (রাঃ) শৈশবে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাসান ইবনু আলী (রাঃ) ছাদাক্বার একটি খেজুর হাতে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'কাখ-কাখ' শব্দ দ্বারা ইংগিত করে বললেন, ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟ এটা ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা ছাদাক্বা খাই না'?[১২]

দৈহিক গঠন :

হাসান (রাঃ) ছিলেন সাদা রক্তিমাভ সুন্দর চেহারার অধিকারী। তার ছিল কালো ডাগর দু'টি চোখ, নরম ও সমান চিবুক, লম্বা ঘন শ্মশ্রু, চাঁদির ন্যায় শুভ্র ও প্রশস্ত কাঁধ এবং

১. *ড. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, আমীরুল মুমিনীন আল-হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী ত্বালিব (রাঃ) শাখছিয়াতুহু ওয়া আছরুহু, (কায়রো : দারুত তাওযী' ওয়ান নাশর আল-ইসলামিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.), পৃ. ১৭।*
২. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৪৫ পৃ.।*
৩. *আমীরুল মুমিনীন আল-হাসান ইবনু আলী (রাঃ), পৃ. ১৭।*
৪. *ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতিল আছহাব (বৈরূত: দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১২হি./১৯৯২খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।*
৫. *আমীরুল মুমিনীন আল-হাসান ইবনু আলী (রাঃ), পৃ. ১৭।*
৬. *আহমাদ হা/২৬৯১৭, ২৬৯২১, সনদ হাসান।*
৭. *আহমাদ হা/৭৬৯; হাকেম হা/৪৭৮৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৯৫৮, সনদ হাসান।*

৮. *আবুদাঊদ হা/২৮৪১; ইরওয়া হা/১১৬৭,সনদ ছহীহ।*
৯. *তিরমিযী হা/১৫১৯, সনদ হাসান; ইরওয়া হা/১১৭৫।*
১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৪৬ পৃ.।*
১১. *আমীরুল মুমিনীন আল-হাসান ইবনু আলী (রাঃ), পৃ. ৭৬।*
১২. *বুখারী হা/১৪৯১; মুসলিম হা/১০৬৯; মিশকাত হা/১৮২২।*

কোঁকড়ানো চুল। তিনি অধিক দীর্ঘ ও অতি খাটো ছিলেন না বরং মধ্যম আকৃতির সুন্দর দেহের মানুষ ছিলেন। তিনি মেহেদী ও কাতাম দ্বারা খেযাব লাগাতেন।[১৩]

পারিবারিক জীবন :

হাসান (রাঃ) বহু বিবাহ করেছিলেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَكَانَ كَثِيرَ التَّزَوُّجِ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُهُ أَرْبَعُ حَرَائِرَ، وَكَانَ مِطْلَاقًا مِصْدَاقًا، 'তিনি অধিক বিবাহকারী ছিলেন। আর ৪ জন স্বাধীন স্ত্রী তার থেকে কখনও পৃথক হ'ত না। তিনি অধিক তালাক প্রদানকারী ও অধিক মোহরানা প্রদানকারী ছিলেন'।[১৪] বলা হয়ে থাকে, তিনি ৭০ জন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন।[১৫] ঐতিহাসিকগণ তার স্ত্রীগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হ'লেন, খাওলা আল-ফাযারিয়াহ, জা'দাহ বিনতুল আশ'আছ, আয়েশা আল-খাছ'আমিয়াহ, উম্মু ইসহাক্ব বিনতু ত্বলহা বিনতে ওবায়দুল্লাহ আত-তামীমী, উম্মু বাশীর বিনতু আবী মাসঊদ আনছারী, হিন্দ বিনতু আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর, উম্মু আব্দুল্লাহ বিনতুশ শালীল ইবনে আব্দুল্লাহ প্রমুখ।[১৬]

হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর ১৫ জন পুত্র এবং ৮জন কন্যা সন্তান ছিল।[১৭] তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হচ্ছে- হাসান, যায়েদ, ত্বালহা, ক্বাসেম, আবুবকর, আব্দুল্লাহ [এরা সবাই হোসাইন (রাঃ)-এর সাথে কারবালায় শহীদ হন], আমর, আব্দুর রহমান, হুসাইন, মুহাম্মাদ, ইয়া'কূব, ইসমাঈল, হামযাহ, জা'ফর, আক্বীল প্রমুখ।[১৮]

হাসান (রাঃ)-এর মর্যাদা :

নবী করীম প্রিয় দৌহিত্র হাসানকে অত্যধিক ভালবাসতেন, পৃথিবীতে যার তুলনা বিরল। তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। কখনও তিনি হাসানকে নিজের কাঁধে উঠাতেন। কখনও তাকে কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাসান (রাঃ)-এর অনন্য মর্যাদা ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত হাদীছ সমূহে।-

(ক) হাসান (রাঃ)-এর প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর মহব্বত ও অনুগ্রহ :

রাসূল (ছাঃ) স্বীয় দৌহিত্র হাসানকে প্রাণাধিক মহব্বত করতেন। যেমন নিম্নের হাদীছে এসেছে,

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي،

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান ও হুসায়নকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে'।[১৯]

২. শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, একদা যোহর অথবা আছরের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হ'লেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে ছালাত শুরু করলেন। ছালাত পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহ্র আসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্র আসূল (ছাঃ)! আপনি ছালাত পড়তে পড়তে একটি সিজদাহ (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হ'ল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপসন্দ করলাম'।[২০]

৩. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাত পড়তেন, আর সিজদাহ অবস্থায় হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে নিষেধ করলে তিনি ইশারায় বলতেন, ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও। অতঃপর ছালাত শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে বসিয়ে বলতেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে'।[২১]

٤. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى سُوق مِنْ أَسْوَاق الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ أَيْنَ لُكَعُ ثَلاَثًا ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ. فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يَمْشِى وَفِى عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ، هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ.

৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মদীনার কোন এক বাজারে ছিলাম। তিনি (বাজার থেকে) ফিরলেন। আমিও ফিরলাম। তিনি বললেন, ছোট শিশুটি কোথায়? এ কথা তিনবার বললেন। হাসান ইবনু আলীকে ডাক। দেখা গেল হাসান

---

১৩. হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান আদ-দিয়ার আল-বাকরী (মৃ. ৯৬৬ হি.), তারীখুল খামীস ফী আহওয়ালে আনফুসিন নাফীস (বৈরূত : দারু ছাদির, তাবি.), ১/৪১৯ পৃ.।
১৪. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৭হি./১৯৮৬খৃ.), ৮/৩৮ পৃ.।
১৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩৮ পৃ.।
১৬. আমীরুল মুমিনীন আল-হাসান ইবনু আলী (রাঃ), পৃ. ২৭।
১৭. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, ১/৭৫৯ পৃ.।
১৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৩৪৭ পৃ.।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/১৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৫৪।
২০. আহমাদ হা/১৬১২৯; নাসাঈ হা/১১৪১, সনদ হাসান।
২১. ইবনে খুযাইমা ৮৮৭; বায়হাক্বী ৩২৩৭; ছহীহাহ হা/৩১২।

ইবনু আলী হেঁটে চলেছে। তাঁর গলায় ছিল মালা। নবী করীম (ছাঃ) এভাবে তাঁর হাত উঠালেন। হাসানও এভাবে নিজের হাত উঠালো। তারপর তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে, তাকেও আপনি ভালবাসুন'। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ কথা বলার পর থেকে হাসান ইবনু আলীর চেয়ে অন্য কেউ আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়নি।[২২]

٥. عن أسامة بن زيد قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَرْحَمُهُمَا فَارْحِمْهُمَا،

৫. উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ধরে তাঁর উরুর উপরে বসালেন এবং হাসান বিন আলীকে অন্য উরুর উপরে বসালেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনের প্রতি দয়ার্দ্র। সুতরাং তুমি তাদের উভয়ের উপরে দয়া কর'।[২৩]

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আক্বরা বিন হাবিস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলেন যে, তিনি হাসানকে চুমু খাচ্ছেন। ইবনু আবী ওমর তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাসান অথবা হুসাইনকে চুমু খেয়েছেন। আক্বরা (রাঃ) বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে। কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না সে দয়াপ্রাপ্ত হয় না'।[২৪]

৭. ইয়ালা আল-আমেরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও হোসাইন (রাঃ) দৌড়াতে দৌড়াতে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, সন্তান কৃপণতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টিকারী'।[২৫]

٨. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمُصُّ لِسَانَهُ أَوْ قَالَ شَفَتَهُ يَعْنى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

৮. মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলাম তার জিহ্বা অথবা ঠোট চুষছেন। অর্থাৎ হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর। নিশ্চয়ই যে জিহ্বা অথবা ঠোটদ্বয় রাসূল (ছাঃ) চুষছেন তাকে কখনও শাস্তি দেওয়া হবে না'।[২৬]

٩. عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: ١٥] رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا،

৯. বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসায়ন (রাঃ) আসলেন। তাদের পরিধানে দু'টি লাল জামা ছিল। তাঁরা চলছিলেন এবং জামায় আটকে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নীচে নেমে আসলেন এবং উভয়কে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ' *(তাগাবুন ৬৪/১৫)*; আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলছিল এবং জামায় আটকে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে এসে তাদের উঠিয়ে নিলাম'।[২৭]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হাসান (রাঃ)-এর সাদৃশ্য :

রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার সাথে হাসান (রাঃ)-এর অত্যধিক মিল ছিল। আবু জুহাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ'।[২৮] আনাস (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ. 'হাসান ইবনু আলী (রাঃ) অপেক্ষা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিলেন না'।[২৯]

(গ) হাসান (রাঃ) আহলে বায়তের অন্তর্গত :

হাসান (রাঃ)-এর বিশেষ মর্যাদার আরেকটি দিক হচ্ছে তিনি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ছাফিয়া বিনতে শায়বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ

২২. *বুখারী হা/৫৮৮৪; মুসলিম হা/২৪২১; মিশকাত হা/৬১৩৪।*
২৩. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৯৬১, হাদীছ ছহীহ।*
২৪. *মুসলিম হা/২৩১৮; তিরমিযী হা/১৯১১।*
২৫. *আহমাদ হা/১৭১১১; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৬; মিশকাত ৪৬৯১, ৪৬৯২; ছহীহুল জামে' হা/১৯৮৯।*
২৬. *আহমাদ হা/১৬৮৯৪, সনদ ছহীহ।*
২৭. *নাসাঈ হা/১৫৮৫, সনদ ছহীহ।*
২৮. *আহমাদ হা/১৮৭৭০, সনদ ছহীহ।*
২৯. *বুখারী হা/৩৭৫২; মিশকাত হা/৬১৩৭।*

مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকালে বের হ'লেন। তার পরনে ছিল কালো পশমের নকশীদার চাদর। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) আসলেন, তিনি তাকে চাদরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে নিলেন। হুসায়ন ইবনু আলী (রাঃ) আসলেন, তিনিও চাদরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। ফাতেমা (রাঃ) আসলেন, তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। তারপর আলী (রাঃ) আসলেন তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপরে বললেন, হে আহলে বায়ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হ'তে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করে তোমাদের পবিত্র করতে চান' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।[৩০]

(ঘ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ) দুনিয়ার দু'টি সুগন্ধি ফুল :

পৃথিবীতে সবাই ফুল ভালবাসে। সে ফুলে সুগন্ধি থাকলে তা মানুষের হৃদয় কেড়ে নেয়। রাসূল (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে সুগন্ধি ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। হাদীছে এসেছে, ইবনু আবূ নু'আয়ম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ شَاهِدًا لاِبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ. فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِى عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِىِّ صــ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا. 'আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে জনৈক লোক মশার রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তুমি কোন্ দেশের লোক? সে বলল, আমি ইরাকের বাসিন্দা। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা এর দিকে তাকাও, সে আমাকে মশার রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, অথচ তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সন্তানকে (নাতিকে) হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ওরা দু'জন (হাসান ও হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল'।[৩১]

(ঙ) হাসান (রাঃ) দুনিয়াতে সরদার :

হাসান (রাঃ) দুনিয়াতে নেতা হবেন, যে সুসংবাদ রাসূল (ছাঃ) পূর্বেই দিয়েছিলেন। আবূ বকরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ইবনু আলী (রাঃ) সম্পর্কে বললেন, إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي، 'আমার এ ছেলে (নাতী) নেতা হবে। আর আমি কামনা করি, আল্লাহ তার মাধ্যমে আমার উম্মাতের দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন'।[৩২] তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 'আমার এ সন্তান (দৌহিত্র) একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন'।[৩৩]

(চ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের সরদার :

হাসান (রাঃ)-এর মর্যাদার সবচেয়ে বড় দিক হ'ল তিনি জান্নাতী যুবকদের নেতা হবেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، 'হাসান ও হুসাইন (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের সরদার'।[৩৪] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، 'একজন ফেরেশতা যিনি আজকের এ রাতের আগে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুখবর বয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুমতি চেয়েছেন যে, ফাতেমাহ জান্নাতের নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা'।[৩৫]

ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে হাসান (রাঃ)-এর সম্মান :

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হাসান (রা)-কে সম্মান করতেন। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)ও অনুরূপ করতেন। ওয়াকিদী মূসা ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওমর (রাঃ) যখন সরকারী কোষাগার ও রাজস্ব বিভাগ প্রবর্তন করে ভাতা ব্যবস্থার প্রচলন করেন, তখন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সমহারে হাসান এবং হুসায়ন (রাঃ)-এর প্রত্যেকের জন্যে ৫০০০ দিরহাম করে সরকারী ভাতা নির্ধারণ করেন। তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)ও হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-কে সম্মান করতেন এবং ভালবাসতেন। শেষ জীবনে ওছমান (রাঃ) গৃহবন্দী হ'লে হাসান (রাঃ) অন্যদের সাথে গলায় তরবারি ঝুলিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে খলীফার দরজায় প্রহরারত ছিলেন। এতে খলীফা ওছমান (রাঃ) শংকিত হ'লেন, না জানি বিদ্রোহীদের আক্রমণে হাসান (রাঃ)-এর কোন ক্ষতি হয়। তাই তিনি কসম করে তাঁকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন। খলীফা ওছমান (রাঃ) এ অনুরোধ করেছিলেন আলী (রাঃ)-এর মানসিক প্রশান্তির লক্ষ্যে এবং হাসান (রাঃ)-এর জীবনের ঝুঁকির আশংকায়।

---

৩০. *মুসলিম হা/২৪২৪; মিশকাত হা/৬১২৭।*
৩১. *বুখারী হা/৩৭৫৩, ৫৯৯৪; তিরমিযী হা/৩৭৭০।*
৩২. *বুখারী হা/২৭০৪; আবুদাঊদ হা/৪৬৬২; মিশকাত হা/৬১৩৫।*
৩৩. *বুখারী হা/২৭০৪; মিশকাত হা/৬১৩৫।*
৩৪. *তিরমিযী হা/৩৭৬৮; ছহীহাহ হা/৭৯৬; মিশকাত হা/৬১৬৩।*
৩৫. *তিরমিযী হা/৩৭৮১; মিশকাত হা/৬১৭১; ছহীহাহ হা/২৭৮৫।*

চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) স্বয়ং পুত্র হাসানকে খুবই সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন। একদিন তিনি হাসান (রাঃ)-কে বললেন, বৎস! তুমি একটু বক্তব্য দাও, আমি তা শুনব। হাসান (রাঃ) বললেন, আব্বা আপনি সামনে থাকলে আমার বক্তব্য দিতে লজ্জা করে। আলী (রাঃ) আড়ালে গিয়ে বসলেন, যেখান থেকে বক্তব্য শোনা যায়। হাসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। আড়াল থেকে আলী (রাঃ) তা শুনছিলেন। তিনি একটি সারগর্ভ ও সুন্দর বক্তব্য দিলেন। বক্তব্য শেষ হবার পর খুশি মনে আলী (রাঃ) বললেন, এরা একে অপরের বংশধর, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বোত্তম। হাসান ও হুসায়ন (রাঃ) যখন কোন বাহনে আরোহণ করতেন তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঐ বাহনের রেকাব ধরে থাকতেন। এতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) বলতেন, হাসান (রাঃ)-এর মত শিশু কোন মহিলা গর্ভে ধারণ করেনি।[৩৬]

হাসান (রাঃ)-এর ইবাদত-বান্দেগী :

হাসান (রাঃ) অত্যন্ত ইবাদত গুযার মানুষ ছিলেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, كَانَ الْحَسَنُ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِ مَنْ يَجْلِسُ مِنْ سَادَاتِ النَّاسِ يَتَحَدَّثُونَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَرُبَّمَا أَتْحَفْنَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ. 'হাসান (রাঃ) মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাত আদায় করে মুছাল্লায় (ছালাতের স্থানে) বসে থাকতেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকর করতেন। আর নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ তার সাথে বসে আলোচনা করতেন। অতঃপর তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনদের নিকটে গিয়ে তাঁদেরকে সালাম দিতেন। কোন কোন সময় তাঁরা হাসান (রাঃ)-কে উপহার দিতেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে যেতেন'।[৩৭] হাফেয যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন, হাসান (রাঃ) পদব্রজে, কখনো নগ্ন পায়ে ২৫ বার মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ পালন করেছেন এবং উটগুলি তাঁর সামনে থাকতো।[৩৮] আব্বাস ইবনু ফাযল হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'মহান আল্লাহর গৃহে পায়ে হেঁটে যাওয়া ব্যতীত আমি মৃত্যুর পর তাঁর সাথে সাক্ষাত করব তাতে আমি লজ্জাবোধ করি। এ সূত্রে ২০ বার তিনি হজ্জ শেষে পায়ে হেঁটে মদীনায় আসেন।[৩৯]

হাসান (রাঃ)-এর দানশীলতা :

হাসান (রাঃ)-এর পুরো জীবন তাকওয়া, ইবাদত-বন্দেগী, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবতার কল্যাণ কামনা, দয়া-অনুগ্রহ, ধৈর্য-সহনশীলতা, মহানুভবতা ও দানশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল। তিনি কোন সাহায্য প্রার্থীকে কোন অবস্থায় নিজ গৃহ থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। ইবনে সা'দ আলী বিন যায়েদ যাদ'আন থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম হাসান (রাঃ) তাঁর সমুদয় সম্পদ দু'বার আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করেছেন, তিনবার তাঁর অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বাহ করে দিয়েছেন।[৪০]

মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেছেন, কোন কোন সময় হাসান ইবনু আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এক লক্ষ দিরহাম দান করতেন। সাঈদ ইবনু আবদুল আযীয বলেছেন, একদিন হাসান (রাঃ) তাঁর পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে মহান আল্লাহ্র কাছে ১০ হাযার দিরহাম প্রার্থনা করছে। এটি শুনে হাসান (রাঃ) নিজ গৃহে গমন করলেন এবং লোকটির জন্যে ১০ হাযার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।[৪১]

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, একদা হাসান (রা) এক কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে দেখলেন যে, সে একটি রুটি খাচ্ছে। তার পাশে ছিল একটি কুকুর। যুবকটি নিজে এক লোকমা খাচ্ছেন আর কুকুরকে এক লোকমা খাওয়াচ্ছেন। পালাক্রমে সে রুটি খাচ্ছিল ও কুকুরকে খাওয়াচ্ছিল। হাসান (রাঃ) বললেন, কিসে তুমি এ মহৎ কাজে উৎসাহিত হয়েছ? যুবকটি বলল, আমি খাব আর কুকুরটি উপোস থাকবে এটি আমার নিকট লজ্জাকর মনে হচ্ছে। তাই এমনটি করছি। হাসান (রাঃ) যুবকটিকে বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাক। হাসান (রাঃ) ক্রীতদাসটির মালিকের নিকট গেলেন। তার নিকট থেকে ক্রীতদাসটিকে ক্রয় করে নিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন। যে বাগানে সে ছিল ঐ বাগানটিও ক্রয় করে তাকে দান করে দিলেন। ক্রীতদাসটি বলল, ওহে আমার মালিক! যার সন্তুষ্টির জন্যে আপনি আমাকে এই বাগান দান করেছেন তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে আমি এই বাগান দান করে দিলাম।[৪২]

আবূ জা'ফর বাকির বলেছেন, এক লোক হুসায়ন ইবনু আলী (রা)-এর নিকট কোন এক প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য নিতে এসেছিল, হুসায়ন (রাঃ) ই'তিকাফে ছিলেন। ফলে তিনি সাহায্য করতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। লোকটি সাহায্যের জন্যে হাসান (রা)-এর নিকট গেল। সে তাঁর নিকট সাহায্য চাইল। তিনি তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার একজন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া আমার নিকট এক মাস ই'তিকাফ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।[৪৩] যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে চলা এই মসজিদে (নববীতে) ১ মাস ই'তিকাফ করা অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়তর'।[৪৪]

[ক্রমশঃ]

৩৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩৮ পৃ.।*
৩৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩৭ পৃ.।*
৩৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৬৭পৃ.; তাক্বীউদ্দীন মাক্বরেযী (মৃ. ৮৪৫ হি.), ইমতাউল আসমা (বৈরূত : ১ম প্রকাশ ১৯৯৯ খ্রি.), ৫/৩৬১ পৃ.।*
৩৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩৮ পৃ.।*
৪০. *তারীখুল খামীস ফী আহওয়ালে আনফুসিন নাফীস, ১/৪১৯ পৃ.।*
৪১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩৯ পৃ.।*
৪২. *ঐ.।*
৪৩. *ঐ.।*
৪৪. *ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬।*

মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৫ম কিস্তি)

আল-ক্বাছীম প্রদেশের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র বুরাইদা থেকে ৭০ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি শহর রিয়াযুল খাবরা। শান্ত, নিস্তরঙ্গ। শহরের সবচেয়ে জনবহুল স্থানেও তেমন লোকজনের উপস্থিতি নেই। চমৎকার পার্কগুলো প্রায় জনশূন্য। তবে ফসলাদি, ক্ষেত-খামার, সবুজের ছড়াছড়ি বেশ চোখে পড়ে। খাবরা অর্থ পানি জমার স্থান। বিখ্যাত ওয়াদী রুম্মাহ, যেটি মদীনা থেকে শুরু হয়ে সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচশত কি. মি. প্রলম্বিত হয়ে আল-ক্বাছীমের বুরাইদাহ এসে শেষ হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে এই উপত্যকার পানি এই শহরে জমা হ'ত বলে এর নাম হয় খাবরা। ওয়াদী রুম্মাহ মূলতঃ নদী উপত্যকা, যেটি কেবল বর্ষা মৌসুমে জেগে ওঠে। বাকী সময়টা বালির স্তূপে ভরা মরুভূমি।

যোহরের ছালাত পড়ে আমরা শায়খ আখতার মাদানীর উষ্ণ আতিথেয়তায় দুপুরের খাবার খেতে বসলাম। বাসা যেমন বড়, তেমনি আয়োজনের বিশালতা ভড়কে যাওয়ার মত। দেশীয় খাবারের সাথে সামুদ্রিক মাছ, উট, খাসির গোশত আর ফলমূলের ভরপুর আয়োজন। আব্দুল্লাহ ভাই, শাহাদত ভাই, আল-আমীন মুন্সীসহ আল-ক্বাছীমের ভাইদের গভীর ভালোবাসা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে দিল। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন-আমীন! বিকালে শায়খ আখতার মাদানী আমাদের খাবরার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে নিয়ে গেলেন। বিশেষ করে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আরব ঘর-বাড়িগুলো আমাদেরকে আরবমরুর সুদূর অতীতের অনাড়ম্বর, কষ্টসাধ্য অথচ প্রশান্তিময় যিন্দেগানীর কিঞ্চিৎ বাস্তবতা অনুধাবন করালো।

সন্ধ্যায় গগনপ্রান্তে চাঁদের আভাসের মধ্য দিয়ে শুরু হ'ল পবিত্র রামাযান মাস। তারাবী শুরু হবে আজ রাত থেকেই। আমরা শায়খ আখতার মাদানী যে মসজিদে ছালাত আদায় করান সেখানে আসলাম। রামাযান মাস যে শুরু হয়েছে, তার বিশেষ কোন অনুভব-আয়োজন-উদ্দীপনা বোঝা গেল না। মসজিদ ভরা নতুন মুছল্লীদের ভিড়ও তেমন পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশে চাঁদ ওঠা মাত্রই যেমন উৎসবমুখর পরিবেশ ফুটে ওঠে, তার কিছুই এখানে নেই। সবই যেন আগের মত স্বাভাবিক। মাদানী ছাহেবের শ্রুতিমধুর তেলাওয়াতে আট রাক'আত তারাবী ও তিন রাক'আত বিতর পড়ে শেষ করলাম। বের হওয়ার সময় এক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার সাথে দেখা হ'ল, যিনি শায়খকে খুব সমাদর করেন। আমাদের আগমনের কথা শুনে মসজিদের পার্শ্বে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গাহওয়া-খেঁজুর নাশতা করালেন। ঝকঝকে বিশাল বাড়ি। থাকার কেউ নেই। ৪/৫ জন বাংলাদেশী ও ইণ্ডিয়ান কর্মী রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন। তিনি তাদের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখেন। মাঝে-মধ্যে ওমরায় পাঠান। হিন্দু কর্মচারীদের মুসলমান বানানোর চেষ্টা করেন। আমাদের সামনে তাদেরকে ডেকে শায়খকে বললেন তাদের নছীহত করার জন্য। বর্তমানে কিছু ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন, তবে অনেকটা সময় কাটানোর জন্যই।

রাত দশটার দিকে ঢাকা, দোহারের সালমান ভাইয়ের ওয়ার্কশপ কাম সাংগঠনিক অফিসে দায়িত্বশীল ও সুধী বৈঠকে আমরা যোগদান করলাম। খাবরা, বুরাইদাহ, উনায়যাহ থেকে দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণমূলক বৈঠক হ'ল সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত। দ্বীনী ভাইয়েরা তাদের সঠিক দ্বীন পাওয়ার আবেগময় অনুভূতি সবার সাথে শেয়ার করলেন। আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার একটি সময় কাটলো তাদের সাথে। সাহারীর পর সেখানেই ফজরের ছালাত পড়লাম। তারপর দ্বীনী ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শায়খ আখতার মাদানীর বাসায় আসলাম।

***

পরদিন ২৩শে মার্চ'২৩ বুরাইদায় প্রোগ্রাম। সঊদী আরবের অধিকাংশ শহরের মতই নিরুত্তাপ শহর বুরাইদাহ। বিশেষ কোন জাঁকজমক নেই। মানুষের আনাগোনাও চোখে পড়ার মত নয়। আল-ক্বাছীম 'আন্দোলন' সভাপতি প্রিয় আবু যয়নাব ছাদ্দাম ভাই শহরতলীতে একটি ইস্তিরাহা ভাড়া করেছেন। বাদ আছর থেকে শুরু করে ইফতার পর্যন্ত সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। বুরাইদাহ শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত দ্বীনী ভাইয়েরা বিশেষ করে কবীর ভাই, রাসেল হায়দার ভাই, রাজীব ভাই, ইসমাঈল ভাই, রাফসান হাসান প্রমুখদের আন্তরিক ভালোবাসার পরশ মেখে আমরা অনুষ্ঠান শেষে বিদায় গ্রহণ করলাম। ইফতার করলাম এক মিসরীয় বাফেট হোটেলে। সেখানেই রাতের খাবার সেরে বুরায়দা কেন্দ্রীয় মসজিদে এশা ছালাত এবং তারাবীর ছালাত আদায় করি। সেখানে বহু আলেম-ওলামাকে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। মাশাআল্লাহ ইমাম ছাহেবের সুমধুর তেলাওয়াতও খুবই হৃদয়কাড়া। আট রাক'আত তারাবীহ এবং তিন রাক'আত বিতরের মাধ্যমেই ছালাত সমাপ্ত হ'ল। কেবল হারামাইন ব্যতীত সঊদী আরবে এর অতিরিক্ত তারাবীহ ছালাত আর কোথাও হয় না।

তারাবীর পর পুনরায় ইস্তিরাহাতে ফিরে এসে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এরমধ্যে এত রাতেই ছাদ্দাম ভাই এবং ইসমাঈল ভাই সম্পাদক ছাহেব এবং যুবসংঘ সভাপতিকে নিয়ে তাদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গ্রীণ হাউজ কৃষি খামার দেখিয়ে আনলেন। প্রায় ১ কি.মি. দীর্ঘ সেই খামার থেকে ফিরে এসে তাদের গল্প শুনে খুব আফসোস হ'ল কেন গেলাম না সেখানে।

ছাদ্দাম ভাইয়ের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। নরসিংদী থেকে এসে তিনি এখন আল-কাছীমে বাংলাদেশীদের মধ্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শুরুটা অনেক কঠিন ছিল। তবে সঠিক ব্যবসায়িক চিন্তাধারা এবং আল্লাহ্র অশেষ রহমত তাকে এই অল্প বয়সেই এখন সফল ব্যবসায়ী বানিয়েছে। তাঁর অধীনে বিভিন্ন শহরে প্রায় পাঁচশতাধিক কর্মী রয়েছে। এদেরকে তিনি বিভিন্ন কোম্পানীতে চুক্তিভিত্তিক সরবরাহ করেন। বর্তমানে পরিবার নিয়েই সঊদীতে আছেন।

যেমন উপার্জন করেন, তেমনি দু'হাত খুলে ব্যয় করেন। বিশেষ করে দ্বীনী কাজে ব্যয় করার জন্য যেন উন্মুখ হয়ে থাকেন। আল-ক্বাছীম সফরের এই তিনদিনে শত আপত্তি সত্ত্বেও আমাদের আতিথেয়তায় তিনি যে বিপুল খরচ করলেন, তা অবিশ্বাস্য। তাঁর এই ভালোবাসার ঋণ নিঃসন্দেহে অপূরণীয়। দ্বীনের পথে এসেছেন বেশী দিন হয়নি। শায়খ আখতার মাদানীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি নিজেকেই কেবল পরিবর্তন করেননি, বরং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে আল-ক্বাছীম আন্দোলনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিজের কর্মীদেরকেও তিনি সাধ্যমত ছহীহ আক্বীদার সন্ধান দিচ্ছেন। গেলবার ২০২২ সালে মদীনায় এক হোস্টেলে আমরা প্রোগ্রামে গেলে তিনি তাঁর কর্মীদের উদ্দেশ্যে যে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখছিলেন, তা দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। অনুভব করেছিলাম মানুষের হেদায়াতের জন্য তাঁর প্রাণভরা আকুতি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন এবং দ্বীনের খেদমতে আরো বেশী অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

রাত ২টার দিকে আমরা স্থানীয় এক হোটেলে গেলাম। ছাদ্দাম ভাই বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছের এক বিশাল আয়োজন করেছেন সেখানে। রুটির সাথে মাছের সুস্বাদু ফ্রাই। আমরা প্রায় ১২জন মিলেও এত খাবার শেষ করতে পারলাম না। পরে হোটেলের বাঙালী কর্মচারীরাও শরীক হ'লেন। অতঃপর আল-খাবরায় শায়খ আখতার মাদানীর বাসায় ফিরে ফজরের ছালাত পড়ে বিশ্রাম নেই।

***

পরদিন ২৪শে মার্চ'২৩ দুপুরের দিকে আল-ক্বাছীমের প্রসিদ্ধ আলেম-ওলামার শহর উনায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম আল-আমীন মুন্সীর গাড়িতে। সেখানে কুমিল্লার দেলাওয়ার ভাইয়ের ওয়ার্কশপে যোহরের পরপর আমরা পৌঁছে গেলাম। উনায়যাহ সেই শহর যেই শহরে প্রায় সারাটা জীবন ইলমের সন্ধানে এবং ইলমের বিতরণে কাটিয়েছেন বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ বিদ্বান শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৯-২০০১খ্রি.)। ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে যখন তিনি মারা যান, তখন আমি দাখিল পরীক্ষার্থী। মাত্র বছর দেড়েক পূর্বেই গত হয়েছেন সমকালীন বিশ্বের আরো দু'জন প্রাজ্ঞ বিদ্বান শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.) এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)। প্রায় একই সময়ে শায়খ উছায়মীনের মৃত্যু আহলেহাদীছ সমাজে দারুণভাবে নাড়া দেয়। ইতিমধ্যে দাখিল পরীক্ষা শেষ হ'লে ফল প্রকাশের পূর্ব অবসরে আব্বার উৎসাহে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে মাসিক আত-তাহরীকের জন্য নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখলাম। জুন, জুলাই ও আগষ্ট ৩টি সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'ল। এর মাধ্যমেই আত-তাহরীকে আমার প্রথম লেখালেখির হাতেখড়ি হয়।

আজ তাঁর স্মৃতিবিজড়িত শহরে এসে ভীষণ পুলকিত বোধ করলাম। আছরের পর ৩/৪টা গাড়ি নিয়ে উনায়যাহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে জামে মুহাম্মাদ ইবনুল উছায়মীন মসজিদে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাঁধ সাধলো হঠাৎ জ্বর আসায়। মনে হ'ল কোনভাবেই শয্যা থেকে উঠতে পারব না। কিন্তু এই শহরে এসে শায়খ উছায়মীনের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদ, দরসগাহে যাব না? সম্পাদক ছাহেব, যুবসংঘ সভাপতি আমি যেতে পারছি না বুঝতে পেরে বাইরে এসে ইতিমধ্যে দ্বীনী ভাইদের সাথে গাড়িতে চড়ে বসেছেন। গাড়ি ছেড়েও দিচ্ছে। এসময় আমি ঘর থেকে বের হয়ে কোনমতে ওয়ার্কশপের মুখে আসতেই আমাকে দেখে টাঙ্গাইলের ওমর ফারূক ভাই রাস্তায় গাড়ি থামালেন। দুই সেকেণ্ডের ব্যবধানে পিছনে পুলিশের গাড়ির হর্ণ। বুঝতে পেরে তিনি গাড়ি সাইড করলেন বটে। কিন্তু জরিমানা গুণতেই হবে। ওমর ফারূক ভাই জরিমানা দিয়ে হাসতে হাসতে ফিরলেন। জিজ্ঞাসা করলাম কত দিতে হ'ল। বললেন ১০০ রিয়াল (৩০০০ টাকা)। তাতেও এত খুশী? উনি বললেন, এটাই সর্বনিম্ন জরিমানা এখানে। এতটুকুতে পার পেয়ে যাওয়াই তার খুশীর কারণ। আমি ভীষণ অবাক হ'লাম আইনের এমন নিষ্ঠুর প্রয়োগ দেখে। প্রশস্ত ফাঁকা রাস্তা। গাড়িকে বিশেষ প্রয়োজনে হঠাৎ দাঁড়াতে হয়েছে। তাতেই সেকেণ্ডের ব্যবধানে জরিমানা করতে হবে? অফিসার কি সতর্ক করেই ছেড়ে দিতে পারতেন না? দ্বীনী ভাইয়েরা জানালেন, আরবদের ক্ষেত্রে ওরা কিছুটা ছাড় দেয়। কিন্তু অনারবদের কখনও ছাড়া হয় না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের নামে অমানবিকতার প্রদর্শন কারো কাছে আইনের যথার্থ প্রয়োগ হিসাবে সন্তোষজনক মনে হ'লেও আমার কাছে হৃদয়শুন্য নিছক যান্ত্রিকতা মনে হয়। পৃথিবীতে মানবতার চেয়ে সুন্দর কিছু নেই। আইন তো কেবল শৃংখলা নিশ্চিত করার একটি মাধ্যমমাত্র। মানবতার উপরে তার স্থান হ'তে পারে না। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করাই আইন সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ, আইনের নিষ্ঠুর প্রয়োগ নয়। আল্লাহ্র আইন ছাড়া আর কোন আইনই শাশ্বত নয়। তাই কথায় কথায় আইনের বাণী কপচানো আর হাইকোর্ট দেখানো আমার কাছে আইনের অপপ্রয়োগই মনে হয়।

আমরা তিনটি গাড়িতে উনায়যার প্রাণকেন্দ্রে জামে ছালেহ ইবনুল উছায়মীন মসজিদ চত্বরে এসে উপস্থিত হ'লাম। নতুন মসজিদের সাথে সংযুক্ত প্রাচীন আমলের মিনার দেখে বোঝা যায় পূর্বযুগের স্মৃতি সংরক্ষণে তাদের আন্তরিক প্রয়াস। প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে ৩/৪তলা উচ্চতার এই মিনারটি মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। বিশাল মসজিদের অভ্যন্তরভাগে ঢুকে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। ইতিহাসের খাঁজে খাঁজে অতীতের ঘ্রাণ নেই। এই তো প্রায় পৌনে একশত বছর আগে এখানেই নিয়মিত দরস দিতেন খ্যাতনামা বিদ্বান শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (১৯৮৯-১৯৫৭খ্রি.), যার তাফসীরের শৈল্পিক সহজবোধ্য ভাষাশৈলী শৈশবেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনিই ছিলেন শায়খ উছায়মীনের প্রধান শিক্ষাগুরু। সেই যুগে দুনিয়া বিমুখ এই শায়খকে উনায়যার কাযী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব তিনি

গ্রহণ করেননি। জীবনের শেষদিকে আল-মা'হাদুল 'ইলমী, উনায়যার প্রধান হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। তবে এ দায়িত্বের জন্য তাঁর বেতন ১০০০ রিয়াল (তৎকালীন সময়ে মোটা অংকের বেতন) নির্ধারণ করা হ'লে পরিচালকের কাছে তিনি ছাফ চিঠি লেখেন যে, তিনি এ দায়িত্বের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। সুবহানাল্লাহ!

১৯৫৭ সালে মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীনকে এই মসজিদের খতীব ও শিক্ষক হিসাবে নির্ধারণ করে যান, যে দায়িত্ব শায়খ আমৃত্যু পালন করেন। এই মসজিদেই তাঁর দরসে হাযারো দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করত। ইলমী কলরবে মুখরিত হ'ত উনায়যার রাস্তাঘাট। বহুবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার আহ্বান জানানো হ'লেও তিনি এই মসজিদকেই নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শেষ জীবনে অবশ্য নিকটস্থ মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ক্বাছীম শাখায় শরী'আহ বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮০ সালের দিকে একবার বাদশাহ খালেদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁর জীর্ণ মাটির বাড়ি-ঘর দেখে সরকারীভাবে নতুন বাড়ি করে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। শায়খ জবাবে বললেন, এর প্রয়োজন নেই। কেননা ছালিহিয়াহ এলাকায় আমরা একটি বাড়ি করছি। সেখানে অচিরেই স্থানান্তরিত হব। আপনি বরং আমার মসজিদটি পাকা করে দিন। অতঃপর বাদশাহ খালেদ মসজিদ পাকা করার নির্দেশনা দিয়ে বিদায় নিলেন। পরে ছাত্ররা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, শায়খ! ছালিহিয়াতে আপনার কোন বাড়ি আছে সে খবর তো আমরা জানতাম না? তিনি বললেন, أليست المقبرة في الصالحية فالقبر هناك نبنيه ونجهزه 'ছালিহিয়াতে কবরস্থান আছে না? সেই কবরই আমরা তৈরী করছি এবং বসবাসের জন্য প্রস্তুত করছি!' সুবহানাল্লাহ! এমনই দুনিয়াবী মোহমুক্ত জীবন অতিবাহিত করতেন আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বানগণ!

মসজিদের খাদেমদের মধ্যে বাঙালী আছেন। তিনি মসজিদ সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য দিতে পারলেন না। কেবলই চাকুরীজীবী। শায়খ উছায়মীনের নাম বললে তার চেহারায় কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তবে জানালেন যে, এখনও নিয়মিত দরস হয় মসজিদে। বিভিন্ন খ্যাতনামা বিদ্বানগণ দরস দিয়ে থাকেন। মসজিদ পাকা হয়েছে। সেন্ট্রাল এসিতে দৈহিক প্রশান্তি আসে। তবে গত এক শতাব্দীকাল ব্যাপী ইলমের জোয়ার বহমান ছিল এই মসজিদকে কেন্দ্র করে, তা আজ জৌলুস হারিয়েছে। মসজিদটা পড়ন্ত বেলার নিষ্প্রভ আলোয় কেমন নির্জীব দেখায়। আলো ছড়ানোর সেই মানুষগুলোর অবর্তমানে এর প্রতিটি কোণা থেকে যেন হাহাকার ধ্বনি ভেসে আসছে। পার্শ্ববর্তী জমকালো উনায়যা শপিং মল কিংবা বিশাল জরীর বুকশপের দুনিয়াবী জৌলুস মুগ্ধ করল বটে, কিন্তু মাশায়েখ বিদ্বানদের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত সেই পবিত্র ইলমী দীপশিখার শূন্যতা কিছুমাত্র দূর করতে পারেনি।

আমরা আবার উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টারের অদূরে দেলাওয়ার ভাইয়ের ওয়ার্কশপে ফিরে আসি। ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে দাওয়াতী প্রোগ্রাম হয়। শায়খ উছায়মীনের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেই। অবাক ব্যাপার যে, এই শহরে বসবাস করেও অনেক সচেতন ভাইও শায়খের ব্যাপারে তেমন অবগত নন! খাসির গোশতের ইণ্ডিয়ান স্টাইলের কাচ্চি বিরিয়ানী দিয়ে ইফতারের আয়োজন করেছেন লিটন ভাই। ইফতারের পরও অন্তরঙ্গ পরিবেশে কিছুক্ষণ আলোচনা ও মতবিনিময় অব্যাহত থাকে। অতঃপর আমরা আবার আল-খাবরায় ফিরে এসে শায়খ আখতার মাদানীর পিছনে তারাবীর ছালাত আদায় করলাম। তারপর বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সাহারীর পর মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

***

২৫শে মার্চ'২৩ সকালে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম পিরোজপুরের আল-আমীন মুন্সীর গাড়িতে। আল-আমীন মুন্সী শায়খ আখতার মাদানীর ছাত্র ও একান্ত শিষ্য। হালকা গড়নের চঞ্চলমতি এক লাজুক যুবক। তার সারল্যভরা হাসি আর মায়াবী চাহনীতে সহজেই আকৃষ্ট হওয়া যায়। সততা, একনিষ্ঠতা আর আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তার একটাই দোষ- কোন কিছু অন্যায় মনে হ'লে একমুহূর্ত সে প্রতিবাদ ছাড়া থাকতে পারে না। ফলে ফেইসবুকে বা অন্য স্থানে অনেক সময় চাছাছোলা বেফাঁস মন্তব্য করে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছে। সংগঠনের সদস্য হওয়ায় একাধিকবার তার জন্য আমাদের কথা শুনতে হয়েছে। ছবরের নছীহত করলে কথা দেয়ার পর সে আবার ভুলে যায়। আবার শুধরে নিতে চায়। এই আল-আমীন মুন্সীই আজ আমাদের রাহবার, গাড়িচালক। সফরটা বেশ মাতিয়ে রাখল ছোট ছোট বুদ্ধিদীপ্ত কথায়। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন এবং দ্বীনে হকের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন! *[ক্রমশঃ]*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

১. ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ فَمَنْ كَانَتْ بَصِيرَتُهُ نَافِذَةً لَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ عُيُوبُهُ فَإِذَا عَرَفَ الْعُيُوبَ أَمْكَنَهُ الْعِلَاجُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْخَلْقِ جَاهِلُونَ بِعُيُوبِ أَنْفُسِهِمْ يَرَى أَحَدُهُمُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَلَا يَرَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ، 'মহান আল্লাহ যখন কারো কল্যাণ চান, তখন তিনি তার দৃষ্টিকে তার দোষ-ত্রুটির দিকে ফিরিয়ে দেন। ফলে যার অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হয়, তার কাছে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন থাকে না। আর যখন সে নিজের দোষ জেনে যায়, তখন এর প্রতিকারও সম্ভব হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে অপর ভাইয়ের চোখে সামান্য খড়-কুটো বড় করে দেখে, কিন্তু নিজের চোখে কাঠের গুঁড়িও দেখতে পায় না'।[১]

২. আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام، وتركوا العمل. وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون، 'আমাদের যুগের আলেমরা শুধু বক্তব্য দিয়েই আত্মতৃপ্ত থাকে, আমল করে না। অথচ সালাফগণ বলার চেয়ে আমল করতেন বেশী। সালাফদের পরে এমন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে- যারা আমলও করতেন, ওয়াযও করতেন। আর বর্তমান যুগের লোকেরা শুধু ওয়ায করে, আমল করে না। অচিরেই এমন একটি যুগ আসবে, যে যুগের লোকেরা মানুষকে বলবেও না এবং নিজেরাও আমল করবে না'।[২]

৩. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَقدِرْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُوْمٌ، كَبَّلَتْكَ خَطِيْئَتُكَ، 'যদি তুমি রাতে তাহাজ্জুদ না আদায় করতে পার এবং দিনে ছিয়াম পালন করতে না পার, তবে জেনে রেখ! তুমি (ইবাদতের বরকত থেকে) বঞ্চিত হয়েছ, তোমার গুনাহ-খাতা তোমাকে বন্দী করে রেখেছে'।[৩]

৪. ইবনু কুদামা মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন, مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، 'খাবারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা হ'ল খাবারের প্রতি কিছুটা আগ্রহ থাকা অবস্থাতেই (দস্তরখানা থেকে) হাত উঠিয়ে নেওয়া'।[৪]

৫. ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, من الغيبة المحرمة التي لا يشعر بها أكثر الناس قولهم: إن فلانا أعلم من فلان، فإن المفضول يتكدر من ذلك، ومن المعلوم أن حد الغيبة أن يذكر الشخص أخاه بما يكره، 'হারাম গীবতের একটি ধরন আছে, যেটাকে অধিকাংশ মানুষ গীবতই মনে করে না। তাদের বক্তব্য, অমুকের চেয়ে অমুক বেশী জ্ঞানী। এই কথার মাধ্যমে যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো জানা কথা যে, গীবত হ'ল কারো পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে'।[৫]

৬. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْمَقْدُورُ يَكْتَنِفُهُ أَمْرَانِ: التَّوَكُّلُ قَبْلَهُ، وَالرِّضَا بَعْدَهُ، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ قَبْلَ الْفِعْلِ. وَرَضِيَ بِالْمَقْضِيِّ لَهُ بَعْدَ الْفِعْلِ فَقَدْ قَامَ بِالْعُبُودِيَّةِ، 'ভাগ্য দু'টি বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে: কাজের শুরুতে তাওয়াক্কুল এবং শেষে সন্তুষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজ করার শুরুতে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করল এবং কাজের শেষে আল্লাহ্‌র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকল, সে যেন পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করল'।[৬]

৭. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, الْحُبُّ أَفْضَلُ مِنَ الْخَوْفِ، أَلَا تَرَى إِذَا كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا يُحِبُّكَ، وَالْآخَرُ يَخَافُكَ، فَالَّذِيْ يُحِبُّكَ مِنْهُمَا يَنْصَحُكَ شَاهِدًا كُنْتَ أَوْ غَائِبًا لِحُبِّهِ إِيَّاكَ، وَالَّذِيْ يَخَافُكَ عَسَى أَنْ يَنْصَحَكَ إِذَا شَهِدْتَ لِمَا يَخَافُ وَيَغُشُّكَ إِذَا غِبْتَ وَلَا يَنْصَحُكَ، 'ভয়ের চেয়ে ভালবাসা উত্তম। তুমি কি দেখনি যদি তোমার দু'জন দাস থাকে, যাদের একজন তোমাকে ভালবাসে এবং অপরজন তোমাকে ভয় করে। যে তোমাকে ভালবাসে সে তোমার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী থাকে। তোমার প্রতি তার ভালবাসা থাকার কারণে এমনই হয়। আর যে তোমাকে ভয় করে সে হয়ত ভয়ের কারণে প্রকাশ্যে তোমার প্রতি আন্তরিক থাকে, কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে ধোঁকা দেয় এবং তোমার কল্যাণ কামনা করে না'।[৭]

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَنَّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ مِنْ إِسَاءَتِهِ، فَإِنَّ التَّوَاضُعَ يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتِهِ، حَقًّا كَانَتْ أَوْ بَاطِلًا، وَتَكِلُ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، 'আপনার সাথে যদি কেউ খারাপ আচরণ করে। তারপর আপনার কাছে এসে সেই মন্দ আচরণের ব্যাপারে ওযর পেশ করে, তবে বিনয়-নম্রতার দাবী অনুযায়ী সেই ওযর কবুল করে নেওয়া আবশ্যক। চাই সেই ওযর সঠিক হোক বা বেঠিক হোক। আর তার গোপনীয় বিষয় আল্লাহ্‌র কাছেই ন্যস্ত করবেন'।[৮]

১. গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/৬৪।
২. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্‌রীন, পৃ. ১৫৬।
৩. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৩৫।
৪. ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছিদীন, পৃ. ১৬৩।
৫. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্‌রীন, পৃ. ২১২।
৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/১২২।
৭. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২১৯।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৩২১।

ছাহাবায়ে কেরামের জীবন যাত্রার একটি নমুনা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। তিন বেলা পেট পুরে আহার করার মত সংগতি অনেকেরই ছিল না। তবুও তাঁরা ছিলেন দুনিয়া বিমুখ। বরং তাদের প্রচেষ্টা ও সাধনা ছিল পরকালে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য কাজ করা। সম্পদ লাভের লোভ-লালসা তাদের মাঝে ছিল না। এমনকি পেলে খেতেন, না পেলে না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে থাকতেন। নিম্নের হাদীছটিই তার প্রমাণ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আবার কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবুবকর (রাঃ) পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু না করেই চলে গেলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) অতিক্রম করলেন। তাকেও একইভাবে প্রশ্ন করলাম। তিনিও কোন কিছু না করে চলে গেলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমার মন ও চেহারার অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন, আবু হুরায়রা! আমার সাথে চল। আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি নিজ গৃহে পৌঁছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকেও অনুমতি দিলেন। ঘরে গিয়ে তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথা থেকে এলো। তারা (গৃহবাসী) বলল, অমুকের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! 'আহলে ছুফফা'র নিকটে যাও এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে আস।

রাবী বলেন, ছুফফাবাসীরা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের কোন পরিবার, সম্পদ বা কারো উপর নির্ভর করার মত কেউ ছিল না। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কোন ছাদাক্বা আসত, তখন তিনি নিজে কিছু গ্রহণ না করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিতেন। কিছু অংশ নিজের জন্য রাখতেন। (আবু হুরায়রা বলেন) এ আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দিয়ে ছুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ তো আমার জন্যই যথেষ্ট হ'ত। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি ফিরে আসত।

এদিকে তিনি আমাকে আদেশ দিলেন আমিই যেন দুধটুকু তাদের মাঝে পরিবেশন করি। ফলে আমার আর কোন আশাই থাকল না যে, আমি এই দুধ থেকে কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। ঘরে প্রবেশ করে তারা বসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবু হুরায়রা পেয়ালাটি নাও এবং তাদের মধ্যে পরিবেশন কর। আমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালাটি ফেরত দিলেন। অতঃপর আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্তি সহকারে পান করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা এখনতো তুমি আর আমি আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তুমি বস এবং পান কর। তখন আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমনকি আমি বললাম যে, আর না। ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন ও বিসমিল্লাহ বলে বাকী দুধটুকু পান করলেন' *(বুখারী হা/৬৪৫২)*।

শিক্ষা :

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।
(২) নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্রাধান্য দেয়া।
(৩) অভাব-অনটনের কথা প্রকাশ না করে তা গোপন রাখা এবং প্রয়োজনের ইঙ্গিত দেয়া উত্তম।
(৪) বিনা অনুমতিতে আমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে প্রবেশ না করা।
(৫) নবী করীম (ছাঃ) হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। কিন্তু ছাদাক্বাহ খেতেন না। বরং তা হক্বদারদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।
(৬) পরিবেশনকারীর শেষে গ্রহণ করা।
(৭) বসে পান করা এবং শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উপরোক্ত হাদীছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আল-আমীন ফার্মেসী
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০
হাকীম মুছতফা সরকার
এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।
রোগী দেখার সময়
বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।
মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)
অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

বর্ষায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ার কারণ ও প্রতিকার

-ডা: মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

বর্ষায় ডেঙ্গু রোগ থেকে সাবধান থাকতে হবে। এ সময় অনেকেই শারীরিকভাবে কাবু হয়ে পড়েন। বর্ষা মৌসুমে বেড়ে যায় অনেক রোগের প্রকোপ। যখন-তখন বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া সবসময় আর্দ্র থাকে। এ কারণে বর্ষাকালে বায়ুবাহিত, পানিবাহিত এবং মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। বর্ষা মৌসুমে ফ্লু-জাতীয় রোগ-ব্যাধিও বৃদ্ধি পায়। সর্দি, কাশি, জ্বর দেখা দেয় ঘরে ঘরে। এর মধ্যে আবার আছে করোনার ভয়।

ডেঙ্গু জ্বরের ব্যাপক প্রভাব ছিল গত বছর। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ থাকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ডেঙ্গু জ্বরের সময়কাল এগিয়ে এসেছে এবং দীর্ঘায়িত হয়েছে। গত বছর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকসহ অনেকে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, চলতি বছরের ১ জানুয়ারী থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৭৫৭ জন। তাদের মধ্যে রাজধানীর সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৪৮১ জন। আর ঢাকার বাইরে অন্য বিভাগে ভর্তি হয়েছে ২২৭৬ জন। আর এ সময় মারা গেছেন ৫২ জন। গত বছরে (২০২২ সালে) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ২৮১ জন।

ডেঙ্গু প্রধানত এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার একটি ভাইরাসঘটিত সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু ভাইরাস গোত্রভুক্ত, যার প্রায় ৭০ ধরনের ভাইরাসের মধ্যে আছে ইয়োলো ফিভার ও কয়েক প্রকার এনসেফালাইটিসের ভাইরাস। ডেঙ্গুজ্বরের অনুরূপ একটি রোগের মহামারীর প্রথম তথ্য পাওয়া যায় ১৭৭৯ ও ১৭৮০ সালে চিকিৎসা সংক্রান্ত বই-পুস্তকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় প্রথম ডেঙ্গুজ্বর শনাক্ত হয়। ১৮৭১-৭২ সালে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। ঐ সময় থেকে এ রোগের প্রকোপ এ উপমহাদেশে প্রায়শ ঘটে। ১৯৩৯-৪৫ সাল থেকে গোটা মহাদেশে ১০ থেকে ৩০ বছর পর পর ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিতে থাকে। কোন একটি বিশেষ স্থানে বারবার ডেঙ্গুর মহামারী দেখা দিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু ডেঙ্গু ভাইরাস সেরোটাইপের সহসঞ্চালন দেখা দেয় এবং মহামারীর ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ক্যারিবীয় অঞ্চল (১৯৭৭-১৯৮১), দক্ষিণ আমেরিকা (১৯৮০ সালের শুরুতে), প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (১৯৭৯) এবং আফ্রিকায় ব্যাপক আকারে ডেঙ্গু মহামারী দেখা দেয় যাতে লাখ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়। রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৯৫৩-৫৪ সালে ম্যানিলায় এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে নিয়মিত বিরতিসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালে মহামারী আকারে রক্তক্ষরা ডেঙ্গু ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও পূর্বদিকে চীনে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর ও শক-সিনড্রোম ডেঙ্গু এখন এশিয়ায় হাসপাতালে ভর্তি ও শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।

ডেঙ্গুজ্বরের বাহক মশা :

চার প্রকারের ডেঙ্গু ভাইরাস ১.২.৩.৪ হ'ল ডেঙ্গু ও রক্তক্ষরা ডেঙ্গুর কারণ এবং এগুলো প্রতিজনীভাবেও ঘনিষ্ঠ। যেকোন একটি সেরোটাইপ বিশেষ কোন ভাইরাসের বিরুদ্ধে আজীবন প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়, কিন্তু অন্য ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে নয়। উষ্ণমণ্ডলীয় ও শহরাঞ্চলীয় চক্রেই ডেঙ্গু ভাইরাস স্থিতি লাভ করে। এজন্যই শহুরে লোকদের মধ্যেই রোগটি বেশী। মানুষের আবাসস্থলের সাথে সংশ্লিষ্ট দিনের বেলায় দংশনকারী মশা এসব ভাইরাসের বাহক। রোগীকে দংশনের দুই সপ্তাহ পর মশা সংক্রমণক্ষম হয়ে ওঠে এবং গোটা জীবনই সংক্রমণশীল থাকে।

ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ :

ডেঙ্গু-ভাইরাসের সংক্রমণ উপসর্গবিহীন থেকে নানা রকমের উপসর্গযুক্ত হ'তে পারে। সচরাচর দৃষ্ট ডেঙ্গুজ্বর, যাকে প্রায়ই ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু বলা হয়, সেটি একটি তীব্র ধরনের জ্বর যাতে হঠাৎ জ্বর হওয়া ছাড়াও থাকে মাথার সামনে ব্যথা, চক্ষুগোলকে ব্যথা, বমনেচ্ছা, বমি এবং লাল ফুসকুড়ি। প্রায়ই চোখে প্রদাহ এবং মারাত্মক পিঠব্যথা দেখা দেয়। এসব লক্ষণ ৫-৭ দিন স্থায়ী হয় এবং রোগী আরো কিছু দিন ক্লান্তি অনুভব করতে পারে এবং এরপর সেরে ওঠে। বেশীর ভাগ সংক্রমণই, বিশেষত ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ লক্ষণহীন অথবা ন্যূনতম লক্ষণযুক্ত হ'তে পারে। ত্বকে স্ফোট দেখা দেয় প্রায় ৫০% ক্ষেত্রে, যা প্রথমে হাতে, পায়ে এবং পরে ঘাড়ে ছড়ায়। জ্বর চলাকালীন মুখ, গলা বা বুক রক্তাভ দেখায়।

ডেঙ্গু রোগীর চোখে রক্তক্ষরণ :

রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধানত শিশুদের একটি রোগ। এটি ডেঙ্গুর এক মারাত্মক ধরন। মূল লক্ষণগুলো বয়স নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রেই অভিন্ন। এতে শুরুতে হঠাৎ দেহের তাপ বেড়ে যায় (৩৮০-৪০০ সে) এবং ২ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চলে। রক্তক্ষরণ বা ডেঙ্গু-শক সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দেখা দেয়। এতে থাকে মাথাব্যথা, ক্রমাগত জ্বর, দুর্বলতা এবং অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশির তীব্র ব্যথা। শ্বাসযন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশের সংক্রমণসহ রোগটি হালকাভাবে শুরু হ'লেও আচমকা শক ও ত্বকের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ ও কান দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়ে যায়। রক্তে ক্রমাগত অনুচক্রিকা (Platelet) কমতে থাকে এবং রক্তের বর্ধমান রক্তবিকেন্দ্রিক প্রবণতা থেকে আসন্ন শকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রক্তক্ষরা ডেঙ্গুরোগীর প্রয়োজন উত্তম সেবাশুশ্রূষা ও পর্যবেক্ষণ, কেননা উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলো খুব দ্রুত ঘটতে পারে এবং রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারে।

ডেঙ্গু-শক সিনড্রম :

এটি রক্তক্ষরা ডেঙ্গুরই আরেকটি রকমফের। তাতে সঙ্কুচিত নাড়িচাপ, নিম্ন রক্তচাপ অথবা সুস্পষ্ট শকসহ রক্তসঞ্চালনের

বৈকল্য থাকে। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে অব্যাহত পেটব্যথা, থেকে থেকে বমি, অস্থিরতা বা অবসন্নতা এবং হঠাৎ জ্বর ছেড়ে ঘামসহ শরীর ঠাণ্ডা হওয়া ও দেহ সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ডেঙ্গু নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর আক্রান্ত প্রায় ৫০ লাখ রোগীর মধ্যে অন্তত ৫ লাখ রক্তক্ষরা ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়, যাদের একটা বড় অংশই শিশু এবং মারা যায় শতকরা প্রায় পাঁচজন।

ডেঙ্গু থেকে বাঁচার উপায় কি :

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। শুধু উত্তম বললেও কম বলা হয়। এটাই বাঁচার ভালো উপায়। করোনার এই নাকাল অবস্থায় কারো ডেঙ্গু হ'লে অবস্থাটা গুরুতর হ'তে পারে। তাই ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশার প্রজনন বন্ধ করা আর মশা নির্মূলের কোন বিকল্প নেই। পানি জমতে পারে এমন কোন অবস্থাই যেন না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সব রকমের ডাবের খোসা, গাড়ির টায়ার, ভাঙা বোতল, পরিত্যক্ত ফুলের টব ইত্যাদি সবই সরিয়ে ফেলতে হবে নিজ উদ্যোগেই। মনে রাখবেন, আপনার বাড়ির পাশের মশা আপনাকেই আক্রমণ করবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ঘরোয়া পরামর্শ

মধু : প্রতিদিন সেবনে ইমিউন সিস্টেম উন্নত করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কালোজিরা তেল : কালোজিরা বা কালিজিরা তেলকে বলে সব রোগের মহৌষধ! তবে প্রতিদিন ৩ চা চামচের বেশী খাওয়া ঠিক নয়! আগে কখনো না খেয়ে থাকলে আধা চামচ করে শরীরে এডজাস্ট করে নিতে পারেন! যে কোন পেশেন্ট ও গর্ভবতী মহিলা সেবনের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

নিমের তেল : বাড়িতে মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে পানির সাথে নিমের তেল মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়া ১০-১৫ ফোটা নিম তেল আধা কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে গায়ে লাগালেও মশারা আর ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

নারিকেল তেল : নারিকেল তেল মাখলে মশা কাছে ঘেঁষে না।

হলুদের গুঁড়া : হলুদের মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লোহা প্রভৃতি নানা পদার্থ রয়েছে। তাই হলুদ খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে। প্রতিদিন দুধ বা পানির সাথে হলুদের গুঁড়ো বা রস মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করলে অনেকটাই সুস্থ থাকা সম্ভব। তবে মাত্রাতিরিক্ত সেবন করা যাবে না। রোগী, বিভিন্ন ওষুধ সেবনকারী ও গর্ভবতী মহিলারা সেবনের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

দুধ, কলা, ডিম : এগুলোকে সুষম খাদ্য বলা হয়! প্রতিদিন সেবনে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে! অনেকের এসব খাদ্যে এলার্জি থাকে অথবা বিভিন্ন রোগে (যেমন : কিডনির রোগ, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স ইত্যাদিতে) দুধ নিষিদ্ধ খাদ্য।

পেঁপে ও পেঁপে পাতা : পেঁপে খুব দ্রুত রক্তের প্লাটিলেটের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম। মালয়েশিয়ার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ডেঙ্গুজ্বরের কারণে রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে পেঁপে পাতার রস তা দ্রুত বৃদ্ধি করে। রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে প্রতিদিন পেঁপে পাতার রস কিংবা পাকা পেঁপের জুস পান করুন।

ড্রাগন ফল : ড্রাগন ফলে আছে প্রচুর এন্টিওক্সিডেন্ট! এটি রক্তের শ্বেতকণিকা বাড়াতে সাহায্য করে।

মিষ্টি কুমড়া ও কুমড়া বীজ : মিষ্টি কুমড়া রক্তের প্লাটিলেট তৈরি করতে বেশ কার্যকরী। এছাড়াও মিষ্টি কুমড়ায় আছে ভিটামিন এ, যা প্লাটিলেট তৈরিতে সহায়তা করে।

লেবু : লেবুর রসে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। ভিটামিন সি রক্তে প্লাটিলেট বাড়াতে সহায়তা করে। এছাড়াও ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

দেশী মাছ : দেশী বিভিন্ন মাছ (যেমন কই, শিং, মাগুর, শোল, বাইন, ছোট মাছ, পাঁচ-মিশালী মাছ ইত্যাদি) শরীরে রক্ত বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

করণীয় : ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে উচ্চ তাপমাত্রা রোধ করতে শরীর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুছে দিতে হবে। শরীর বেশী ঠাণ্ডা মনে হ'লে খাবার স্যালাইন দিতে হবে। হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে। তাকে পূর্ণ বিশ্রামে রেখে বেশী করে পানি খেতে দিতে হবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতেও ডেঙ্গুর চিকিৎসা সম্ভব।

লেখক : কলামিস্ট ও গবেষক, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

[সংকলিত ও ঈষৎ সংক্ষেপায়িত]

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৭২

রক্ত ও মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

আমরা আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য শাক-সবজি, ফলমূল এবং বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখির গোশত ভক্ষণ করে থাকি। কিন্তু আমরা কিভাবে জানবো যে, কোন্ ধরনের খাদ্য শরীরের জন্য উপযোগী এবং কোন্ ধরনের খাদ্য শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে গবেষণা করে বের করা সম্ভব নয় যে, কোন্ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে হারাম এবং হালাল বর্ণনার মাধ্যমে সে কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যে ধরনের পশুর গোশত খাওয়া হালাল এবং হারাম বর্ণিত হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা অনেকে মনে করি, আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু হারাম করেছেন তা কেবল আমাদের পরীক্ষা করার জন্য। যারা এই হারাম বস্তু গ্রহণ করবে তারা ক্বিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হবে আর যারা তা হ'তে বিরত থাকবে তারা পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। এই ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা যতগুলো বস্তু হারাম করেছেন প্রত্যেকটি বস্তুতে ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গ্রহণে শারীরিক ও মানসিক জটিলতার সম্মুখীন হ'তে হবে। অর্থাৎ হালাল ও হারামকৃত প্রতিটি বস্তুর পিছনে দুনিয়াবী কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আমরা যদি এই কল্যাণ জানতে পারি তবে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং তা পালন করার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর বান্দাদের সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে মানুষের জন্য উপযোগী খাদ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ যে সকল পশুর গোশত হারাম ঘোষণা করেছেন তা ভক্ষণ করলে কি কি ক্ষতি হবে সেই বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'তিনি আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু যে নিরুপায় অথচ নাফরমান এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ৩/১৭৩)*।

এখানে তিনটি হারামের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যথা (১) মৃত জন্তু (২) রক্ত এবং (৩) শূকরের গোশত। এক্ষণে আমরা দেখব মৃত জন্তু ও রক্তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কি কি ক্ষতি রয়েছে। মৃত জন্তু দুই প্রকার যথা (১) শিকার করে হত্যাকৃত (২) অন্যভাবে মৃত। শিকার করে হত্যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা রয়েছে।

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুরদের শিকার ধরার জন্য পাঠাই এবং তারা শিকার ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি কি ঐ শিকারকৃত পশু ভক্ষণ করব? তখন তিনি বলেন, যদি তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর (শিকারের জন্য) প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর (বিসমিল্লাহ) বল, তবে তুমি তা ভক্ষণ কর, যা সে তোমার জন্য আটকিয়ে রাখে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কুকুর তাকে (শিকারী পশুকে) হত্যা করে ফেলে? তিনি বলেন, যদিও সে তাকে হত্যা করে; যতক্ষণ না অন্য কোন কুকুর, যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এ কাজে তোমার কুকুরের সাথে শরীক হয় (তা খেতে পার)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আমি পালকবিহীন তীরের সাহায্যে শিকার করি যা শিকারী জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয়, আমি কি তা ভক্ষণ করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে পালকবিহীন তীর নিক্ষেপ কর এবং তা ঐ শিকারকৃত জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয়ে তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়, তবে তুমি তা ভক্ষণ করতে পারবে। আর তীর যদি আড়-ভাবে শিকারী জন্তুর দেহে লাগার ফলে তা মারা যায়, আর রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে তা ভক্ষণ করবে না'।[১]

অন্যত্র এসেছে, আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞসা করি যে, আমি এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। তখন তিনি আমাকে বলেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের জন্য পাঠাবে এবং এ সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে (বিসমিল্লাহ বলবে), তখন সে যা তোমার জন্য আটকিয়ে রাখবে, তা তুমি ভক্ষণ করতে পারবে, যদিও শিকারকৃত জন্তুকে মেরে ফেলে। তবে যদি কুকুরেরা তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহ'লে তুমি তা থেকে কিছু খাবে না। কেননা আমি ভয় করি যে, হয়ত সে (কুকুর) শিকারকৃত জন্তুকে নিজের জন্য শিকার করেছে'।[২]

উপরের দু'টি হাদীছে লক্ষণীয় যে, শিকার দ্বারা নিহত পশুর ক্ষেত্রে দু'টি নির্দেশনা (১) তীর শিকারের গায়ে লাগার পর রক্ত বের না হ'লে সে পশুর গোশত ভক্ষণ করা যাবে না। (২) কুকুর যদি শিকারকৃত পশুর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে ঐ পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। জীবিত পশুর শরীরে তীর লাগলে তা হ'তে রক্ত বের হবে কিন্তু মৃত পশুর শরীরে তীর লাগলে তা হ'তে রক্ত বের হবে না। কারণ মৃত্যুর পর দেহের রক্ত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বা জমাট বেধে যায়। দেহের সক্রিয়তা বন্ধের সাথে সাথে দূষিত পদার্থ এসে রক্তে মিশ্রিত হ'তে থাকে। দূষিত পদার্থ যেমন- কার্বন ডাই অক্সাইড, ল্যাকটিক এসিড সহ অন্যান্য বস্তু। জীবিত অবস্থায় এগুলো

---

১. *আবূদাঊদ হা/২৮৪৮*।
২. *আবূদাঊদ হা/২৮৪৯*।

কিডনি ও ফুসফুসের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়। রক্তে ক্ষারের মাত্রা (pH) স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং রক্ত জমাট বেধে যায়। ফলে মৃত দেহ হ'তে রক্ত বের হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন পশুর শরীরে তীর বিদ্ধ হওয়ার পর যদি রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে সেই পশুর গোশত খাওয়া যাবে না কারণ তা আগে থেকেই মৃত।

মৃত পশুর গোশত খাওয়া কেন শরীরের জন্য ক্ষতিকারক?

২০১৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী নিউজ ২৪-এ একটি ঘটনা প্রকাশিত হয় যে, আফ্রিকার মোপজো গ্রামের প্রায় ৫০ জন লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যারা সাপে কাটা একটি মৃত গরুর গোশত খেয়েছিল। এদের মধ্যে ১৬ জন শিশু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এদের মধ্য থেকে ৮ জনকে নেলসন ম্যান্ডেলা একাডেমিক হাসপাতালের শিশু বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। রোগীরা ডায়রিয়া, বমি, মাথাব্যথা এবং পেটে ব্যথা অনুভব করেছিল, যা মূলত বিষক্রিয়ার লক্ষণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে একটি পশু যে কারণে মারা যায় পশুর মৃত্যুর পর তার কারণ ঐ পশুর শরীরে বর্তমান থাকে। নিম্নে এর বিবরণ দেওয়া হ'ল :

(১) বিষক্রিয়ায় মৃত্যু : যখন একটি পশু সাপের কামড়ে, কুকুরের কামড়ে, বিষাক্ত ফল খেয়ে বা রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে তখন ঐ পশুর শরীরে সেই বিষের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষ যখন ঐ পশুর গোশত ভক্ষণ করে তখন সে ঐ বিষে আক্রান্ত হয়।

(২) রোগ-বালাই : পশুরা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যেমনঃ জলাতংক, ব্লাস্টোমাইকোসিস (এক ধরনের ফাংগাল ইনফেকশন) ও ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ ইত্যাদি। কোন পশু যখন একটি রোগে মারা যায় তখন ঐ রোগ পশুর শরীরে ছেয়ে যায়। ফলে যখন মানুষ ঐ পশুর গোশত ভক্ষণ করে তখন মানুষ ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) সীসার গুলি : অনেক সময় গুলি করে পশু হত্যা করা হয় এবং এই সবগুলি অনেক সময় সীসার তৈরী হয়ে থাকে। এই গুলিতে হত্যাকৃত পশুর গোশতে সীসার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। গবেষকরা জানিয়েছেন যে, যখন সীসার বুলেট দ্বারা একটি পশু হত্যা করা হয় এবং গোশত ভক্ষণ করা হয় তখন মানুষের শরীরে সীসার প্রভাব চলে আসে। আর সীসা হ'ল একটি বিষাক্ত ধাতু যা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) ব্যাকটেরিয়া : যখন একটি প্রাণী মৃত পাওয়া যায়, তখন কেউ নিশ্চিত হ'তে পারে না যে পশুর শরীরের টিস্যু কতক্ষণ ধরে ক্ষয় হচ্ছে। এটি প্রধানত ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে হয়, যা গোশতকে মানুষের খাওয়ার জন্য অনুপযোগী করে তোলে। Escherichia coli (E. coli) ব্যাকটেরিয়া প্রায়ই মানুষের মধ্যে অসুস্থতা সৃষ্টি করে। কাঁচা বা কম রান্না করা গোশতে এই ব্যাক্টেরিয়া তৈরী হয়। লিস্টেরিওসিস হ'ল আরেকটি খাদ্য-বাহিত ব্যাকটেরিয়া যা মৃত পশুর শরীরে তৈরী হয়। যা গুরুতর অসুস্থতার কারণ হ'তে পারে, বিশেষ করে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

(৫) পরজীবী : মৃত পশুর গোশত অনেক সময় পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে যেমন- কৃমি। এই ধরনের গোশত দূষিত হয়। যেমন- টেপওয়ার্ম, বিশেষ করে টেনিয়া সাগিনাটা (গরুর গোশতের ফিতাকৃমি) এবং টেনিয়া সোলিয়াম (শূকরের গোশতের ফিতাকৃমি)। এই পরজীবীগুলি বিশেষভাবে অল্প রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যেমন খুব অল্প বয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ এটি লিভারকে প্রভাবিত করতে পারে এবং গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।[৩]

এরূপ বিভিন্ন কারণে একটি পশু মারা যাতে পারে এবং মৃত পশুর শরীরে উপরোক্ত সমস্যা থাকতে পারে। ফলে একজন মানুষ মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করলে সে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে।

রক্ত খাওয়া কেন শরীরের জন্য ক্ষতিকারক?

রক্ত মানুষের শরীরের আবশ্যিক উপাদান যা ব্যতীত একজন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। রক্তের চারটি মৌলিক উপাদান হ'ল (১) প্লাসমা (২) লোহিত রক্ত কণিকা (৩) শেত রক্ত কণিকা (৪) প্লাটিলেটস। রক্তের কাজ হ'ল ফুসফুস এবং কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করা, অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ রোধে রক্ত জমাট বাধা এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে কোষ ও এন্টিবডি সরবরাহ করা।[৪] মানুষের শরীরে অনেক সময় রক্ত স্বল্পতা দেখা যায়, তখন ডাক্তারের পরামর্শে শিরা দিয়ে শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল যে রক্ত শরীরের একটি মৌলিক উপাদান, যা না থাকলে মানুষ বাঁচবে না সেই রক্ত পান করা কেন ক্ষতিকারক?

কাঁচা গোশতের মতো, রক্তেও ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং প্যাথোজেন থাকতে পারে যা খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, নোরোভাইরাস বা এইচআইভি-এর মতো রোগের কারণ হ'তে পারে। এই কারণে গোশত রান্নার পূর্বে ভালোভাবে ধৌত করতে হয় এবং সিদ্ধ করতে হয়। যখন কেউ রক্ত পান করবে তখন তার শরীর অতিরিক্ত পরিমাণ আয়রণ গ্রহণ করবে আর শরীর যখন অতিরিক্ত পরিমাণ আয়রণ গ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় Hemochromatosis। আর কেউ যখন Hemochromatosis রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার হার্ট, লিভার, অন্তঃস্রাবী সিস্টেম যা হরমোন নিঃসৃত করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে, অগ্নাশয় যা এক ধরনের রস নিঃসৃত করে যা পাকস্থলির খাদ্য হজমে সাহায্য করে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা রক্ত পান করা হারাম করেছেন।[৫]

---

৩. *Life, News24, 07 feb, 2018.*
৪. *American society of Hematology.*
৫. *Healthline, Alana Biggers, MD, MPH.*

কবিতা

দাও কল্যাণ

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

হে আল্লাহ! মোদের রিযিকে দাও বরকত,
তুমি দয়া কর, ক্ষমা কর, দাও তব রহমত।
এমন ভয়-ভীতি তুমি কর মোদের দান,
কখনও মোরা যেন না হই নাফরমান।
এমন আনুগত্য দাও পেতে রহমত,
সহজেই পাই যেন চিরস্থায়ী জান্নাত।
এমন ইয়াক্বীন দাও সহ্য করি মুছীবত,
বরদাশত করি যেন দুনিয়ার সব বিপদাপদ।
যতদিন বেঁচে থাকি হস্ত পদ দু'নয়ন,
নিরাপদ রাখ সর্বাঙ্গ জিহ্বা ও শ্রবণ।
যারা যুলুম করে তারা মোদের দুশমন,
সাহস দাও শক্তি দাও তাদের করতে দমন।
দ্বীনদারীর উপর মোদের দিও না মুছীবত,
এ দুনিয়ায় দিও না অবৈধ ধন-দৌলত।
ইলমকে কর মোদের চূড়ান্ত বাসনা,
দ্বীনকে কর হেফাযত এ মোর আরাধনা।
যারা মানুষকে করে না দয়া শ্রদ্ধা-সম্মান,
তাদেরকে কখনও কর না নেতৃত্ব দান।
হে আল্লাহ! তুমি এক অদ্বিতীয় মহান,
তোমার কাছে চাই দু'জাহানের কল্যাণ।
বাড়িয়ে দাও পাওনা মোদের হ্রাস করো না,
যথাযথ দাও সম্মান অপদস্ত কর না।
হে প্রভু! তুমি রহীম তুমি রহমান,
দাও তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ।

মৃত্যু

-মুহাম্মাদ মুবাশ্শিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মৃত্যু! তুমি মাত্র দুই অক্ষরের একটি শব্দ,
মৃত্যু! তোমার দ্বারা হয় সকলেই চিরজব্দ।
মৃত্যু! তুমি কারু নিকট প্রিয় কারু কাছে তিক্ত,
মৃত্যু! তোমার স্মরণে মুমিন হয় অশ্রুসিক্ত।
মৃত্যু! তুমি জীবন সৌন্দর্য মিটাও করো বিস্বাদ,
মৃত্যু! তুমি স্বজনের বুকফাটা আর্তনাদ।
মৃত্যু! তুমি পিতৃহারা ইয়াতীমের আহাজারি,
মৃত্যু! তুমি মাতৃহারা সন্তানের অশ্রুবারি।
মৃত্যু! কুরআনে আল্লাহ করেছেন সংজ্ঞায়ন,
মৃত্যু! প্রাণী মাত্রই তোমার স্বাদ করবে আস্বাদন।
মৃত্যু! তুমি পৃথিবীর এক অদৃশ্য চিরসত্য,
মৃত্যু! তোমার বেদনা অব্যক্ত ভাষাহীন অকথ্য।
মৃত্যু! তুমি সকলের তাক্বদীরের একটি অংশ,
মৃত্যু! তুমি বান্দার দুনিয়ার জীবন কর ধ্বংস।
মৃত্যু! তুমি উড়িয়ে দাও বান্দার আখেরাতের পাল,
মৃত্যু! তোমায় বরণ আবশ্যিক আজ নতুবা কাল।
মৃত্যু! তুমি অভেদ্য দুর্গ হ'তেও ধরো শিকার,
মৃত্যু! কে কাফের কে মুমিন তুমি করনা বিচার।
মৃত্যু! তুমি ছালেহ বান্দার তরে বয়ে আন কল্যাণ,
মৃত্যু! দুর্ভোগ তাদের জন্য পায়নি যারা দ্বীনের সন্ধান।
মৃত্যু! তুমি আমীর-ফকীর সমান সকলের তরে,
মৃত্যু! তোমা হ'তে নেই নিস্তার যেতে হবেই কবরে।
মৃত্যু! নেক আমলে তোমার দেখায় সুখ-অতি,
মৃত্যু! পাপের বোঝায় আসলে তুমি ভয়ানক দুর্গতি।
মৃত্যু! তোমার স্মরণে পাঠ করি বারংবার,
আল্লাহুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্নার।

সংগঠন

-আব্দুর রহীম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

সংগঠন নয় শুধু ছোট্ট একটি শব্দ
এতে মিশে আছে হাযারো প্রাণ, হাযারো শক্তি
বাতিলকে করতে জব্দ।
সংগঠন নয় শুধু ছোট্ট একটি কথা
এতে অটুট থাকতে সইতে হয় অনেক দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা।
সংগঠন নয় শুধু পাঁচ বর্ণের ছোট্ট একটি বাণী
এটা করতে হয় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানি।
সংগঠন, অনেকে ভাবে অযথা নিষ্প্রয়োজন
আমি ভাবি দ্বীনকে বাঁচাতে এটাই বেশী প্রয়োজন।
একজন আমীর, শত শত মামূর, গড়ে তোলে মহা শক্তি
করতে হবে সংগঠন, নয় মানুষের কথা, কুরআন ও ছহীহ
হাদীছের উক্তি।
বাতিল যখন জোঁট বেঁধেছে হককে করতে বিদায়,
আমরা তখন সংগঠন ছেড়ে আছি কিসের আশায়?
একতাই শক্তি, একতাই বল, সে কথা কি নেই জানা?
তবে কেন সংগঠন করতে তোমরা কর মানা?
তাই বলি ভাই, এসো সবে এখনি করি পণ,
দ্বীনকে বাঁচাতে করি সবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

স্বদেশ

মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যু

প্রখ্যাত আলেম, জনপ্রিয় বাগ্মী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী (৮৩) কারাবন্দী অবস্থায় গত ১৪ই আগস্ট সোমবার দিবাগত রাত ৮.৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। ঢাকায় জানাযার অনুমতি না পাওয়ায় পরদিন মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩-টায় জন্মস্থান পিরোজপুরের ইন্দুরকানী থানার সাঈদখালী গ্রামে 'সাঈদী ফাউণ্ডেশন' মসজিদের পার্শ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র রফীক সাঈদীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। প্রায় এক কি. মি. ব্যাপী বিশাল জানাযায় ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক মুজীবুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র রফীক সাঈদী ৪৩ বছর বয়সে ২০১২ সালের ১৩ই জুন হার্টঅ্যাটাকে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। অতঃপর প্যারোলে মুক্তি নিয়ে পিতা সাঈদী ছাহেব পুত্রের জানাযায় ইমামতি করেন।

১৩ই আগস্ট রবিবার বিকালে কাশিমপুর কারাগারে মাওলানা সাঈদী হার্টে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলে প্রথমে তাকে গাজীপুরের 'শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ' হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন সেখান থেকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মাওলানা সাঈদীর হার্টে পাঁচটি রিং পরানো ছিল। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। এছাড়াও তিনি বার্ধক্যজনিত নানান জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন।

মাওলানা সাঈদী ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনবছর পর তিনি 'রুকন' হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি 'মজলিসে শূরা' এবং ১৯৯৬ সালে 'নির্বাহী পরিষদ সদস্য' নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-১ আসন থেকে তিনি পরপর দু'বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি জামায়াতের নায়েবে আমীর ছিলেন।

২০১০ সালের ২৯শে জুন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তাকে আটক করা হয়। পরে ২রা আগস্ট মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। অতঃপর ২০১৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। অতঃপর আপিল বিভাগ ২০১৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়। মৃত্যুকালে তিনি শামীম সাঈদী, মাসঊদ সাঈদী ও নাসীম সাঈদী নামে ৩ পুত্র রেখে যান।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি (সম্পাদক)]।

একই ঈদগাহ ময়দানে ৮১ বছর যাবৎ ইমামতি, বিদায়ের সময় পেলেন বিরল সম্মাননা

ঈদগাহের ইমামের বিদায়ে বিরল সম্মাননা জানালেন এলাকাবাসী। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে একই ঈদগাহ ময়দানে টানা ৮১ বছর ইমামতি করায় এলাকাবাসীর বিরল সম্মানে ভূষিত হ'লেন ১০১ বছর বয়সী ইমাম। প্রিয় ইমামকে সম্মান জানাতে পেরে খুশি এলাকাবাসী। সম্মান পেয়ে আবেগে আপ্লুত বয়োজ্যেষ্ঠ ইমাম।

জানা যায়, ৮১ বছর যাবত গফরগাঁও উপযেলার নিগুয়ারী মধ্যপাড়া গ্রামের ঈদগাহ মাঠে ইমামতি করেন মাওলানা নূরুল ইসলাম। দীর্ঘ ৮১ বছর ইমামতি করতে গিয়ে এলাকার মানুষের সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। স্থানীয় দিশারী নামের সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে প্রিয় ইমামকে সংবর্ধনা দেন এলাকার সকল শ্রেণী পেশার মানুষ।

১৪ই জুলাই শুক্রবার বিকালে গফরগাঁও উপযেলার নিগুয়ারী ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শতবর্ষী ইমামকে ফুলেল শুভেচ্ছা, সম্মাননা ক্রেস্ট ও নগদ ৬ লাখ টাকা প্রদান করেন অতিথিরা।

ওযূ করার উপযোগী চমৎকার একটি বেসিন তৈরী করল বগুড়ার সজল সিরামিকস

ওযূ করতে গিয়ে পা ধোয়া নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েননি এরকম মানুষ পাওয়া কঠিন। আবার বয়স্কদের জন্য নীচে ঝুকে পা ধোয়াও বেশ কষ্টকর হয়। এমনি সমস্যার সমাধানে বগুড়ার সজল সিরামিকস একটি বেসিন তৈরী করেছে যাতে একইসাথে দাঁড়িয়ে হাত, মুখ ও পা ধোয়ার ব্যবস্থা আছে। কারণ সাধারণ বেসিনে হাত, মুখ ধোয়া যায় কিন্তু পা ধোয়ার ব্যবস্থা থাকে না। এটা মাথায় রেখেই এই সুন্দর বেসিনটি তৈরি করা হয়েছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য বেসিনটি হ'তে পারে একটি আদর্শ উপহার। বেসিনটি পেতে যোগাযোগ করতে পারেন ০১৭৭৬-৮৫২৩২৩ নম্বরে।

মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে বদলে যাওয়া বাঁশবাড়ি কলোনি

কলোনির দেয়ালগুলো যেন ছবির মতো। বাহারি সবুজ গাছ, ফাঁকে ফাঁকে হরেক রঙের ফুল। দেয়ালের নান্দনিকতার সুরভি ছাড়াচ্ছে পুরো এলাকা। এ যেন অন্য এক ভুবন। অথচ ক'দিন আগেও কলোনির সড়কজুড়ে আবর্জনায় মানুষের চলা ছিল দায়। কিন্তু ছোট্ট একটি উদ্যোগ পাল্টে দিয়েছে ময়মনসিংহ নগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ি কলোনির চিত্র। স্থানীয়দের কাছে কলোনিটি এখন সবুজ কলোনি।

এই কলোনিতে নিম্ন আয়ের মানুষের বাস। সম্প্রতি কলোনির ভেতরের ভাঙা সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করেছে সিটি কর্পোরেশন। সংস্কারের পর আবর্জনায় নোংরা হয়ে থাকা নতুন সড়ক ও ড্রেন ঝকঝকে হয়েছে। ঝকঝকে এলাকাটিকে টিকিয়ে রাখতে সড়কের এক হাযার ফুট এলাকাজুড়ে দেয়ালগুলোতে বাগান করার পরিকল্পনা শুরু করেন কয়েকজন বাসিন্দা। সড়কঘেঁষা বাগান থেকেই পুরো এলাকাটিকে নান্দনিক করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা শুরু হয়।

গত তিন মাস আগের ছোট এই উদ্যোগে এখন ৮০০ ফুট সড়কের দু'পাশ হয়ে উঠেছে নান্দনিক। ঘরের অব্যবহৃত ও ভাঙা ঝুড়ি, বালতি, মগ নানা কিছুকে করা হয় টব। তার দিয়ে সেগুলোকে দেয়ালে আটকানোর ব্যবস্থা করে তাতে লাগানো হয় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। গাছগুলোর কোনটির পাতায় সৌন্দর্য, কোনটি সুরভি ছড়াচ্ছে ফুলে। রাতের হাসনাহেনা মোহিত করে পুরো এলাকা।

কলোনির বাসিন্দারা জানান, গাছগুলোকে টিকিয়ে রাখতে ছোট-বড় সবাই খুবই উদ্যোগী। সবাই নিজেদের এলাকার বাগানকে বড় করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইতিমধ্যে কয়েক হাযার গাছ ঝুলছে দেয়ালে দেয়ালে। অনুপ্রাণিত হয়ে প্রত্যেকেই এখন গাছ কিনে এনে ঘরের সামনে ও সড়কে লাগাচ্ছেন।

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. ইকরামুল হক টিটু বলেন, এলাকাটির বাসিন্দারা মডেল হিসাবে নিয়ে দেয়ালগুলোকে

বাগানে রূপ দিয়েছেন। এটি শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। ইচ্ছা থাকলেই চারপাশের পরিবেশ সুন্দর রাখা সম্ভব। আমরা আশা করব নগরীর বাসিন্দারা তাদের বাসা বা এলাকাকে সবুজ ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুলবেন।

বিদেশ

ভারতে তিন বছরে ১৩ লাখের অধিক নারী-কিশোরী নিখোঁজ

২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিন বছরে ভারতে ১৩ লাখের অধিক নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হয়েছেন। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে দেওয়া এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ঐ তিন বছরে ১৮ উর্ধ্ব ১০ লাখ ৬০ হাযার এবং ১৮ বছরের কম বয়সী আড়াই লাখ কিশোরী নিখোঁজ হয়েছেন। কেবল ২০২১ সালেই ১৮ উর্ধ্ব ৩ লাখ ৭৫ হাযার নারী ও ৯০ হাযার ১১৩ জন কিশোরীর নিখোঁজের তথ্য মিলেছে।

সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নারী নিখোঁজের ঘটনার রেকর্ড হয়েছে দেশটির মধ্য প্রদেশ রাজ্যে। দেশটির এই রাজ্যে তিন বছরে প্রায় এক লাখ ৯৮ হাযার নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এরপরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এক লাখ ৯৩ হাযার নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এছাড়া তৃতীয় সর্বোচ্চ এক লাখ ৯১ হাযার নিখোঁজের ঘটনা মহারাষ্ট্রে ঘটেছে বলে এনসিআরবির পরিসংখ্যানে তুলে ধরা হয়েছে। তবে নিখোঁজদের মধ্যে কতজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সেবিষয়ে কিছু জানায়নি এনসিআরবি।

এনসিআরবি বলেছে, নারীদের নিখোঁজ হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মানসিক অসুস্থতা, ভুল যোগাযোগ, দুঃসাহসিক কাজ, পারিবারিক সহিংসতা এবং অপরাধের শিকার হওয়া। এছাড়া জোরপূর্বক বিয়ে, গৃহকর্ম, যৌন নির্যাতন এবং শিশুশ্রমের জন্য পাচারের মতো বিষয়ও নিখোঁজের অন্যান্য সাধারণ কারণের মধ্যে আছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

পৃথিবীর সামনে মহাবিপদ : থেমে যেতে পারে আটলান্টিকের স্রোত, জমে যেতে পারে ইউরোপ

বিশ্বজুড়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে আবহাওয়ার বিপর্যয়। ভবিষ্যতে মহাবিপদের মুখে পা বাড়াচ্ছে পৃথিবী। প্রকৃতির সর্বনাশা পরিবর্তনে ২০২৫ সালের মধ্যেই থেমে যেতে পারে আটলান্টিকের স্রোত, জমে যেতে পারে ইউরোপ। এমনটাই বলছে 'ইউনিভার্সিটি অব কোপেনহেগেন'-এ করা নতুন এক গবেষণা।

পরিবেশের দূষণ কমানো সম্ভব না হ'লে কয়েক দশকের মধ্যে ভেঙে পড়বে সমুদ্র স্রোতের ব্যবস্থা। আবহাওয়ার এ বিরূপ অবস্থা প্রভাবিত করবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে। এ স্রোত আবহাওয়া ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাপমাত্রায় দেখা যাবে গরমিল। ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষ যারা খাদ্যের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্রোত থেমে গেলে ঝড় বেড়ে যাবে। ফলে ইউরোপের তাপমাত্রা কমে যাবে, উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে বরফের চাদরে ঢেকে যাবে অ্যামাজন ও অ্যান্টার্কটিকা। অন্যদিকে গ্রীণল্যাণ্ডের ও অন্যান্য অংশের গলে যাওয়া বরফ মিঠা পানির সঙ্গে মিশে স্রোতের প্রবাহ বাড়িয়ে দেবে।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ায় তালেবান সরকারের প্রশংসায় ব্রিটিশ এমপি

আফগানিস্তানকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার জন্য তালেবান সরকারের প্রশংসা করে ব্রিটিশ রক্ষণশীল এমপি তোবিয়াস ইলউড আফগান কর্তৃপক্ষের সাথে ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য ব্রিটেনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ইলউড বলেন, 'তালেবান বাহিনী কাবুল থেকে পাশ্চাত্যের বাহিনীকে পালাতে বাধ্য করার দু'বছর পর সম্প্রতি আমি আফগানিস্তান গিয়ে দেখেছি, দেশটি পুরোপুরি বদলে গেছে। নিরাপত্তার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, লোকজন অবাধে ভ্রমণ করতে পারে এবং সাবেক সরকারের সময় প্রতিটি পর্যায়ে থাকা ব্যাপক দুর্নীতি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর আফিমের ভয়াবহ কালোবাজার পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে।

ব্রিটিশ এমপি স্বীকার করেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান ১৯৭০-এর দশকের পর এমন তুলনামূলক শান্তি আর কখনো দেখেনি। তিনি বলেন, 'জনাকীর্ণ রাস্তাগুলোতে জীবনের ছোঁয়া দেখা যায়, প্রত্যেকেই তাদের ব্যবসা করছে।

তবে এই এমপি নারী ও মেয়েদের শিক্ষা, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি ব্যাপারে পশ্চাদপদ বিধিনিষেধের সমালোচনা করেন। তবে ব্রিটিশ ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য সরকার আলোচনা করে এর সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। তিনি আফগান সরকারের ব্যাপারে অবস্থান নতুন করে বিবেচনা করার জন্য পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখতে জারী হ'ল নতুন আইন

ইন্দোনেশিয়ার রক্ষণশীল অঞ্চল আচেহ প্রদেশের কর্তৃপক্ষ নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পারিবারিক সম্পর্ক বা বিবাহিত না হ'লে যানবাহন, নিরিবিলি স্থান ও জনসমাগমস্থলে আলাদাভাবে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামিক আইনকে কঠোর করার চেষ্টা করা হচ্ছে জানিয়ে স্থানীয় সরকার এ নির্দেশ দেয়। একইসাথে প্রদেশটির বিমান সংস্থাগুলোকে তাদের ফ্লাইটসমূহে মুসলিম বিমানবালাদের পূর্ণ শালীনতার সাথে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে।

আচেহ সরকারের মুখপাত্র মুহাম্মাদ এম টি জানিয়েছেন, ২০৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার ১০০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে 'একটি প্রজন্মকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামিক মূল্যবোধকে বিশ্বস্তভাবে মেনে চলার' প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এসব নির্দেশনা জারী করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আচেহ প্রজন্ম শুধু বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবে না, বরং ইসলামকে বজায় রাখতেও সক্ষম হবে, যা আচেহর জনগণের রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের অংশ'।

আচেহ সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের একমাত্র প্রদেশ, যেখানে ইসলামী আইন আরোপ করা হয়। প্রদেশটির ৬০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৯৮.৬% মুসলিম। ২০০১ সাল থেকে প্রদেশটিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'বিশেষ স্বায়ত্তশাসন' প্রদান করার ফলে ইসলামী শরী'আ আইন বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ প্রদেশে জুয়া, মদ্যপান,

ব্যভিচারসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রকাশ্যে চাবুক মারা একটি সাধারণ শাস্তি।

১১০ বছর বয়সে স্কুলে যাচ্ছেন সঊদী নারী

সঊদী আরবের এক নারী ১১০ বছর বয়সে নতুনভাবে স্কুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চার সন্তানের জননী নাওদা আল-কাহতানী। তার সবচেয়ে ব ড় সন্তানের বয়স ৮০ বছর। আর সবচেয়ে ছোটটির বয়স ৫০-এর কোঠায়।

এ ব্যাপারে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করছে দেশটির আল-রাহওয়া সেন্টার, যেটি নিয়মিতভাবে নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করার পর আরো অর্ধশতাধিক নারীর সাথে নাওদাও স্কুলে যাওয়া শুরু করেছেন। এই কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদেরকে বর্ণমালার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত শেখানো হয়।

এ ব্যাপারে নওদার বক্তব্য, পড়াশোনা তার জীবনকে পাল্টে দিয়েছে। তিনি পড়াশোনাকে উপভোগ করছেন। প্রতিদিনই তার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করেন।

নাওদার চার সন্তানও তাদের মায়ের নতুন জীবন নিয়ে খুশি। তিনি স্কুলে যান তার ৬০ বছর বয়স্ক ছেলে মুহাম্মাদের সহায়তায়। তিনি সকালে তাকে স্কুলে নিয়ে যান, ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, তার মা যে প্রতিদিন কিছু শিখছেন, এ নিয়ে তিনি গর্বিত।

হজ্জ পালনকারীদের বাড়তি অর্থ ফেরত দিচ্ছে পাকিস্তান, প্রতিজন পাচ্ছেন ৯৭ হাযার রুপি

সরকারী ব্যবস্থাপনায় যারা পবিত্র হজ্জ পালন করেছিলেন, তাদেরকে বেঁচে যাওয়া বাড়তি অর্থ ফেরত দিচ্ছে পাকিস্তান। এতে প্রত্যেক হাজী অন্তত ৯৭ হাযার রুপি করে ফেরত পাচ্ছেন। দেশটির ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী তালহা মাহমূদ জানিয়েছেন, কার্যকর খরচ সাশ্রয়ী পদক্ষেপের কারণে হজ্জযাত্রীরা এই অর্থ ফেরত পাবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারী স্পনসর্ড স্কীমের মাধ্যমে চলতি বছর হজ্জ পালনকারী লাখো পাকিস্তানীকে ১২০০ কোটি রুপি ফেরত দেবে।

তিনি আরো বলেন, এ বছর ২২ হাযার ৬০০ জন হাজী মিনায় জায়গা পাননি বা ট্রেন সুবিধা নিতে পারেননি। তাদের জনপ্রতি অতিরিক্ত আরো ২১ হাযার রুপি করে ফেরত দেয়া হবে। একইভাবে মদীনার মারকাযিয়ার বাইরে বসবাসকারী ১৮ হাযার হজ্জযাত্রীকে জনপ্রতি অতিরিক্ত আরো ১৪ হাযার রুপি করে ফেরত দেয়া হবে। এটি হজ্জযাত্রীদের নিজস্ব অর্থ যা তাদের ফেরত দেয়া হচ্ছে। আমরা হজ্জযাত্রীদের প্রতিটি পয়সা ফেরত দেব।

উল্লেখ্য, এ বছর ১ লাখ ৬০ হাযারেরও অধিক পাকিস্তানী হজ্জ করেছেন এবং আগামী বছরের জন্য ১ লাখ ৭৯ হাযার ২১০ জন হজ্জযাত্রীর কোটা পেয়েছে পাকিস্তান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ম্যালেরিয়া নির্মূলে যুগান্তকারী আবিষ্কার

মশা থেকে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ বন্ধে বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রাকৃতিক ধরন খুঁজে পেয়েছেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গবেষণার প্রয়োজনে আটকে রাখা এক ঝাঁক মশার শরীরে ঐ ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রেন প্রয়োগের পর ম্যালেরিয়া জীবাণু আর বৃদ্ধি পায়নি। স্পেনের একটি গবেষণা কেন্দ্রে জিএসকে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি পরিচালিত এক গবেষণায় একদল বিজ্ঞানী হঠাৎ করেই ব্যাকটেরিয়ার এই স্ট্রেইনটি আবিষ্কার করেছেন।

বিজ্ঞানীদের দলটি ২০১৪ সালের তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্যাম্পল বা নমুনা ডিপ-ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখেন। এর দু'বছর পর সেই নমুনায় কি ঘটলো তা খুঁটিয়ে দেখেন।

সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তথ্য বলছে, নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাকটেরিয়াটি মশার দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর পরিমাণ ৭৩ শতাংশ কমিয়ে দিতে সক্ষম।

গবেষণাগারের বাইরে বাস্তব জগতে হরমোন প্রয়োগ কতটা নিরাপদ এবং ম্যালেরিয়া দমনে এটি কতটা কার্যকর তা নিয়ে এখন আফ্রিকার বুর্কিনা ফাসোতে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

গবেষকরা বলছেন, বিশ্বে প্রাচীনতম রোগগুলির একটি ম্যালেরিয়া। প্রতি বছর সারাবিশ্বে প্রায় ৬ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় এই রোগে। আশা করা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা নতুন একটি ওষুধ তৈরি করে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এবং প্রাণঘাতী এই রোগ নিরাময়ে সক্ষম হবেন।

ম্যালেরিয়ায় প্রতি বছরে বিশ্বে যে পরিমাণ মানুষ মারা যায়, তাদের অধিকাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। যদিও এর টিকা এখন বাজারে এসেছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া-উপদ্রুত আফ্রিকায় গণহারে এর প্রয়োগ এখনও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে।

ঢাবির উদ্ভাবন পাল্টে দেবে চামড়া শিল্পের চিত্র

পরিবেশবান্ধব উপায়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি (আইলেট)-এর একদল গবেষক।

উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তিতে স্বল্প খরচে এনজাইম ব্যবহার করে ৩০ শতাংশ কম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন ফিনিশড লেদার উৎপাদন করা সম্ভব বলে দাবী করছেন গবেষকরা। এই আবিষ্কার সফলভাবে প্রয়োগ হ'লে বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের চিত্র পাল্টে দেবে বলে মনে করেন তারা। গত ৬ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সেমিনারে এ গবেষণা-উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়।

আইলেটের পরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মাদ মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে একদল গবেষক নতুন এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে রফতানী দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ শিল্প খাতে রফতানী হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ হ'ল বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স সনদ (এলডব্লিউজি) প্রাপ্ত নয়। এ সনদ প্রাপ্তির পথে মূল বাঁধা হ'ল পরিবেশবান্ধব উপায়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাত না করা এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব।

আমাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ফিনিশড লেদার দিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই উদ্ভাবন ট্যানারি শিল্পে বাস্তবায়িত হ'লে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে ট্যানারিগুলোর বহুল প্রত্যাশিত আন্তর্জাতিক পরিবেশগত সনদ অর্জন সম্ভব হবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মারকাযী জামে মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই আগস্ট সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ছয় তলা বিশিষ্ট মারকাযী জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে এই মসজিদ ও দাওয়াহ সেন্টারের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ উপলক্ষে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি সূরা তওবার ১০৯ আয়াত পাঠ করে বলেন, এই মসজিদের ভিত্তি তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে মসজিদের কমিটি ও মুছল্লী যত বেশী আল্লাহভীরু তারা তত মর্যাদাবান। সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের এই মসজিদ যা রাজশাহী মহানগরীর অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। ২০০০ সালের ৩০শে অক্টোবর প্রথম আমরা এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম। অতঃপর প্রথম জুম'আ হয়েছিল ২০০১ সালের ১৯শে অক্টোবর।

বর্তমানে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ছয় তলা ভিত্তি দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করতে হচ্ছে। এখান থেকে পূর্বে রাজশাহী বেলপুকুর বাইপাস সড়কের উত্তর পার্শ্বে ৩১৩ বিঘা জমির উপর দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন তারা ছাদাক্বায়ে জারিয়ার ছওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি নিজে সহ উপস্থিত সবাইকে এমনকি হেড মিস্ত্রী ও কর্মচারী সবাইকে বৈঠকী দানের আহ্বান জানান। তাতে ১২,৫৭৫ টাকা নগদ আদায় হয়। তিনি ইখলাছের সাথে ও পরকালে ছওয়াব লাভের আকাংখায় আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। নির্মাণ কাজ উদ্বোধন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ মহতী কাজে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং মজলিস শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, শিক্ষক মোফাক্ষার হোসাইন, হাফেয লুৎফর রহমান, মুহাম্মাদ শাহজাহান, ইকবাল হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ।

মাসিক ইজতেমা

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৫শে জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ই আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর থানাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেশরহাট এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

তা'লীমী বৈঠক

পাশুণ্ডিয়া, চারঘাট, রাজশাহী ১৮ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার চারঘাট থানাধীন পাশুণ্ডিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাশুণ্ডিয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাশুণ্ডিয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব লোকমান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

আলোচনা সভা

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ১লা আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া কাসিমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

সুধী সমাবেশ

পাবনা ৫ই আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পুলিশ লাইন গেইট সংলগ্ন পিসিসিএস বাজার কমিউনিটি সেন্টারে সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা বেলালুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফার, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক গোলযার হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এস এম তারিক হাসান।

সোনামণি

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক আলীর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক ইয়াসীন আরাফাত।

চাঁদপুর কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর কলেজ বাজার দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক ও অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

মারকায সংবাদ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সঊদী বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ ও অধ্যয়নরত মারকাযের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ অস্থায়ী জামে মসজিদে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সঊদী বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ ও অধ্যয়নরত মারকাযের প্রাক্তন ছাত্রদের এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), আবু সাঈদ (বগুড়া), মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (গাইবান্ধা), গোলাম কিবরিয়া (নওগাঁ), হাফেয রূহুল আমীন (বগুড়া), সোহেল বিন আকবর (সিরাজগঞ্জ), আব্দুল্লাহ আল-মামূন (গাইবান্ধা), হাফেয আছিফ রেযা (রাজশাহী), আব্দুল আযীয (বগুড়া), মুহাম্মাদ আকমাল (রাজশাহী), নাবীল আহমাদ (নরসিংদী)। মারকাযের ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সঊদী আরবের জাযান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মারকাযের সাবেক ছাত্র মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (রাজশাহী) ও হাফেয আব্দুল্লাহ (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) অত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মারকাযের প্রাক্তন ছাত্র ও ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম । অতঃপর উপস্থিত প্রত্যেক প্রাক্তন ছাত্র তাদের মারকায জীবনের নানা মধুর স্মৃতিচারণ করেন। স্মৃতিচারণ শেষে আক্বীদা বিষয়ে উপস্থিত সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজয়ী ৩ জন ছাত্রকে নগদ পাঁচশত টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাই ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। এ সময় মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত সকলের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভা : একই দিন বাদ জুম‘আ মারকায অফিসে ফারেগীন ছাত্রদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর সচিব জনাব মুহাম্মাদ শামসুল আলম। সভায় মারকাযের শিক্ষার মানোন্নয়ন, এ্যালামনাই অনুষ্ঠান এবং শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে প্রবাসী প্রাক্তন ছাত্রদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় মারকাযের প্রাক্তন ছাত্র ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণারত মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানকে আহ্বায়ক, সোহেল বিন আকবর ও শরীফ বিন আব্দুছ ছামাদকে যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং হাফেয আছিফ রেযাকে অর্থ সম্পাদক করে ‘প্রবাসী ছাত্র পরিষদ, মারকায শাখা গঠিত হয়। সভায় প্রত্যেককে আমীরে জামা‘আতের পিএইচডি থিসিস ও অন্যান্য বইপত্র হাদিয়া দেওয়া হয়। একইদিন বাদ আছর মারকাযের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দকে নিয়ে রাজশাহী কোর্ট সংলগ্ন বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক পরিদর্শন শেষে সেখান থেকে নৌকাযোগে তালাইমারী পর্যন্ত এক আনন্দমুখর পরিবেশে নৌভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। নৌকায় কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। নৌভ্রমণ শেষে সাহেববাজার বড় মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায়ের পর ভাইস প্রিন্সিপাল সবাইকে রাতের অনিন্দ্য সুন্দর রাজশাহী শহর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখান।

দাখিল পরীক্ষা ২০২৩-এর ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী :

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় এ বছর সাধারণ বিভাগ থেকে ৪১জন ছাত্র ও ২১জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ৬২জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২৪জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ১জন গোল্ডেন A+), ৩৭জন A ও ১ জন A-গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট ছাত্র ৪১জন। তন্মধ্যে ১০জন জিপিএ ৫ (A+), ৩০জন A গ্রেড ও ১ জন A-গ্রেড পেয়েছে। মোট ছাত্রী ২১জন। তন্মধ্যে ১৪জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ১জন গোল্ডেন A+) ও ৭জন A গ্রেড পেয়েছে।

আর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এ বছর ৭জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২জন জিপিএ ৫ (A+), ৩ জন Aগ্রেড ও ১জন A-গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনুত্তীর্ণ হয়েছে ১ জন।

এছাড়াও বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩জন জিপিএ ৫ (A+) ও ১জন A গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ১৬জন ছাত্র ও ৯জন ছাত্রীসহ ২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪জন জিপিএ ৫ (A+), ১৮জন A, ১জন A-গ্রেড ও ১জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনুত্তীর্ণ হয়েছে ১ জন।

মৃত্যু সংবাদ

১. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা শহীদুল্লাহ (৬৫) গত ১৬ই জুলাই রোজ রবিবার ভোর ৫-টায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৫-টায় যেলার ধোবাউড়া উপযেলাধীন কমলপুর গ্রামের বাড়ীতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন গাযীপুর যেলার টুকনগর দারুলহাদীছ সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর

রশীদ। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীল, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর আলীসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর (অব.) শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (৭৮) গত ৭ই আগস্ট সকাল পৌনে ৯-টায় রাবি ক্যাম্পাস সংলগ্ন ধরমপুর নিজ ভাড়া বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৫-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় রাবি ভিসি প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এ.কে.এম. আযহারুল ইসলাম, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক মণ্ডলী, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ছাত্রমণ্ডলী ছাড়াও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত আরবী বিভাগের প্রফেসর (অব.) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খুলনার বর্তমান কয়রা উপযেলার আমাদী জায়গীর মহল গ্রামে ১৯৪৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ৪ বছর বয়সে মাকে হারিয়ে তিনি পিতার সাথে বাগেরহাট আসেন। অতঃপর বাগেরহাট টাউন হাইস্কুল থেকে ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬৪ সালে যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধিনস্ত বাগেরহাট পিসি কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় মানবিক বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স (১৯৬৬) ও এম এ (১৯৬৭) পাস করেন। অতঃপর বাগেরহাট পিসি কলেজে দু'বছর অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাবে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ২৭ বছর পর ১৯৯৭ সালে 'প্রফেসর' পদে উন্নীত হন। অতঃপর ২০১২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালে তিনি স্ত্রী হারান এবং ইতিপূর্বে তার এক পুত্র হারান।

তার বড় মেয়ে ড. মুর্শিদা ফিরদাউস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং ছোট মেয়ে ফারযানা কাওকাব স্বামীর সঙ্গে মালয়েশিয়ার টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপিকা। ছোট ছেলে শাহ মুহাম্মাদ নাজমুছ ছাকিব সস্ত্রীক জার্মানীর একটি বহুজাতিক সংস্থায় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত। অবসর জীবনে তিনি বড় মেয়ের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ধরমপুরে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

আমীরে জামা'আতের স্মৃতিচারণ : (১) ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত রাবি যোহা হলে এসিস্ট্যান্ট হাউস টিউটর থাকাকালে একই খুলনা যেলার মানুষ হিসাবে তিনি একদিন এসে আমার সঙ্গে হল কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর অর্থনীতি বিষয়ে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উপর গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি আরবী শিখতে চান। এই উদ্দেশ্যে তিনি একাধিকবার হলে এসেছেন। এভাবে তার সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(২) তিনি আমাদের গবেষণা মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় বিশেষ করে অর্থনীতির পাতার নিয়মিত লেখক ছিলেন। অক্টোবর ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তাঁর মোট ২৬টি লেখা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০১৩ সালে তার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তাঁর বর্ণনা মতে উক্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকা থেকে ইসলামী ব্যাংকের এমডি তাঁকে ফোন করে বলেন, স্যার! আপনি ইসলামী ব্যাংক শেষ করে দিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তোমরা এর জবাব লেখ। আমি তাহরীক সম্পাদককে বলে তোমাদের জবাবটি সেখানে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু তারা জবাব লেখেনি। তাঁর সব লেখনীই ছিল নিঃস্বার্থভাবে। অসুস্থ অবস্থায় ২০১৬ সালে নওদাপাড়া মারকাযে অনুষ্ঠিত লেখক সম্মেলনে তিনি আত-তাহরীকের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন। আমরা সাধ্যমত সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করছি।

(৩) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে ২০০৯ সালে তাঁর 'সূদ' (বাংলা) বইটি প্রথম বের হয়। অতঃপর ২০১২ সালে ইংরেজী সংস্করণ বের হয়। যার প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। বইটি লেখক হাফাবা-কে দান করে যান। সবশেষে তাঁর দেওয়া তথ্য মতে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সঊদী ধনকুবের শেখ ছালেহ কামেল-এর ১৯৯৭ সালে জেদ্দায় প্রদত্ত ভাষ ণ ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। অতঃপর 'সূদমুক্ত' ব্যাংকিং কি সম্ভব? এ মর্মে তাঁর সাক্ষাৎকার সহ 'সূদ' বইটির ৩য় সংস্করণ বের হয়। যা মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাঁর হাতে পৌঁছানো হয়। তাতে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁর বড় মেয়ের ভাষ্য মতে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১৯৮৪ থেকে একবছর বাদে ২০০৭ পর্যন্ত ২৩ বছর ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ বোর্ডের সদস্য ছিলেন *(ঐ, মোবাইলে বক্তব্য ০৪.০৩.২০২৩ ইং)*।

(৪) তিনি আমাদের সাথে অনেকগুলি সম্মেলন ও সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। (ক) ২০০০ সালে তাহেরপুরের বাছিয়াপাড়া সম্মেলনে যাওয়ার সময় রাবি বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার থেকে স্বভাব সুলভ হাফ শার্ট পরে টুপী বিহীনভাবে বের হয়ে আসলে আমি তাকে পুনরায় বাসায় ফেরত পাঠাই এবং পায়জামা-পাঞ্জাবী ও টুপী পরে আসতে বলি। বেশ দেরীতে ফিরে এসে বললেন, আসলে ঈদের দিন ছাড়া তো এ পোষাক পরা হয় না। তাই খুঁজে পেতে দেরী হ'ল। অতঃপর গাড়ীতে বসে বললেন, আমার অভিজ্ঞতায় বলে, এদেশে ইসলামী বিপ্লব কেবল আপনাদের মাধ্যমেই সম্ভব হবে। কেননা আপনারা কথায় ও কর্মে স্বচ্ছ ও বাস্তববাদী।

(খ) পরের বছর ২০০১ সালের ৫ই জুন সিরাজগঞ্জ শহরের ভাসানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে সূদের বিরুদ্ধে তার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শুনে উপস্থিত জাসদ থেকে আসা সচেতন কর্মী দাঁড়িয়ে বলেন, সূদের উপর যদি স্যার বই লিখেন, তবে সেই বইটি ছাপার জন্য আমি ১ লক্ষ টাকা দেব। পরে সেই টাকা দিয়ে হাফাবা থেকে তাঁর 'সূদ' বই প্রকাশ করা হয়।

আজ তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের সঙ্গে তাঁর সোনালী স্মৃতিগুলি বারবার ভেসে উঠছে। আত-তাহরীকে প্রকাশিত তাঁর সমস্ত লেখনী এবং বিভিন্ন সমাবেশে তাঁর দেওয়া ভাষণ সমূহ তাঁর জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে আল্লাহ কবুল করুন এবং আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন- আমীন!।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : কেউ যদি মানত করে থাকে যে তার ছেলে সন্তান হ'লে তাকে মাদ্রাসায় পড়াবে। কিন্তু জন্মের পর এখন সে তাকে স্কুলে পড়াচ্ছে। এটা ঠিক হচ্ছে কি? এজন্য কোন ক্ষতির শিকার হ'তে হবে কি?

-শাকিল আহমাদ, নরসিংদী

উত্তর : এটা ঠিক হবে না। কারণ মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। এই মানত ভঙ্গের জন্য আল্লাহ তার অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে দিবেন এবং পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন *(তওবাহ ৯/৭৫-৭৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য নযর মানে, সে যেন (তা পুরা করে) তার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার মানত করে, সে যেন (তা পূর্ণ না করে এবং) তাঁর অবাধ্যতা না করে' *(আবুদাউদ হা/৩২৮৯; ইরওয়া হা/২৫৮৯)*। এক্ষণে কেউ যদি যৌক্তিক কারণে মানত পূর্ণ করতে না পারে তাহ'লে কাফ্ফারা দিবে *(ছহীহাহ হা/৪৭৯)*। আর মানতের কাফফারা হ'ল কসম ভঙ্গের কাফফারার মতই। আর তা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো বা পোষাক দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অক্ষম হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : আমাদের দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একসাথে ছেলে-মেয়েদের ক্লাস নিতে হয়। এমন প্রতিষ্ঠানে কোন নারী কি পর্দার সাথে শিক্ষিকা হিসাবে চাকুরী করতে পারবে?

-আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এমন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা পর্দার সাথে হ'লেও নারীদের জন্য সমীচীন নয়। কারণ এমন কর্মস্থলে নারী-পুরুষের বাধাহীন সহাবস্থানের কারণে ফিৎনার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এজন্য নারীবান্ধব কর্মস্থল খুঁজে নিতে হবে। কোন বিকল্প না থাকলে শারঈ পর্দার বিধান যথাযথভাবে মেনে পাঠদান বা চাকুরী করবে *(আহযাব ৩৩/৩২; তওবা ৯/৭১; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ মেনে মহিলারা এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারে। (১) চক্ষু অবনমিত রাখা *(নূর ২৪/৩১)*। (২) শারঈ পর্দার পোষাক পরিধান করা *(নূর ২৪/৩১; আহযাব ৩৩/৫৯)*। (৩) অন্যকে আকৃষ্ট না করা *(আহযাব ৩৩/৩২; নূর ২৪/৩১)*। (৪) নিজে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (৫) সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা *(ছহীহাহ হা/১০৩১)*। (৬) কারো সাথে নির্জনে অবস্থান না করা *(ছহীহাহ হা/৪৩০)*। (৭) পরপুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : ২৩ বছরের যুবক এইচ.এস.সি পাস করেছে। পিতার ইনকাম হালাল-হারাম মিশ্রিত। পিতা চায় তার খরচে সন্তান বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুক। আর ছেলে পিতার হারাম ইনকাম ভক্ষণ না করে চাকুরী করে ইনকাম করতে চায়। এক্ষণে তার জন্য করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সন্তান পিতাকে সম্পূর্ণভাবে হারাম বর্জন করে হালাল ইনকামে উৎসাহিত করবে। তাদেরকে হালাল রিযিক উপার্জনের গুরুত্ব বুঝাবে। তবে এরপরেও যদি পিতা হারাম বর্জন না করে, তবুও তার উপার্জন থেকে সন্তানের পড়ার খরচ গ্রহণ করায় দোষ নেই। কারণ কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪, প্রভৃতি; ওছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন ১/১৯৮)*। তবে এক্ষেত্রে সন্তান যদি নিজের হালাল উপার্জনে চলতে পারে, তাহ'লে সেটাই তার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : ভালো ঔষধ হ'লে তার প্রচারণার জন্য এবং প্রেসক্রিপশনে লেখার শর্তে ঐ কোম্পানীর সাথে আর্থিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাবে কি?

-ডা. বাপ্পা, ঢাকা।

উত্তর : যাবে না। নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এসব উপহার গ্রহণ করলে ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে হাদিয়া প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত হাদিয়া প্রদান করা হয়ে থাকে, যা ঘুষ হিসাবে গণ্য *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ২৩/৫৭০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে লা'নত করেছেন *(তিরমিযী হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২১১)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : চাকুরীর পরীক্ষায় যোগ্য নয় এমন কেউ যদি ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়, তাহ'লে তার চাকুরী করা এবং এর উপার্জন ভক্ষণ করার হালাল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : ঘুষ আদান-প্রদান কবীরা গুনাহ। এদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয় *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। সুতরাং কোন অযোগ্য ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিলে সে নিজে যেমন অপরাধী, তেমনি অপরের হক নষ্ট করার জন্য দায়ী হবে। এমতাবস্থায় সে খালেছ নিয়তে তওবা ও ইস্তিগফার করবে এবং উক্ত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে উত্তম রিযিক অনুসন্ধান করবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩১-৩২)*। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ খুলে দেন এবং এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন' *(তালাক*

৬৩/২-৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি আল্লাহ্র ভয়ে যা কিছুই পরিত্যাগ কর, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে অধিকতর উত্তম কিছু প্রদান করবেন' *(আহমাদ হা/২০৭৩৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ অগ্রাধিকার পাবে, না-কি ইস্তেখারার ছালাত অগ্রাধিকার পাবে?

-আসীফুর রহমান, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। আবার রাসূল (ছাঃ) কোন কাজ করার পূর্বে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এক্ষণে অধিকাংশের মতে, প্রথমে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করবে। অতঃপর বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে *(ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৪/১৬২; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১১/৭৩)*।

তবে সঠিক কথা হ'ল, এটা সুনির্দিষ্ট নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) কখনও ইস্তেখারা করেছেন, কখনও করেননি, বরং ছাহাবীদের পরামর্শকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। আবার প্রয়োজনে কয়েকবারও ইস্তেখারা করা যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত। সুতরাং পরিবেশ ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে যে কোনটি আগে বা পরে করা যেতে পারে *(দ্র. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আল-ইসলাম সওয়াল জওয়াব নং : ৪৪০০৪৭)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব প্রতিদিন ফজরের ছালাতে রুকূর পর হাত তুলে কুনূত পাঠ করে। এভাবে নিয়মিতভাবে করা জায়েয হবে কি?

-রাজু শেখ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : ফজরে নিয়মিত কুনূত পাঠ করা সমীচীন নয়। কারণ ফজরে নিয়মিত কুনূত পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং মুনকার *(যঈফাহ হা/১২৩৮)*। বরং রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তখন ফরয ছালাতে কুনূত পাঠ করেছেন। কখনও একমাস ব্যাপীও কুনূত পাঠ করেছেন *(বুখারী হা/১০০২)*। তবে একে কেবল ফজর ছালাতের সাথে খাছ করা যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৪২-৪৫)*। আর কোন ইমাম যদি ফজরের ছালাতে নিয়মিত কুনূত পাঠ করেন তাহ'লে তার পিছনে মুছল্লীরা তাকে অনুসরণ করে ছালাত আদায় করায় বাধা নেই *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। তবে ইমামকে সঠিক বিষয়টি জানানো মুছল্লীদের দায়িত্ব। কারণ কতিপয় বিদ্বান ফজরে নিয়মিত কুনূত পাঠ করাকে বিদ'আত বলেছেন *(তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯২; ইরওয়া হা/৪৩৫)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : পিতা-মাতা সন্তানের সংসার ভাঙ্গার কারণে ক্বিয়ামতের দিন কেমন শাস্তির মুখোমুখি হবেন?

-নাজীবা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো কবীরা গুনাহ। যদি পিতা-মাতাও দ্বীনী স্বার্থ ছাড়া দুনিয়াবী কারণে সন্তানের সংসার ভাঙ্গেন, তবে তারাও কবীরা গুনাহগার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মালিকের বিরুদ্ধে কর্মচারীকে প্ররোচিত করে, ঐ ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় *(আবুদাউদ হা/২১৭৫; মিশকাত হা/৩২৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২০৪)*। এটি ইবলীসের এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ইবলীস তার আসনকে পানির উপর স্থাপন করে। অতঃপর মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার নির্ধারিত সৈন্যদলকে পাঠায়। তাদের মধ্যে যে মানুষকে সবচেয়ে বেশী বিপথগামী করতে পারে, তাকে ইবলীস অতি আপন করে নেয়। তাদের কেউ যখন এসে বলে আমি এই এই ভাবে বিভ্রান্ত করেছি, তখন ইবলীস বলে তুমি কিছুই করনি। কিন্তু যখন তাদের কেউ এসে বলে যে, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ না করে ছাড়িনি। তখন তাকে সে বলে, তুমি কতই না সুন্দর! এরপর সে তাকে টেনে নেয় ও বুকে জড়িয়ে ধরে' *(মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : সব পশু-পাখি বা জিনিসপত্র কি আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে?

-আবু ওবায়েদ, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আল্লাহ্র সকল সৃষ্টি তথা জীব ও জড় সব কিছুই আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে। আল্লাহ বলেন, 'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না' *(ইসরা ১৭/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে? প্রত্যেকেই স্ব স্ব দো'আ ও তাসবীহ জানে' *(নূর ২৪/৪১)*। এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ এবং জড়পদার্থসহ সকল কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/৭৯, ৬/৭২)*। ইমাম নাখাঈ বলেন, 'যার মধ্যে রূহ আছে সেটাও তাসবীহ পাঠ করে এবং যার মধ্যে রূহ নেই সেটাও তাসবীহ পাঠ করে এবং দরজার চৌকাঠও' *(আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন ১০/২৬৮)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাবার খেতাম এবং খাদ্যের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম' *(বুখারী হা/৩৫৭৯; তিরমিযী হা/৩৬৩৩; মিশকাত হা/৫৯১০)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : ছেলেদের জন্য রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি? এটা কোন পর্যায়ভুক্ত পাপ?

-মুহাম্মাদ সাঈদ, বোর্ডবাজার, গাযীপুর।

উত্তর : পুরুষেরা রূপা বা চাঁদির আংটি ব্যবহার করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম চাঁদির আংটি ব্যবহার করেছেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যখন নবী করীম (ছাঃ) পারস্যের রাজা কিছরা এবং রোম সম্রাট কায়ছার এবং নাজাশীর নিকট পত্র লিখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে বলা হ'ল, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না যা মোহর বা সীলযুক্ত নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি আংটি তৈরি করালেন, তার গোল চাক্কিটি ছিল রূপার। তাতে খোদাই করা ছিল 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' *(মুসলিম*

হা/২০৯২; মিশকাত হা/৪৩৮৬)। আর বুখারীর বর্ণনায় আছে, আংটির লেখাটি তিন পংক্তি বা লাইনে ছিল। মুহাম্মাদ এক পংক্তিতে, রাসূল এক পংক্তিতে এবং আল্লাহ এক পংক্তিতে *(বুখারী হা/৫৮৭২)*। অতএব ছেলেরা প্রয়োজনে রূপার আংটি ব্যবহার করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, পুরুষের জন্য সোনা ভিন্ন অন্য কোন ধাতু দিয়ে তৈরী অলংকার ব্যবহার করা যাবে না, যদি তা নারীদের সদৃশ হয়। যেমন কানের দুল, চেইন, ব্রেসলেট। এছাড়া কোন ভ্রান্ত আক্বীদা নিয়েও আংটি বা ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : রাসূল (ছাঃ) যেদিন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান করতেন সেদিন লোকেরা অধিকহারে হাদিয়া পাঠাত। রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে লোকদের নির্দেশনা দিতে বলা হ'লেও তিনি তা করেননি কেন?

-আকবর আলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : এটি রাসূল (ছাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)-এর চাহিদার ভিত্তিতে লোকেরা করত না। বরং তারা আয়েশা (রাঃ)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে করতেন। কারণ আয়েশা (রাঃ) একমাত্র স্ত্রী যার সাথে একই কাপড়ে থাকাকালীন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অহী নাযিল হয়েছিল। লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে হাদিয়া প্রদানের জন্য আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে তাঁর অবস্থানের দিন হিসাব করত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমার সতীনগণ উম্মু সালামা (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হয়ে বললেন, হে উম্মু সালামাহ! আল্লাহ্‌র কসম! লোকজন তাদের হাদিয়াসমূহ প্রেরণের জন্য আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থানের দিন গণনা করে। আয়েশা-এর মত আমরাও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা হাদিয়া পাঠায়। উম্মু সালামাহ (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে এ বিষয় উল্লেখ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নেন। পরে উম্মে সালামার গৃহে অবস্থানের জন্য রাসূল (ছাঃ) আসলে তিনি পুনরায় তাকে ঐ কথা বলেন। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বারেও তিনি রাসূলকে ঐ কথা বললে তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশা-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মধ্যে আয়েশা ছাড়া অন্য কারো শয্যায় একই কাপড়ে শায়িত অবস্থায় আমার উপর অহী নাযিল হয়নি *(বুখারী হা/২৫৮১, ৩৭৭৫)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধ না করার বিষয়টি ইনছাফ বহির্ভূত নয়; বরং সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : কাপড়ে যদি বীর্য লেগে যায় এবং গাঢ় না হওয়ায় শুকানোর পর উঠিয়ে ফেলা সম্ভব না হয় তাহ'লে পুরো কাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে, নাকি পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে?

-মেহেদী হাসান, সিলেট।

উত্তর : পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হুমাম বিন হারেছ একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হন। এমতাবস্থায় সকালে তিনি কাপড় ধুতে থাকলে আয়েশা (রাঃ)-এর দাসী সেটা দেখেন এবং তাঁকে সেটা অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৭১; মুসলিম হা/২৮৮)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে কাপড়ে বীর্য লেগে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এগুলো কফ বা শ্লেষার মত। মুছে বা তুলে ফেলে দিলেই যথেষ্ট হবে *(দারাকুৎনী হা/৪৪৭; যঈফাহ হা/৯৪৮-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : ছোট বাচ্চা, গরু বা অন্য কিছু হারিয়ে গেলে তা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া যাবে কি?

-আয়নাল হক, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের মাইক আযানের জন্য ব্যবহৃত হবে অন্য কাজে নয়। তাছাড়া হারানো সম্পদ খোঁজার জন্য মসজিদের মাইক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/৫৬৮)*। তবে বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে যেমন গ্রামে ডাকাত পড়লে, আগুন লাগলে বা শিশু হারিয়ে গেলে তার নিরাপত্তার জন্য মাইকে ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে *(ওছায়মীন, দুরুস ও ফাতাওয়াল হারামিল মাক্কী লিক্বা-১৮; মুহাম্মাদ আল-আমীন হারারী, আল কাওকাবুল ওয়াহ্হাজ ৮/২১৩)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : বাজারে বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ড্রিংক পাওয়া যায়, যা পান করলে শরীরে এনার্জি তৈরী হয়। ছালাতে মনোযোগ পাওয়া যায়। এগুলো বৈধ হবে কি?

-মুনীরুল গাযী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যে কোন প্রকার এনার্জি ড্রিংকে যে এ্যালকোহল মিশ্রিত থাকে, তা প্রমাণিত। যদিও অতিরিক্ত ক্যাফেইন মিশ্রিত থাকায় সেটি অনেক সময় অনুভব করা যায় না। *(www.drinkaware.co.uk/)*। আর কোন খাদ্য ও পানীয়তে অ্যালকোহল অর্থাৎ নেশাদার দ্রব্য মিশ্রিত থাকলে তা গ্রহণ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নেশা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি নেশাদার হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*। অধিকন্তু এটি মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং ছালাতের মনোযোগ আনার নামে এ ধরনের মাদকদ্রব্য থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : মসজিদের লাশবাহী কাঠের খাটিয়া পুরাতন হয়ে গেলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে না জ্বালানী হিসাবে বিক্রি করে মসজিদের উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে?

-তানযীল আহমাদ, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : মসজিদের পুরাতন জিনিসপত্র বিক্রয় করে মসজিদের উন্নয়নে ব্যয় করায় কোন বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/৯২)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : কবরের কোন পদ্ধতিটি অধিক শুদ্ধ?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে কবরের দু'টি পদ্ধতি চালু আছে। ১. লাহাদ তথা বগলী কবর, যা নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর ছিল। ২. শাক্ব বা ছাদ কবর, যা বালিমাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(মুসলিম হা/৯৬৬; মিশকাত হা/১৬৯৩)*। অতএব মাটি বুঝে যে কোন পদ্ধতির কবর দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মসজিদে শিরনী বা শিন্নী দেওয়া হ'লে তা খাওয়া যাবে কি?

-আলম হোসাইন, মেহেরপুর।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে শিরনী নামে কোন পরিভাষা নেই। বরং কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন মাইয়েতের পরকালীন মুক্তির জন্য দো'আ করবে এবং ছাদাক্বা করবে। যা গোপনে করাই উত্তম। আর প্রকাশ্যে করলে ফকীর-মিসকীনরাই তার বেশী হকদার *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৪/৩০৬; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৯/০২)*। মসজিদে মাইয়েতের জন্য শিন্নী দেওয়ার প্রথা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে ছিল না। অতএব এগুলি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : মহিলাদের জন্য বাড়িতে থাকা অবস্থায় ফরয ছালাত জামা'আতে না একাকী পড়া উত্তম?

-সুমাইয়া ইছমাত, রাজশাহী।

উত্তর : বাড়িতে একাধিক মহিলা থাকলে জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম। উম্মে সালামা ও আয়েশা (রাঃ) জামা'আতের সাথে বাড়িতে ছালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন *(বায়হাক্বী হা/৫৩৫৫; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪৯৫৩; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১৫৩-৫৪ পৃ.)*। আর কোন মহিলা পর্দা সহকারে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না *(আবুদাউদ হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২)*। কারণ এর মাধ্যমে সেখানে তারা ইসলামের বিধি-বিধান এবং আদব -আখলাক শিখতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২১৩)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : আমাদের মসজিদে জুম'আর পূর্বে বয়ান করা হয়। তারপর সুন্নাত ছালাতের জন্য সময় দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আতসম্মত?

-ছানাউল হক ভুঁইয়া, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : এটি শরী'আতসম্মত নয়। কারণ খুৎবার পূর্বে কোন বয়ান নেই। এতে দু'টি বিদ'আত রয়েছে- ১. জুম'আর সুন্নাতী খুৎবার পূর্বে একটি বিদ'আতী খুৎবা চালু করা এবং ২. জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা চালু করা। অথচ জুম'আর পূর্বে নফল ছালাত থাক *দারব ১৩/২৭৮; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। বরং খুৎবার আগ পর্যন্ত মুছল্লী যত রাক'আত খুশী নফল ছালাত আদায় করতে পারে। আর কেউ খুৎবা অবস্থায় উপস্থিত হ'লে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' পড়ে বসবে *(মুসলিম হা/৮৭৫)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : টিকিট ছাড়া রেল ভ্রমণ করলে গুনাহ হবে কি? ট্রেনে চলাচলকালে অনেক সময় টিকেট না থাকলে টিটিকে কিছু হাদিয়া দিলে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এভাবে যাতায়াত করা জায়েয হবে কি?

-ছাব্বির হোসাইন, রংপুর।

উত্তর : বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। এক্ষণে কোন কারণে টিকিট কাটা সম্ভব না হ'লে ট্রেনে দায়িত্বরত কর্মকর্তার নিকট থেকে টিকিট সংগ্রহ করবে। তিনি টিকিট দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে যথাযথ ভাড়া প্রদান করে নিজেকে গুনাহমুক্ত করবে *(বুখারী হা/৩৬০৩; মুসলিম হা/১৮৪৩)*। আর উক্ত টাকা সরকারকে না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গুনাহগার হবে *(আবুদাউদ হা/২৯৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭৯)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : সরকারী খাস জমি দখলে রেখে ভোগ করা জায়েয হবে কি?

-শামসুল আরেফীন, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : সরকারী খাস জমি অবৈধভাবে দখল করে ভোগ করা যাবে না। তবে সরকারের সাধারণ অনুমতি থাকলে চাষাবাদে বাধা নেই। যেমন নিজ জমির সম্মুখভাগে অবস্থিত রাস্তার জমি ব্যবহার করা তার জন্য অনুমোদিত। আর যদি কোন অরক্ষিত খাস জমিতে সরকারের কোন নির্দেশনা না থাকে, তাহ'লে সেখানে যে চাষাবাদ করবে, সে-ই ফসলের অধিকারী হবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৫/১৮; ছালেহ ফাওযান, আল মুলাখখাছুল ফিক্বহী ২/১৭৯)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : আমি স্ত্রীর সাথে রাগ করে আমার মাকে বলেছিলাম যে তাকে আমি তালাক দিব। কিন্তু আমার মা একথা স্ত্রীকে বলতে নিষেধ করেছিল। এক্ষণে কেবল মাকে বলার মাধ্যমে তালাক হবে কি?

-জাবের হোসাইন, বরগুনা।

উত্তর : এমন অনিশ্চয়তাপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎবাচক কথা বলায় তালাক হবে না *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৬১)*। অতএব তারা যথারীতি সংসার করে যাবে।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : অজ্ঞতাবশতঃ কেউ শিরকে রত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার বিচার কিভাবে করবেন?

-মুহাম্মাদ আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : শিরক মহাপাপ, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। তবে কোন ব্যক্তি দ্বীনের সঠিক দাওয়াত না পেলে কিংবা অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাবশত শিরকে লিপ্ত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ চাইলে তাকে মুক্তি দিতে পারেন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/২৩১; মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৩৯; আশ-শারহুল মুমতে' ১৪/৪৪৯)*। কুরআন মাজীদে এসেছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অজ্ঞতাবশে ভুল করি, সেজন্য আমাদের পাকড়াও করো না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। এই দো'আর জওয়াবে আল্লাহ বলেন, আমি ক্ষমা করে দিলাম *(মুসলিম হা/১২৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন চার ব্যক্তি ঝগড়া করবে। (১) বধির (২) নির্বোধ (৩) অতিবৃদ্ধ এবং (৪) যে ইসলামের দাওয়াত পায়নি (من مات في الفترة)। বধির বলবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম এসেছে, অথচ আমি কিছুই শুনতে পাইনি।

নির্বোধ বলবে, ইসলাম আগমন করেছে, অথচ শিশুরা আমার দিকে পশুর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করেছে। অতিবৃদ্ধ বলবে, ইসলাম আগমন করেছে, অথচ আমি কিছুই বুঝতে সক্ষম হইনি। আর ইসলামের দাওয়াত না পাওয়া ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তোমার কোন দাওয়াতদাতা আমার নিকট আসেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হ'তে আনুগত্যের শপথ নিবেন। এরপর তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করবেন এই মর্মে যে, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, আগুন তার উপর ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব মসজিদের মধ্যে অনেক দিন যাবত গাজা খায়। ১ম বার ধরা পড়ার পর কমিটি তাকে ক্ষমা করে দেয়। তারপর ২য় বার ধরা পড়ার পরও কমিটি ক্ষমা করতে চায়। এরূপ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এরকম লোককে ইমাম হিসাবে রাখা যাবে না। কারণ ইমামতি একটি মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব, যার পিছনে অসংখ্য মুছল্লী ছালাত আদায় করেন। তবে বাধ্যগত অবস্থায় ফাসেক ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম যালেম ও ফাসেক ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করেছেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১০০৩; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১২৩-১২৭, ৩০/১৪২)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : কবরস্থানের উন্নয়নের লক্ষ্যে কবরস্থানে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগানো যাবে কি? এছাড়া সেখানে কবরের উপর দিয়ে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা জায়েয হবে কি?

-মাহবূবুর রহমান, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমতঃ কবরস্থান চাষাবাদের জায়গা নয়। দ্বিতীয়ত: কবরস্থানকে বাগানের সদৃশ সুসজ্জিত করা মূলত: ইহূদী-নাছারাদের কাজ, যার বিরোধিতা করা আবশ্যক। তৃতীয়ত: কবরস্থানে ছায়াদার বৃক্ষরোপণ বা ফুলগাছ লাগানোর নযীর সালাফে ছালেহীন থেকে পাওয়া যায় না। এজন্য আজও আরব বিশ্বের কবরস্থানগুলো শুষ্ক ও অনাড়ম্বর দেখা যায়। যেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। এজন্য হাদীছে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বিদ্বানগণ কবরস্থানকে গাছ-পালায় সুসজ্জিত না করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৪৪৯-৪৫০; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/২; মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৩/২০০)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : সাগরের পানি দোকানে ছিটিয়ে দিলে ব্যবসায় বরকত হয়, বেচাকেনা বেশী হয়। একথার কোন ভিত্তি আছে কি? এরূপ বিশ্বাস করা শিরক হবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, মাস্কাট, ওমান।

উত্তর : এটি কুসংস্কার। এতে বিশ্বাস করা শিরক। কারণ এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সাগরের পানিকে ব্যবসায় বরকতদাতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ ব্যবসায় বরকত রয়েছে সত্য কথা বলা এবং পণ্যের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার মধ্যে *(বুখারী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/২৮০২)*। এছাড়া ব্যবসার কার্যক্রম সকাল সকাল শুরু করাতেও বরকত রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/২৬০৬; মিশকাত হা/৩৯০৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : জনৈক নারী পরিবারকে না জানিয়ে দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে এক ছেলেকে বিয়ে করেছিল। বর্তমানে ছেলেটি পালিয়ে গেছে। এদিকে মেয়ের পরিবার মেয়েটিকে বিবাহের জন্য চাপ দিচ্ছে। এক্ষণে ছেলেটি যেহেতু মেয়েটিকে তালাক দেয়নি এমতাবস্থায় মেয়েটি অন্য কোথাও বিবাহ করতে পারবে কি?

*-*রোদশী, পুরান ঢাকা।*

[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স. স.)]

উত্তর : অভিভাবক বা সরকারী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিবাহ না হওয়ায় উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*। এমতাবস্থায় মেয়েটি অবৈধ বিবাহের পাপ থেকে খালেছ তওবা করবে। অতঃপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমে খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এক ঋতুকাল ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বিবাহ করবে *(তিরমিযী হা/১১৮৫; নাসাঈ হা/৩৪৯৭)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : আমি দীর্ঘদিন যাবৎ তোতলামি সমস্যাতে ভুগছি। ফলে আমি প্রায়ই হতাশায় ভুগি। ধৈর্য ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। এজন্য কি কোন আমল আছে যার মাধ্যমে আমি এথেকে মুক্তি পেতে পারি?

-ওয়াসিউল আলম, দক্ষিণখান, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন বা হাদীছে এমন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নির্দিষ্ট কোন আমল বর্ণিত হয়নি। বরং এজন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে। পাশাপাশি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে, যে দো'আটি আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে মুখের জড়তা দূর হওয়ার জন্য পাঠ করার নির্দেশ দেন- *রাব্বিশ্‌রাহ্‌লী ছাদরী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী ওয়াহ্‌লুল্‌ 'উক্বদাতাম্‌ মিল্লিসা-নী, ইয়াফ্‌ক্বাহূ ক্বাওলী* 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বোয়াহা ২০/২৫-২৮)*। এছাড়া সূরা ফাতিহা, নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করে নিজের উপর নিজে ঝাঁড়ফুক করবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১৩২)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : মানুষের দেহ থেকে রক্ত বের হয়ে তা তার দেহে বা কাপড়ে কিছুটা লাগলে ছালাত হবে কি? এছাড়া রক্ত বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-তানবীন, ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : মানুষের শরীর থেকে রক্ত বের হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা তা অপবিত্র নয়। সুতরাং কারো দেহ থেকে রক্ত বের হ'লে এবং শরীরে বা পোষাকে লেগে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না *(বুখারী ১/৩১৮; তিরমিযী হা/১৫৮২; নববী,*

আল-মাজমূ' ২/৬৩-৬৫; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/১৮৫-১৮৯)।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত ও ছালাতের মত ইবাদতগুলোতে যে পরিমাণ তৃপ্তি পাই, মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করার মাধ্যমে সেরকম কোন তৃপ্তি পাই না। অথচ দান করার মধ্যেও প্রভূত নেকী আছে। এক্ষণে নেকীর কাজে তৃপ্তি পাওয়া মুখ্য হবে, না ছওয়াব অর্জনই মুখ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে?

-ছাকিব, যশোর।

উত্তর : ছওয়াব অর্জনই মুখ্য হতে হবে। তৃপ্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তৃপ্তি পাওয়ার জন্য তিনটি কাজ করতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করে থাকে। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিকতর প্রিয় হবে। ২. কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসবে। ৩. আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহ বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপসন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপসন্দ করে *(মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৮)*। তিনি আরো বলেন, যে লোক আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট, সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে *(মুসলিম হা/৩৪; মিশকাত হা/৯)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসে, আর আল্লাহ্র ওয়াস্তে কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তেই দান-ছাদাক্বা করে, আবার আল্লাহ্র ওয়াস্তেই দান-ছাদাক্বা থেকে বিরত থাকে- সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে *(তিরমিযী হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩০; ছহীহাহ হা/৩৮০)*। সুতরাং দান করার ক্ষেত্রে পিছপা হওয়া যাবে না। সেই সাথে তৃপ্তি অর্জনের জন্য সঠিক জায়গায় দান করার চেষ্টা করতে হবে, যেন দান এমন জায়গায় না হয়, যেখানে অর্থের অপব্যবহার হয় কিংবা শিরক-বিদ'আতের প্রচার-প্রসারে ব্যয় হয়।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : মানুষের বয়স ৪০ হ'লে শ্বেত, কুষ্ঠ ও পাগলামির মত ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ৫০ বছর হ'লে আল্লাহ তা'আলা পরকালে কঠিন হিসাব নেন না। ৬০ বছর হ'লে ফেরেশতা বন্ধু হয়ে যায়। ৭০ বছর বয়স হ'লে আল্লাহ তার বান্দাকে দুনিয়ায় দেখতে চান না। এভাবেই ৯০ বছর বয়স হ'লে তার আগে-পরের কোন গোনাহ থাকে না। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-হাদিউয্যামান, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বর্ণনাটির সনদ জাল। অতএব এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৩৬৭৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭৫৬০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/২৪৮)*। তাছাড়া এটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা রাসূল (ছাঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার বয়স দীর্ঘ হয় ও আমল সুন্দর হয়' *(তিরমিযী হা/২৩২৯; মিশকাত হা/৫২৮৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : জনৈক ব্যক্তি একদিন চাহিদা পূরণের জন্য স্ত্রীকে আহ্বান জানালে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও অবহেলাবশত সে তা উপেক্ষা করে। তারপর স্বামী অভিমান করে আর কখনো মিলিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে তারা এভাবেই জীবন-যাপন করছে। এক্ষণে স্বামীর করণীয় কি?

-বিপ্লব, ঢাকা।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দিয়ে অপরাধ করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে অস্বীকৃতি জানায় এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর রাগ নিয়ে রাত্রি-যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে *(বুখারী হা/৩২৩৭)*। অতএব উক্ত নারীর কর্তব্য হ'ল স্বামীর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং তওবা করা। আর স্বামীর কর্তব্য হ'ল স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা। নতুবা শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদেরকে আরও কঠিন পাপে জড়িয়ে ফেলবে।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : স্কুল মাঠে যেখানে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়, তার সামনে বা কোন পার্শ্বে শহীদ মিনার থাকলে সেখানে ঈদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না এবং তার উপর বসো না *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। শহীদ মিনার সরাসরি কবর নয়। সেটাকে কবর মনে করে শ্রদ্ধা জানানো শিরক। অতএব সামনে বা পার্শ্বে শহীদ মিনার থাকলে ছালাতের ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : পিতা সন্তানকে মারধর করা অবস্থায় সন্তান রাগের মাথায় পিতার গায়ে হাত তুলে ফেলে। পরে সন্তান লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে পিতার হাত-পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার পরও পিতা তাকে বারবার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলছেন। এক্ষণে সন্তান ও পিতার করণীয় কি? আল্লাহ কি উক্ত সন্তানকে ক্ষমা করবেন?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : পিতার গায়ে হাত তোলা ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ। পিতা-মাতা অন্যায় করলেও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। এক্ষণে সন্তানের কর্তব্য হ'ল পূর্ণ অনুতপ্ত হয়ে পিতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা। আর পিতার উচিৎ হবে সন্তানকে ক্ষমা করে তাকে খেদমত করার সুযোগ দেওয়া। এতেই উভয়ের জন্য বৃহত্তর কল্যাণ রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : আমি পেয়ারার ব্যবসা করি। পেয়ারামাখা সুস্বাদু করতে স্যাকারিন মিশ্রিত সরিষাবাটা দিতে হয়। এক্ষণে স্যাকারিন মিশ্রিত সরিষাবাটা দিয়ে পেয়ারা বিক্রয় করা জায়েয হচ্ছে কি?

-আবুল কালাম আযাদ, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : স্যাকারিন হারাম বস্তু নয়। সেজন্য সরিষার সাথে স্যাকারিন মিশালে গুনাহ নেই। তবে গবেষকদের মতে,

অতিরিক্ত স্যাকারিন মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা স্যাকারিন একটি মিষ্টিজাতীয় পদার্থ, যাতে কোন পুষ্টিকর উপাদান নেই। এটি মানবদেহে মেশে না। অতএব এক্ষেত্রে উচিৎ হবে, এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং বিকল্প হিসাবে উত্তম কোন বস্তু ব্যবহার করা।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : দাড়ি নেই এমন মুসলমানকে সালাম দেওয়া যাবে কী?

-আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : দাড়ি মুণ্ডন করা ফাসেকী কাজ। কেউ দাড়ি মুণ্ডন করলে সে গুনাহগার হবে। তবে দাড়ি মুণ্ডন ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। সেজন্য দাড়ি মুণ্ডনকারীকে সালাম দিতে বাধা নেই *(ওছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৬৫/১২)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : পত্রিকায় রাশিফল দেখা শরী'আতসম্মত কি?

-জাহিদ হাসান, ঢাকা।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে রাশিফল নির্ণয় করা নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৯৯; ছহীহাহ হা/৩৩৮৭)*। অতএব রাশিফল দেখা বা তা বিশ্বাস করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করলে তা তার সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে। এক্ষণে তিন বার পাঠ করার পদ্ধতি কি?

-আমজাদ আলী, মণীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। ১. প্রত্যেক সূরা ধারাবাহিক একবার করে মোট তিন বার পাঠ করবে। ২. প্রত্যেক সূরা তিন তিন বার করে পাঠ করবে *(ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৭/৪১৪-১৬)*। যার নিকট যেটি সহজ হয় সে পদ্ধতিতে আমল করবে।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : ধৈর্য এমন একটি গাছ, যার সারা গায়ে কাঁটা কিন্তু ফল অতি সুস্বাদু- মর্মে বর্ণিত কোন হাদীছ আছে কি?

-মুহাম্মাদ আছিফ, মাদারীপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এটি কোন বিদ্বানের হিকমতপূর্ণ বক্তব্য। তবে বাস্তবে 'ছবর' (ধৈর্য) নামে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা 'এলোভেরা' নামে পরিচিত। এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ) চোখের চিকিৎসা করতে বলেছেন। আর ছাহাবায়ে কেরাম এই ছবর বৃক্ষের পাতা তথা 'এলোভেরা' দ্বারা চিকিৎসা নিয়েছেন *(মুসলিম হা/১২০৪; আহমাদ হা/৪৬৫, ৪৯৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : আলট্রাসনো করে শিশুর লিঙ্গ জানা জায়েয হবে কি?

-রেযওয়ান জামীল, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এটি জায়েয এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী নয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৪/২)*। বস্তুতঃ গর্ভাশয়ে সন্তানের অবস্থান বা লিঙ্গ জানা যায় ভ্রূণের বয়স চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর। এর পূর্বে মানুষ কিছুই জানতে পারে না। চার মাস পরে এটি আর গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞানভুক্ত থাকে না, বরং আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এর অবস্থান জানা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, (চার মাসের পূর্বে) মায়ের পেটে কি লুকিয়ে আছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ *(বুখারী হা/৪৬৯৭)*। তবে জানার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ ইচ্ছার বিরোধী কিছু দেখলে অনেক সময় পিতা-মাতার মন খারাপ হ'তে পারে। অতএব আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং সুসন্তান হওয়া ও সুস্থ অবস্থায় প্রসব হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রাণ ভরে দো'আ করা উচিত।

আহলেহাদীছ ভাইদের নিয়ে ওমরাহ কাফেলা

সুন্নাতী পদ্ধতিতে ওমরাহ পালন ও মানসম্পন্ন সেবাদানে আমরা বদ্ধপরিকর

প্যাকেজে যা থাকছে

- যাওয়া-আসার বিমান টিকেট
- হারাম থেকে অনতিদূরে (৫-১০ মিনিট হাঁটার দূরত্বে) মানসম্পন্ন হোটেল।
- সকল ট্রান্সপোর্ট (জেদ্দা বিমানবন্দর-মক্কা, মক্কা-মদীনা, মদীনা-বিমানবন্দর)।
- অভিজ্ঞ আহলেহাদীছ আলেম দ্বারা ওমরাহ প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।
- ওমরাহ ভিসা+হেলথ ইনস্যুরেন্স
- মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন।

সম্ভাব্য হোটেল (মক্কা) : আরীজ আল-ওয়াফা *(কবুতর চত্বর, মিসফালাহ)* রিহাব আল-বুস্তান-১,২,৪ *(আবু তানযা, মিসফালাহ)*
সম্ভাব্য হোটেল (মদীনা) : কারাম আল-হিজায, সিলভার, গোল্ডেন, কারাম তাইয়েবা *(মারকাযিয়া)*

আমাদের অন্যান্য সেবা সমূহ

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান টিকিট
- নিয়মিত ওমরাহ প্যাকেজ (কাস্টমাইজড, কর্পোরেট, ফ্যামিলি, গ্রুপ)
- ভ্রমণ প্যাকেজ (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
- ভিসা প্রসেসিং
- হোটেল বুকিং
- মেডিকেল ট্যুরিজম
- ট্যুরিস্ট গাইড
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

Nusrah Tours and Travels

নুছরাহ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।

booking@nusrahtravels.com | 01330-303023, 01330-303024 | www.nusrahtravels.com

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ‘আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন! মনে রাখবেন আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে’ *(বুখারী হা/২৯৪২)*। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে’ *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ’তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ‘আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) মডেল মাদরাসা

গ্রেটওয়াল সিটি, নলজানি, চান্দনা-চৌরাস্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। মোবাইল : ০১৭১২-১৯৩৯৯২।

নিম্নবর্ণিত পদে যরূরী ভিত্তিতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট হ’তে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রম	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১	অধ্যক্ষ	১ জন	দাওরায়ে হাদীছ সহ এমএ (ইসলামিক স্টাডিজ)/কামিল (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিদেশী ডিগ্রিধারীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।	অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ পদে ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (আরবী ভাষায় কথোপকথনে পারদর্শী হ’তে হবে)
২	সহকারী শিক্ষক (আরবী)	১ জন	দাওরায়ে হাদীছ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর/কামিল।	সংশ্লিষ্ট পদে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩	সহকারী শিক্ষক (নূরানী)	১ জন	নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুরআনের হাফেয	সংশ্লিষ্ট পদে কমপক্ষে ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪	অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ জন	স্নাতক/ফাযিল/সমমান	কম্পিউটার ব্যবহারে (বাংলা, ইংরেজী ও আরবী টাইপসহ) পারদর্শী হতে হবে।

❒ আবেদনকারীকে অবশ্যই আক্বীদা ও আমলে পূর্ণ সালাফী মানহাজের অনুসারী হ’তে হবে।

❒ **বেতন :** আলোচনা সাপেক্ষে। ❒ **আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ :** ১০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং।

❒ **আবেদন পত্র প্রেরণের ঠিকানা :** আলহাজ্জ মোঃ ফজলুল হক, সভাপতি, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) মডেল মাদরাসা, গ্রেটওয়াল সিটি, নলজানি, চান্দনা-চৌরাস্তা, গাজীপুর-১৭০২। অথবা ই-মেইল : umarbkm2009@gmail.com

❒ **সংযুক্তি : ক.** জীবন বৃত্তান্ত **খ.** এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি **গ.** জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি **ঘ.** সকল শিক্ষাগত সনদপত্রের ফটোকপি **ঙ.** ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি করপোরেশন কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের ফটোকপি।

YEAR TABLE (26th Vol.) বর্ষসূচী-২৬ (Oct. 2022 to Sept. 2023)

(২৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২২ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় : ১.** দে খাজা! দে দেলা দে! *(অক্টোবর'২২)* **২.** আল্লাহু আকবর *(নভেম্বর'২২)* **৩.** হাদীছ অস্বীকারের ফিৎনা *(ডিসেম্বর'২২)* **৪.** শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ্র ওয়াদা স্মরণ রাখুন! *(জানুয়ারী'২৩)* **৫.** ২০২৩ সালের সিলেবাস *(ফেব্রুয়ারী'২৩)* **৬.** তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্প *(মার্চ'২৩)* **৭.** হে ছায়েম অনুধাবন কর! *(এপ্রিল'২৩)* **৮.** ক্বিয়ামতের গুজব ও বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ড *(মে'২৩)* **৯.** অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উপায় *(জুন'২৩)* **১০.** ক্রমবর্ধমান তালাক : প্রতিকারের উপায় *(জুলাই'২৩)* **১১.** সংস্কারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় *(আগস্ট'২৩)* **১২.** হিংসা ও অহংকার সকল পতনের মূল *(সেপ্টেম্বর'২৩)*।

*** দরসে কুরআন : ১.** সাদৃশ্য অবলম্বন *(অক্টোবর'২২) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*। **২.** হাদীছের প্রতি বিদ্রূপকারীদের পরিণতি *(নভেম্বর'২২)* -ঐ **৩.** মানব সৃষ্টির ইতিহাস *(ফেব্রুয়ারী'২৩)* -ঐ **৪.** যাকাত ও ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা *(এপ্রিল'২৩)* -ঐ।

*** দরসে হাদীছ** : হীলা-বাহানার ফাঁদে ইসলামী অর্থনীতি *(এপ্রিল'২৩) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

(১) অক্টোবর'২২ : ১. ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(২৬/১-৪) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা *(২৬/১-৩) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **৩.** বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য-*ইহসান ইলাহী যহীর* **৪.** চিন্তার ইবাদত *(২৬/১-৫) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(২) নভেম্বর'২২ : পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার *(২৬/২-৫) -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*।

(৩) ডিসেম্বর'২২ : ১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কর্তব্য *(২৬/৩-৪) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** প্রসঙ্গ শিক্ষা : কিছু ভাবনা *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **৩.** হাদীছ আল্লাহ্র অহী *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

(৪) জানুয়ারী'২৩ : ১. পারিবারিক অপরাধ : কারণ ও প্রতিকার *(২৬/৪-৫) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন* **২.** আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন *(২৬/৪-৬, ৮-১০) -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী* **৩.** হাদীছ ও কুরআনের পারস্পরিক সম্পর্ক *(২৬/৪-৫) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

(৫) ফেব্রুয়ারী'২৩ : ১. বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(২৬/৫-১২)-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ* **২.** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসা *(২৬/৫-৬) -ইহসান ইলাহী যহীর* **৩.** শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৬) মার্চ'২৩ : ১. বাংলা বানান রীতি ও আমাদের প্রস্তাবনা *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(২৬/৬-১০) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** পুলছিরাত : আখেরাতের এক ভীতিকর মনযিল *(২৬/৬-৭) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৭) এপ্রিল'২৩ : ১. ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি *(২৬/৭-৮, ১০) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **২.** কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযীলত *-ইহসান ইলাহী যহীর* **৩.** ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* **৪.** যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৮) মে'২৩ : ১. রামাযানের প্রভাব কিভাবে ধরে রাখব? *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** দো'আয় ভুল-ভ্রান্তি ও তা কবুলে দেরী হ'লে করণীয় *-আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **৩.** এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৯) জুন'২৩ : ১. সম্মিলিত মুনাজাত কী ইজতিহাদী মাসআলা? *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **২.** গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার *(২৬/৯-১২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১০) জুলাই'২৩ : ১. বজ্রপাত থেকে বাঁচার উপায় *-ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হক* **২.** আশুরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১১) আগস্ট'২৩ : ১. হজ্জ পরবর্তী করণীয় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা : মুমিনের দুই অনন্য বৈশিষ্ট্য *-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* **৩.** উত্তম মৃত্যুর কিছু নিদর্শন ও আমাদের করণীয় *-ইহসান ইলাহী যহীর*।

(১২) সেপ্টেম্বর'২৩ : ১. ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার কতিপয় ক্ষেত্র -*ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* **২.** ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৩.** ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

দিশারী : পীরতন্ত্র : সংশয় নিরসন *(২৬/১, ৩) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।*

বিজ্ঞানচিন্তা : ১. চন্দ্র দিয়ে মাস এবং সূর্য দিয়ে দিন গণনা : মহান আল্লাহ্‌র এক অনন্য বিধান *(আগস্ট'২৩) -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী* **২.** রক্ত ও মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ *(সেপ্টেম্বর'২৩) -ঐ।*

সাক্ষাৎকার : মতলববাজদের দুরভিসন্ধিতে সাম্প্রদায়িক হামলা *(নভেম্বর'২২) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।*

ছাহাবী চরিত : ১. উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) *(জুন'২৩) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** হাসান বিন আলী (রাঃ) *(সেপ্টেম্বর'২৩) -ঐ।*

মনীষী চরিত : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা *(২৬/১-৩) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

গ্রন্থ পর্যালোচনা : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) *(অক্টোবর'২২) -প্রফেসর (অব.) ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া।*

ভ্রমণ স্মৃতি : মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(২৬/৮-১২) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।*

ইতিহাসের পাতা থেকে : (ক) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক-এর গোপন আমল **(খ)** ছাহাবায়ে কেরাম নেতৃত্বকে যেভাবে ভয় পেতেন *(আগস্ট'২৩) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

করণীয়-বর্জনীয় : ১. গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না *(ফেব্রুয়ারী'২৩) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **২.** পরিমিত খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হৌন! *(মার্চ'২৩) -ঐ।*

অমর বাণী : *(২৬/৬, ১১-১২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।*

হাদীছের গল্প : ১. হোদায়বিয়ায় রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্ব *(অক্টোবর'২২) -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার* **২.** যু-ক্বারাদ ও খায়বার যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত *(নভেম্বর'২২) -ঐ* **৩.** ছাহাবায়ে কেরামের জীবন যাত্রার একটি নমুনা *(সেপ্টেম্বর'২৩) -ঐ।*

চিকিৎসা জগৎ : ১. শরীরে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ *(নভেম্বর'২২)* **২.** স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় খাবার *(জানুয়ারী'২৩)* **৩.** শীতকালীন শাক-সবজির উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ *(ফেব্রুয়ারী'২৩)* **৪.** উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে ভুল ধারণা *(মার্চ'২৩)* **৫.** (ক) সাহারী না করা বা সকালের খাবার না খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বিপর্যয়কর (খ) কাঁচা দুধ পানে হ'তে পারে ব্রুসোলেসিস রোগ *(এপ্রিল'২৩)* **৬.** গরমে শরীর চাঙ্গা ও ফুরফুরে রাখে যেসব খাবার *(মে'২৩)* **৭.** (ক) ভালো ঘুমের জন্য করণীয় (খ) ঘুমের জন্য গ্রহণীয় ও বর্জনীয় খাবার *(জুন'২৩)* **৮.** পাইলস : প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় *(আগস্ট'২৩)* **৯.** বর্ষায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ার কারণ ও প্রতিকার *(সেপ্টেম্বর'২৩)।*

স্বাস্থ্যকথা : (ক) প্রচণ্ড গরমে নিজেকে সুস্থ রাখার ১০টি উপায় **(খ)** ঘরে অ্যারোসল বা কীটনাশক ব্যবহারের সময় যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা যরূরী **(গ)** মেথির বিস্ময়কর উপকারিতা *(জুলাই'২৩)।*

ক্ষেত-খামার : ১. (ক) লাউয়ের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ **(খ)** বেলের উপকারিতা *(এপ্রিল'২৩)* **২.** শখের বশে এলাচ চাষ করে সফল চট্টগ্রামের শরীফ ও যশোরের নযরুল ইসলাম *(মে'২৩)।*

বিশেষ সংবাদ : ১. প্রখ্যাত মুহাক্কিক ওয়ায়ের শামসের মৃত্যু *(নভেম্বর'২২)* **২.** ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর মৃত্যু *(নভেম্বর'২২)।*

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ৪টি **৩.** দরসে হাদীছ ১টি **৪.** প্রবন্ধ ৩৬টি **৫.** ছাহাবী চরিত ২টি **৬.** মনীষী চরিত ১টি **৭.** দিশারী ১টি **৮.** করণীয়-বর্জনীয় ২টি **৯.** ভ্রমণস্মৃতি ১টি **১০.** গ্রন্থ পর্যালোচনা ১টি **১১.** ইতিহাসের পাতা থেকে ২টি **১২.** বিজ্ঞান চিন্তা ২টি **১৩.** অমর বাণী ৩টি **১৪.** হাদীছের গল্প ৩টি **১৫.** চিকিৎসা জগৎ ১১টি **১৬.** স্বাস্থ্যকথা ৩টি **১৭.** ক্ষেত-খামার ৩টি **১৮.** কবিতা ৩৭টি **১৯.** বিশেষ সংবাদ ২টি **২০.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

বর্ষশেষের নিবেদন : ২৬তম বর্ষ শেষে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলনের প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	১৫ ছফর	১৭ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	১৭ ছফর	১৯ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৫	০৭:৩২
০৫ সেপ্টেম্বর	১৯ ছফর	২১ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:৩০
০৭ সেপ্টেম্বর	২১ ছফর	২৩ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	২৩ ছফর	২৫ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:১০	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	২৫ ছফর	২৭ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৮	০৭:২৩
১৩ সেপ্টেম্বর	২৭ ছফর	২৯ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২২	০৬:০৫	০৭:২১
১৫ সেপ্টেম্বর	২৯ ছফর	৩১ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:১৮
১৭ সেপ্টেম্বর	০১ রবীঃ আউঃ	০২ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩০	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০১	০৭:১৬
১৯ সেপ্টেম্বর	০৩ রবীঃ আউঃ	০৪ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩০	০৫:৪৫	১১:৫২	০৩:১৯	০৫:৫৯	০৭:১৪
২১ সেপ্টেম্বর	০৫ রবীঃ আউঃ	০৬ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৭	০৭:১২
২৩ সেপ্টেম্বর	০৭ রবীঃ আউঃ	০৮ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩২	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৭	০৫:৫৫	০৭:১০
২৫ সেপ্টেম্বর	০৯ রবীঃ আউঃ	১০ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৩	০৫:৪৭	১১:৫০	০৩:১৬	০৫:৫৩	০৭:০৭
২৭ সেপ্টেম্বর	১১ রবীঃ আউঃ	১২ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৩	০৫:৪৮	১১:৪৯	০৩:১৪	০৫:৫১	০৭:০৫
২৯ সেপ্টেম্বর	১৩ রবীঃ আউঃ	১৪ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৪	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৯	০৭:০৩
০১ অক্টোবর	১৫ রবীঃ আউঃ	১৬ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৭	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	১৭ রবীঃ আউঃ	১৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৬	০৫:৫০	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৫	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	১৯ রবীঃ আউঃ	২০ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৬	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪৩	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	২১ রবীঃ আউঃ	২২ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৯	০৫:৪১	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	২৩ রবীঃ আউঃ	২৪ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৯	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	২৫ রবীঃ আউঃ	২৬ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৯	০৫:৫৩	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৭	০৬:৫২
১৩ অক্টোবর	২৭ রবীঃ আউঃ	২৮ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৬:৫০
১৫ অক্টোবর	২৯ রবীঃ আউঃ	৩০ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬:৪৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০	+১
শরীয়তপুর	+১	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	০	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	−২	−২	−১	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	০	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+১	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	০	+১	+২	+২	+৩
ময়মনসিংহ	−১	০	০	০	+১
জামালপুর	+১	+২	+২	+২	+৩
নেত্রকোণা	−২	−২	−১	−১	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৪	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৪	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৮
নড়াইল	+৪	+৩	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৩	+২	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+২	+১	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+২	+১	০	+১	০
পটুয়াখালী	+১	০	−১	০	−১
পিরোজপুর	+৩	+১	+১	+১	+১
বরিশাল	+১	০	−১	০	০
ভোলা	০	−১	−২	−১	−২
বরগুনা	+২	+১	০	+১	০

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৪	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৪	+৫	+৬
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৪	+৫	+৬	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯	+৯	+১০
নওগা	+৫	+৬	+৬	+৬	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৫	+৭	+৯	+৮	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৭	+৮	+৮	+৯
লালমণিরহাট	+২	+৩	+৫	+৫	+৬
নীলফামারী	+৪	+৬	+৭	+৭	+৯
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৪	+৪	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৭	+৯	+৯	+১০
রংপুর	+৩	+৪	+৫	+৬	+৭
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৪	+৪	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৪	−৩	−৩
ফেনী	−৩	−৪	−৫	−৪	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৬	−৭	−৮	−৭	−৮
নোয়াখালী	−২	−৩	−৪	−৩	−৩
চাঁদপুর	−১	−১	−২	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−১	−২	−৩	−২	−২
চট্টগ্রাম	−৪	−৬	−৭	−৬	−৬
কক্সবাজার	−৪	−৭	−৮	−৭	−৮
খাগড়াছড়ি	−৬	−৭	−৭	−৭	−৭
বান্দরবান	−৬	−৮	−৯	−৮	−৮

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৭	−৬	−৫	−৫	−৪
মৌলভীবাযার	−৬	−৬	−৫	−৫	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৪	−৩
সুনামগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৩	−২

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 12, September 2023

বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে

ছাদেকপুরী পরিবারের আত্মত্যাগ

মূল (উর্দূ) : ক্বাইয়ূম খিযির

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

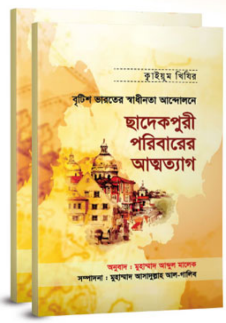

সদ্য প্রকাশিত

পাটনার ছাদেকপুর ইতিহাসের সোনালী পাতায় সমুজ্জ্বল এক নাম। যে নামের সাথে জড়িয়ে আছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গিতপ্রাণ ছাদেকপুরী পরিবার। এই পরিবারেরই কৃতী সন্তান হ'লেন জিহাদ আন্দোলনের অবিসংবাদিত দুই নেতা মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী। অলসতা-বিলাসিতা ও প্রাচুর্যকে দু'পায়ে দলে এই পরিবারের সদস্যগণ জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপমহাদেশের গণমানুষকে যুলুমবাজ ইংরেজদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নির্ভীকচিত্তে জান ও মাল নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পথ ধরেই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে সেই মর্মন্তুদ আত্মত্যাগের অমর ইতিহাস।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*।

কাজের অগ্রগতি : নতুন মসজিদের পাইলিং-এর কাজ চলমান রয়েছে।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

সদ্য প্রকাশিত

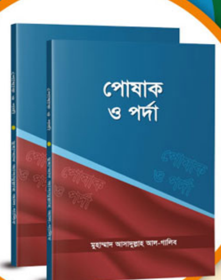

পোষাক ও পর্দা

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা ও বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। বস্ত্র বা পোষাক হ'ল, যা মানুষের লজ্জাস্থান সহ পুরা দেহকে আবৃত করে। যাতে সে স্বচ্ছন্দচিত্তে ও স্বাভাবিকভাবে তার কর্মসমূহ সম্পাদন করতে পারে। পোষাক মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। তাছাড়া মানুষের বাহ্যিক আচরণেও পোষাকের প্রভাব অনস্বীকার্য। সেকারণ ইসলামী শরী'আতে নারী-পুরুষের পোষাক কেমন হবে তার উন্নত নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। বইটিতে যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, www.hadeethfoundationbd.com